ইহাই সত্য

প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কমলা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা

তিন টাকা

শ্রীসত্যচরণ দাস কর্তৃক ৯।এ হরি পাল লেনস্থ আলেকজেন্দ্রা প্রিন্টিং
ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও ৮।১এ হরি পাল লেন হইতে প্রকাশিত

ভক্তদা,

তোমাদের সাহায্য আমার এই-জীবনকে প্রাণ দিয়েছে, তোমার প্রীতি তাকে পুষ্ট করেছে তোমার অকৃত্রিম ভালবাসাই যেন তাকে সফল কোরে তোলে এই আমার একান্ত অনুরোধ। ইতি—

পূর্ণিয়া
বিহার

তোমাদের
প্রসাদ

এই লেখকের অন্যান্য পুস্তক :

উপন্যাস :

বাস্তবের দু' পৃষ্ঠা

যে ফুল না ফুটিতে

তারা তিন জন

ভারতীর প্রশ্ন

নাটক :

মানময়ী বয়েজ স্কুল্

(নাট্যনিকেতন ও রেডিওতে অভিনীত)

এপিক উপন্যাস :

(প্রথম স্তবক)

পৃথিবীর ছন্দ

জনতার ইঙ্গিত

আগামী প্রতিচ্ছবি

(দ্বিতীয় স্তবক)

একটি বুদ্বুদ

রঙ্গীন প্রতিচ্ছবি

পরিণতি

ক্ষুদ্র সহর।

সুতরাং তার সবই ক্ষুদ্র; ক্ষুদ্র আয়তন, ক্ষুদ্রতর পরিস্থিতি, ক্ষুদ্রতম সে সহরের লোকের মন। উত্তর বিহারের একটি এমন নগণ্য, অজ্ঞাত-কুলশীল সহরের ক্ষুদ্রতর একটি কাহিনী আজ আপনাকে বলব। জেলার সদব সহর হ'লে যে যে জিনিস অপরিহার্য্য এব সবই আছে, জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট, আদালত ও ফৌজদারী, জেলা-বোর্ড, ম্যুনিসিপ্যালিটি, তাদের দুর্দ্দান্ত-প্রতাপ চেয়ারম্যান যুগল, বহু অর্থব্যয়ে রক্ষিত জঘন্য পাকা রাস্তা, কুয়াসা পবিবেষ্টিত অফিসারদের ক্লাব, যেখান থেকে অধিকার-প্রাপ্ত দুচার জন মাথা-উকিল অধিক বাত্রে রক্তচক্ষু, কম্পিত পদক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করে,' হাকিম খোসামদ করে' ব্যবসা জাঁকিয়ে কবেন, পূর্ব্বযুগেব নীলকুঠির সাহেবদের বংশধরেরাও একটি স্বতন্ত্র ক্লাব চালিয়ে মান সম্মানের সন্ধিক্ষণে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কোনপ্রকাবে বজায় বেখেছে।

জেলা সহরের স্বাধিকারের জন্য যা প্রয়োজন এ সহরের সব আছে, তবুও এর দৈন্য, এর উলঙ্গতা, এর স্বল্পপরিসরতা এ সহরের শুধু লজ্জা নয়, বাইরের লোকের কাছে তার দীনতা পীড়াদায়ক; তার জন্য দায়ী সহরের ক্ষুদ্র প্রাণ, যে প্রাণে আজও বহির্জগতের আধুনিক প্রসারতার আঘাত লাগেনি, যে প্রাণে আজও পুরাতন বদ্ধ হাওয়ার চাপ কখনো

কখনো বিষাক্ত করে' তোলে, যে প্রাণের কোণে কোণে এখনও অন্ধকার লুকিয়ে আছে, যার গায়ে জমে আছে পুরাতন যুগের ধূলি, হয়ত বা সেই ধূলির বুকে ক্ষুদ্র একটি মাকড়সা নিজের মনে অতি ধীরে ধীরে জাল বুনে চলেছে ও সেই জালে অন্ধকারের অন্ধ কীটপতঙ্গ ধরা পড়ছে ও নিজের অজ্ঞাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ জেলার বুকের ওপর দিয়ে যখন রেল যায় তখন এ দেশের লোক লৌহদানবকে পূজা করে ও তাদের কোন অহেতুক অমঙ্গল না হয় তার প্রার্থনা করে; এবং সেই রেলপথ ধরে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী এ সহরে প্রবেশ করে' নিজের আধিপত্য স্থাপন করে' পরে নিজের আত্মীয় স্বজন এনে, পুত্র-পৌত্রাদির সৃষ্টি করে; সুতরাং এ সহরের যা কিছু ইতিহাস তারপর থেকেই, তার পূর্ব্বের ইতিহাস অনুধানাযোগ্য, প্রয়োজন হ'লে ইতিহাসের খাতিরে সন্ধান নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমার কাহিনীর জন্য নিতান্ত অপ্রয়োজন।

সুতরাং এ সহরের ইতিহাস ধরুন আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর থেকে, অর্থাৎ তার বয়েস মাত্র এই কয়েক বৎসর। অবশ্য আপনি বলবেন যে অগ্রগতির জন্য এই কয়েক বৎসরই যথেষ্ট, আমিও সেটা মানি, কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলুন, আর সৌভাগ্যই বলুন আমরা এ সহরে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই মহাসুখে গড়াগড়ি দিচ্ছি। বিংশ শতাব্দীর সবই কিছু কিছু পেয়েছি,—আধুনিক মেয়েদের ফ্যাশান, কংগ্রেস ও তার কয়েকটি ভলান্‌টিয়ার, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, তাদের দলাদলি, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের টিকিট নিয়ে ভোটের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি, ইত্যাদি,—অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর ভারতের যতগুলো দানে তার সব কিছুরই গঙ্গাজলের ছিটা—পাইনি শুধু তাদের প্রাণ।

ইহাই সত্য

হলাহল পান করে' এ সহর হয়েছে নীলকণ্ঠ, এখন স্পষ্ট বুঝা যায় শুধু বাঙ্গালী-বেহারী বিদ্বেষ ও বাঙ্গালীদের মধ্যে একান্ত অ-একতা!

সুতরাং এ সহরে বাঙ্গালীর চরম মুহূর্ত্ত!

অর্থাৎ এ সহর স্বপ্ন দেখে সুদূর ভবিষ্যতের, কিন্তু বাস করছে এখনও সেই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত হিংসা দ্বেষ পূর্ণ আত্ম-গ্লানি সমাহিত মুমূর্ষু গ্রামের রক্তস্রোতে। এ সহরে এখনও কাহারো উপর্যুপরি তৃতীয় কন্যা হ'লে সন্ধ্যায় অফিস প্রত্যাগত যুবক ও প্রৌঢ়বা তারই সমালোচনা করে' পরমানন্দে শয্যাগ্রহণ করবেন। সে চর্চ্চায় যোগ দেবেন তাঁরাই বেশী যারা হয়ত বা একাধিক্রমে সাতটি কন্যাব পিতা, কিংবা যিনি হয়ত সত্তর বৎসর বয়েসে একুনে একুশ সন্তানের জনক। সুদূব পল্লীগ্রামে সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যা কিছু বিষ সবই হয়ত এ সহবেব প্রতি বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনে পরিস্ফুট।

দায়ী এর জন্য তাদের ভাগ্য-বিধাতা।

সুমধুর একটি কাহিনী শোনাতে বসে কোন বিশেষ একটি সহবের যে পরিচয় দিলাম সে হয়ত আপনার কাছে তিক্ত লাগল, হয়ত বা এটাও সেই সহববাসীরই একজনের সঙ্কুচিত আত্মার পরিচয় দিলাম, আমিও এব জন্য দুঃখিত, সে সহরেব কোন পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি সহরের নগ্ন-সত্য পরিচয় দিতে বাধ্য হলাম কারণ আমাব এই কাহিনীর আধার সেই সহর, সুতরাং এ কাহিনীকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে হ'লে তারও নিখুঁত খুটিনাটি পরিচয় আবশ্যক।

সহরে একদিন অকস্মাৎ চাঞ্চল্য উঠল, সে চাঞ্চল্যের আঘাতে সহরের বুকে যে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হ'ল, তাতে সারা সহর আন্দোলিত হ'ল; স্থির-নীর বদ্ধ পুকুরে বৃহৎ একখণ্ড পাথর পড়লে যেমন তার আবাত-

ইহাই সত্য

সৃষ্ট ঢেউ বহুক্ষণ পুকুরকে আন্দোলিত করে; পরিপূর্ণা পদ্মায় যা আশাতীত, সামান্য পচা-পুকুরে তা আলোড়ন।

স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে নতুন যে শিক্ষয়িত্রীটি এসেছেন তাঁকে কেন্দ্র করেই এ আন্দোলন। বিদ্যালয়টি এম্. ই.—নতুন-আগতা প্রধান শিক্ষয়িত্রীটি আই. এ. পাশ, ঢাকার মেয়ে, এই বৎসর বি. এ. দেবেন। চাঞ্চল্য তার বিদ্যার বহর নিয়ে নয়,—চাঞ্চল্য তার রূপের বহর নিয়ে। কিঞ্চিৎ ভীত হলাম—আমার দৃষ্টির্ সম্মুখে স্কুল-কমিটির প্রত্যেক সদস্যের উদ্ভাসিত মুখচ্ছবি ভেসে উঠ্ল।

যদিও আমি খুব বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ছিলাম না তবুও সারাদিনে ও কয়েকদিনে টুক্‌রা টুক্‌রা সংবাদ যা আমার কাণে এসে পৌছাল তাতে নবাগতার একটা স্পষ্ট ছবি মনে মনে এঁকে নিতে পারলাম। সংক্ষেপে সেই ছবিটা এইরূপ—

একটি যুবতী মেয়ে, বয়েস আন্দাজ একুশ বাইশ হবে, আই. এ. পাশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী বি. এ. পরীক্ষা দেবেন, ঢাকায় বাড়ী ছিল; 'ছিল'র কিঞ্চিৎ অর্থ আছে, অর্থাৎ তার বাপ সেখানে খুব বড় একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের মত তাঁর ছিল অতল জ্ঞান, নিজের জীবনে আশাতীত উপার্জ্জন করেছিলেন, মৃত্যুর পর ধারণাতীত ঋণ রেখে যান স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান আমাদের নবাগতার জন্য, ফলে পিতার মৃত্যুর পর বাড়ী গাড়ী ও আসবাব-পত্র বিক্রী করে' মাকে নিয়ে এখানে আসতে হয় চাকরী করবার জন্য। পিতার মৃত্যুর পর প্রায় বছরখানেক ঢাকায় থাকেন বিষয়-পত্রের ব্যবস্থার জন্য। মেয়েটির সঙ্গে এখানে এসেছে মা ও স্বামী। পিতার পরিচয় দিলে এখনও ঢাকায় সকলে মাথা নত করে' শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় নবাগতা ও তাঁর মা পূর্ব্বস্মৃতি

বিস্মৃত হ'তে চান, বর্ত্তমানে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সম্মুখের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বলতর করে' তোলাই যুবতীর একান্ত ইচ্ছা, সে ইচ্ছাকে আপ্রাণ সাহায্য করেন তাঁর মা। নবাগতার অপূর্ব্ব রূপ, যেমন দেহ-কান্তি, যেমন বহিঃ-শ্রী, তেমনই নাকি তার দেহের ছন্দ !

নাম—স্বপ্না দে।

আমার তখন ছুটি, গরমের দীর্ঘাবকাশ তখন প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে, সারাদিন অলস মুহূর্ত্তগুলোর ফাঁকে যে ছবিটি এঁকেছিলাম তা আপনাকে উপহার দিলাম, তখনও তাঁকে চোখে দেখিনি। সন্ধ্যার সময় ক্লাবে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই নতুন হেড্ মিস্ট্রেসের আলোচনায় কাটে, কেউ তখনও চোখে দেখেনি, কেউবা এক ঝলক দেখেছে, যারা দেখেনি তারাই বেশী আলোচনা করে।

"তুমি দেখেছ প্রদীপদা ?" অমল আমাকে প্রশ্ন করে, অমল এবার সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে, সুতরাং তার রসবোধ আমার চেয়ে অনেক বেশী ; আমি তার কথায় ছোট একটি 'না' বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

"দেখনি ? কী বলব প্রদীপদা, যেন একখানা পানামা-ব্লেড," অমল কথাটা শেষ করে' মুখে একটা কেমন যেন শব্দ করে যেটা আমার পক্ষে অননুকরনীয়, আমি স্তব্ধ হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

"অমল, হেড্ মিস্ট্রেসের বয়েস শুনলাম তোর চেয়ে বেশী, পানামা-ব্লেড হ'যে তোর কিছু কাটে ত গলাটাই কাটবে, হৃদয় বোধ হয় কাটবে না।" আমার কথায় অমল বিন্দুমাত্র লজ্জা পায় না।

সহরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই স্বপ্না দে'র কথা। স্বপ্না দে

কয়েকদিনেই সকলকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এ সহরে সকলকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করা যে কতখানি ভয়ের কথা তা আমি জানি বলেই নবাগতার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি শিউরে উঠলাম।

কয়েকদিন পর বালিকাবিদ্যালয় দীর্ঘাবকাশের পর খুল্‌ল তার নূতন প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে অভ্যর্থনা করে'। তার রূপ ও যৌবনকে কেন্দ্র করে' যে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয়েছিল সে গুলোর শক্তি বৃদ্ধি পেল বিদ্যালয় খুলবার পর নবাগতার বিদ্যালয় পরিচালনার সুযোগ্য সুদক্ষতা দেখে। এক এক প্রকার শিশুগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যার বিজ্ঞাপনে থাকে যে সে বই পাঠ করে' পিতাও আনন্দ পাবেন। আমাদের নবাগতা শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের প্রিয়পাত্রী হ'য়ে উঠলেন। আমার একটি বোন স্কুলে পড়ত, সে ত প্রতিদিন বিকালে এসে আমাকে, মাকে ও বাবাকে তাদের স্বপ্নাদির গুণাবলীর বিশদ বিবরণ দিতে এত সময় নিত যে শেষে তাকে নিবৃত্ত করা কষ্টসাধ্য হত।

বাইরের লোকের কাছে সংগৃহীত টুকরায় যে ছবি হয়েছিল তা আপনাকে উপহার দিয়েছি, আমার বোনের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করলাম তাতে প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে স্বপ্না দে'র যে মূর্ত্তি পেলাম সেটা আমার ভাল লাগল; স্কুলে তিনি নাকি বাঘের ন্যায় গম্ভীর ও ভীতিপ্রদ, খুব কম কথা বলেন, প্রথম ঘণ্টা থেকে শেষ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ডিসিপ্লিন রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, সেক্রেটারীকে কার্ড দিয়ে তাঁর অফিসে প্রবেশাধিকার পেতে হয়, মেয়েরা যারা ভাল পড়া পারে তাদের চকোলেট পুরস্কার দেন, কচি মেয়েদের মাটির পুতুল গড়ে তাদের মনে সে জিনিসের নাম ও আকৃতি দিয়ে দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরাজি তর্জ্জমাও শিখিয়ে দেন।

অর্থাৎ মেয়েরা দুদিনেই স্বপ্নাদিকে আপন করে' নিল, তাঁকে বাঘের মত ভয় করে ও নিজের দিদির মত ভালবাসে।

চল্লিশটাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁকে আনা হয়েছিল, প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বেতনই চল্লিশটাকা এ স্কুলে, স্বপ্না দেকে ষাট টাকায় নিয়োগ করা হয়, এবং পনের দিন পরেই স্কুলের মাসিক মিটিংএ তাঁকে পঁচাত্তর টাকায় স্থায়ী করা হয়; প্রথম প্রস্তাব করবার জন্য সদস্যরা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন।

অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা নিরালায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, স্বপ্না দে'র চতুর্দ্দিকের হাওয়া ক্রমশঃ ভারী হ'য়ে ওঠে। তিনি কিন্তু সকলকে আপন করে নেন নিজের মিষ্ট ব্যবহারে।

আমার কলেজ খুলে যাওয়ায় আমি সহর ত্যাগ করি, যাবার সময় দেখে যাই স্বপ্না দে পঁচাত্তর টাকায় স্থায়ী, সকালে সেক্রেটারীর মেয়েকে পড়িয়ে পান তিরিশ ও একজন রায় বাহাদুর সদস্যের মেয়েকে পড়িয়ে পান চল্লিশ—স্বপ্নার সচ্ছল সংসার।

তাকে কেন্দ্র করে' সারা সহর চঞ্চল ও গুঞ্জরিত।

আমি তখন রংপুর কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছি এবং আগামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য সতর্কভাবে প্রস্তুত হচ্ছি, সুতরাং তখন স্বপ্না দে'র স্বপ্নময়ী আবহাওয়ার দিকে দৃকপাত করবার আমার বিন্দুমাত্র সময় ছিল না, তাছাড়া আপনারা হয়ত দেখেছেন যে কলকাতা মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথে গগনচুম্বী প্রাসাদের সম্মুখে মুল্যবান মটর যখন ভিড় করে' থাকে তখন সেখানে মানুষ-বাহিত রিক্সার উপস্থিতি শুধু অবাঞ্ছনীয় নয় অনুমতিও পায় না। সহরে স্বপ্নাকে নিয়ে তখন তীব্র প্রতিযোগিতার মহড়া চলছে।

ছুটি শেষ হ'তেই নিঃশব্দে কলেজে চলে গেলাম।

কলেজে বসে যে দুচারটা উড়ো খৈ ধরতে পারতাম তাতে ভিতরের সংবাদ বিশেষ পেতাম না, শুধু শুনতাম যে স্বপ্নার আগমনের পর স্কুলের প্রচুর উন্নতি হয়েছে, মেয়েদের শিক্ষা, দীক্ষা ও নৈতিক জ্ঞানের ধারা অন্য প্রণালীতে সুগঠিত হচ্ছে, স্বপ্না দে আধুনিক ভিত্তিতে স্কুলের সংস্কার করবার চেষ্টায় আছেন, তাঁর সে ক্ষমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমি থাকতেই পেয়েছিলাম এবং স্বপ্না দেবীর সে ক্ষমতাকে আমি বিশ্বাস করি। সম্প্রতি নাকি ডিভিশনের কমিশনার এসেছিলেন জেলায়, স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি, তাঁর সম্মানার্থে স্কুলে একটি সভায় মেয়েদের পারিতোষিক বিতরণ হয়, সে সভায় স্বপ্না নাকি ইংরাজিতে বক্তৃতা দেন, সাহেবের সঙ্গে এমন সুন্দর কথা বলেন যে অনেক পুরাতন উকিলও মুগ্ধ হ'য়ে যান; স্কুল হাই হ'লে সরকার বাহাদুর যথাসাধ্য সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, এবং তারপর দিনই স্বপ্নার সম্মানার্থে রায় বাহাদুরের বাড়ী বিরাট ভোজ হয়।

এ সব অবশ্য উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

সহরের ঘটনাবলীকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি রংপুরে ছাত্র জীবন অতিবাহিত করতে লাগলাম;

পূজার ছুটিতে বাড়ী এসে ছুটি উপভোগের আশা করলাম; সহরের আবহাওয়ার দোষেই হোক কিংবা আমার যৌবনের দুষ্ট বুদ্ধিতেই হোক স্বপ্নার বিষয়ে সবিশেষ সংবাদ গ্রহণে মনোযোগ দিলাম; শুনলাম স্বপ্না দেবী ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, স্কুল ব্যতীত অন্য কোথাও ভুলেও বেড়াতে যান না, নিমন্ত্রণ করলেও কদাচিৎ আসেন, উপর্য্যুপরি নিমন্ত্রণের নিহিত অর্থ বুঝতে পারেন, নিজের বাড়ীতে কাহারো সঙ্গে স্কুল সম্পর্কীয় কোন দরকারী কাজ না থাকলে দেখা করেন না, কোন সভায় কিংবা

সমিতিতে শত অনুরোধ সত্বেও যোগদান করেন না, সহরের অনেক বড় লোক, অনেক অগ্রগামী ধনীর পুত্র, বহু সচেষ্ট আধুনিক যুবক বিবিধ কৌশলে নাকি স্বপ্না দেবীর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছেন, ব্যর্থকাম এখনও না হ'লেও, সকলকাম একজনও হননি কিন্তু তখনও তারা চেষ্টার হাল ছাড়েননি, প্রত্যেকেরই নিজের নিজের অভিজ্ঞতার গল্প আছে এবং সেটার উপর কিঞ্চিৎ রং লাগিয়ে ক্লাবে বা বন্ধুমহলে প্রচারিত করে, অথচ স্বপ্না দেবীর বাড়ীতে এক কাপ চা খাবার সুযোগ বা সুবিধা তারা কখনো পায়নি, এর উপর আছে স্কুল কমিটির সদস্যদের প্রতিযোগিতা-মূলক নিমন্ত্রণের ঘটা।

স্বপ্না দে একান্তে মৃদু হাসেন।

ফলে স্বপ্না দেবীর স্বামীর বন্ধু সংখ্যা সন্ধ্যাকাশে ক্রম-দৃষ্ট তারার সংখ্যার মত বৃদ্ধি পায় ; এই স্বামীটিকে কেন্দ্র করে বহুবর্ণের ও বিচিত্র প্রকারের গল্প গড়ে উঠেছে, তার সংখ্যা এত অধিক যে সবগুলির লিপি-বদ্ধ এখানে অসম্ভব।

কাল্পনিক প্রসারতার আদি ও অন্ত নাই।

স্বপ্নাদেবীর স্বামীর বিদ্যা ও জাতির বহর যাই থাক, তার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের বহর এবং বাহার দুইই ছিল, এবং সেদিক থেকে স্বপ্নার পছন্দের আমি প্রশংসা করি। সহরের যুবক সম্প্রদায় যে তথ্য আবিষ্কার করেছিল সেগুলো পরে জানতে পেরেছিলাম একেবারে ভিত্তিহীন।

সংসারের চালনা ও পরিচালনা বরেণ দে'ই করত, তার আকৃতিতে কথাবার্ত্তায় বুদ্ধি পরিষ্কাররূপে প্রকটিত হত, সাজ-সজ্জায় কতকটা মেয়েলী হ'লেও, সকাল সন্ধ্যা সে ফিটবাবুটি সেজে থাকত। অঙ্গসজ্জা ও দেহ-

রূপ চর্চ্চায় স্বামী স্ত্রীতে যেন প্রতিযোগিতা চলত। বরেণের সাজসজ্জাকে কেন্দ্র করে নানা লোকে নানা কথা বলেছে, অবশ্য গোপনে।

সমালোচনার ব্যূহজাল রচনা করে' স্বামী স্ত্রী সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় তাদের নাটকে আমার আবির্ভাব হওয়ায় দৃশ্যান্তর হ'ল এবং আমার কাহিনীর প্রকৃত সূত্রপাত হ'ল।

সেদিন আমার বোন এসে আমাকে সংবাদ দিল যে স্বপ্নাদেবী আমাকে একবার তাঁদের বাড়ীতে ডেকেছেন। আমি যেমন বিস্মিত হলাম তেমনি হলাম ত্রস্ত, যে ডাকের জন্য কিংবা যে ডাকের সামান্য ইঙ্গিতের জন্য শত শত যুবক তৃষিত নয়নে তাকিয়ে আছে, সেখান থেকে শুধু ইঙ্গিত নয়, একেবারে আহ্বান!

"তোর স্বপ্নাদি ডেকেছেন? কেন রে?"

"স্বপ্নাদি এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবেন কিনা, তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে এবার কলকাতা থেকে কেউ বি. এ. পরীক্ষা দেবে কিনা। আমি বল্লাম যে, বারে আমার দাদাই ত এবার বি. এ. দেবে—স্বপ্নাদি বল্লেন যে, তোমার দাদাকে একবার নিশ্চয়ই আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে। বুঝলে দাদা, এক্ষুনি একবার তুমি যাও দাদা, আমাকে স্বপ্নাদি বারবার বলে দিয়েছেন—

বোন ও স্বপ্নাদেবীর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তার হুবহু পুনরাবৃত্তি করে গেল এবং অবশেষে নিজের একটা আবেদনও জানিয়ে দিল; স্নানের পূর্ব্বে আমি তখন শরীরে প্রাত্যহিক রীতিতে তৈল মর্দ্দন করছিলাম, ভগ্নির আবেদনে বিশেষ সাড়া দিলাম না, অবশ্য স্বপ্না দেবীর আহ্বানে যে সাড়া দেব না সেটাও স্থির করে ফেল্লাম, কেমন যেন পুরুষাকারে বাধা দেওয়ায় সঙ্কুচিত মনে করলাম, একজন মেয়ে ডাকলেই

যেতে হবে এমন কোন হেতু দেখলাম না ; এ স্বভাবটা আমার বরাবরই থেকে গেছে।

"যাবে ত দাদা ?"

"পাগল নাকি! তোর স্বপ্নাদি ডাকলেই যেতে হবে নাকি ?"

বেচারী মর্ম্মাহত হল। এমন সময় বাইরে কে যেন আমাকে ডাকল। আমি বাইরে এসে দেখি স্বপ্নাদেবীর স্বামী বরেণবাবু আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন, তৈলসিক্ত দেহে তখন তাঁকে বিশেষ অভ্যর্থনার স্মবিধা পেলাম না। নমস্কার ও প্রতিনমস্কার সমাপ্তান্তে বরেণবাবু সেদিন অপরাহ্ণে আমাকে তাঁদের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন, নির্ব্বিকার চিত্তে আমি গ্রহণ করলাম, কারণ আর কোন উপায়ই ছিল না। প্রকারান্তরে ভগ্নির জয় হ'ল।

যথাসময়ে আমি বহুলোক বাঞ্ছিত স্বপ্নাদেবীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বরেণবাবু আমাকে অভ্যর্থনা করে ড্রয়িং রুমে বসালেন, ঘরটি দেখলাম পুরাতন অথচ রুচি-মার্জ্জিত আসবাবে সুসজ্জিত, দরজায় ও জানালায় পুরাতন মূল্যবান পরদার নমুনা, অদূরে একখানা জয়পুরী টেবিলের উপর পিতলের বড় একটি সারস পাখী গলা উঁচু ক'রে আছে, তার পাদদেশে মূল্যবান ফ্রেমে একটি ফটো—অনুমান করলাম যে সেখানা স্বপ্নাদেবীর, এককোণে বুকসেল্‌ফে কতকগুলো ইংরাজি বই ও একখানা চয়নিকা। ঘরের আবহাওয়া গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দিচ্ছে।

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে খুবই আনন্দিত হলাম প্রদীপ বাবু, অনেকদিন থেকে ভাবছি আপনার সঙ্গে আলাপ করব—কিন্তু—"

"হ্যাঁ, আমারও ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি ত এখানে থাকি না, ছুটিতে ছুটিতে আসি মাত্র—"

বরেণবাবুর কথা শুনে মনে হল যেন কথাগুলো শেখান ও কৃত্রিম, অভ্যর্থনার অ, আ, ক, খ। সামান্য দুচারটা কথাবার্ত্তার পর স্বপ্নাদেবী প্রবেশ করলেন, বরেণবাবু প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দিলেন, নমস্কারের পালা শেষ করে আমরা আসন গ্রহণ করলাম।

"তুমি যাও মার্কেটটা শেষ করে এস", স্বামীকে বললেন, পরে আমাকে বললেন—"আমার স্বামীর অনুপস্থিতিকে ক্ষমা করবেন প্রদীপবাবু, মার্কেটটা সেরে আসুক, এ সহরে এই একবারই বাজার বসে, আশ্চর্য্য! আপনার অনুমতি হলে—"

"নিশ্চয়ই। এতে অনুমতির কী আছে? আপনি ত থাকলেন।" পুতুলের মত নমস্কার করে বরেণ বেরিয়ে গেলেন। আমরা স্থির হ'য়ে বসলাম।

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সুখী হ'লাম, আপনি রেখার দাদা—"

"আমার নিজেরও একটা পরিচয় আছে।"

"ওঃ, নিশ্চয় আছে। আপনি একজন লেখক, যদিও আপনার লেখা আমার ভাল লাগে না, অর্থাৎ আপনার মতবাদের সঙ্গে আমার মতবাদ মেলে না—"

"একের মতবাদ অন্যের সঙ্গে মেলে না, সেইজন্যই তার নাম মতবাদ।"

"তা ঠিক। অবশ্য আপনার যে তিনখানা বই বাজারে বেরিয়েছে সবগুলোই আমার কাছে আছে, এখানে আসবার আগেই কিনেছি তখন জানতাম না যে লেখকের দেশে যেতে হবে। দাঁড়ান দেখাচ্ছি"—স্বপ্না-দেবী উঠে গিয়ে আমার তিনখানা বইই আনলেন। মনে মনে একটু গর্ব্ব বোধ করলাম, স্বপ্নাদেবীর যে ছবি পূর্ব্বে কল্পনা থেকে দিয়েছি তিনি তার

থেকেও সুন্দরী, তাঁর দেহে রূপের ও স্বাস্থ্যের একটা চমৎকার ছন্দ হয়েছে, সাজসজ্জা আমার চোখে যদিও কিঞ্চিৎ অত্যুজ্জ্বল লাগল তবুও সাড়ী ব্লাউজের রং দেহের কান্তির সঙ্গে যে সুন্দর ছন্দ রেখেছিল সেটাকে প্রশংসা করলাম মনে মনে।

"আচ্ছা আপনি ত বিয়ে করেন নি?"

"না, এখনও সময় হয়নি, সবে ফোর্থইয়ারে পড়ি, ছেলেরা এ-বয়েসে বিয়ে করে না।"

"মেয়েরাও করে না। আমার উদাহরণটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড মনে করবেন না। আচ্ছা আপনি কখনও প্রেমে পড়েছেন—?" স্বপ্নাদেবীব প্রশ্নটা পছন্দ করলাম না।

"এটা হয়ত নিতান্ত ব্যক্তিগত হ'য়ে পড়ল। প্রেমে পড়লেও আপনাকে বলাটা সঙ্গত হবে কী?"

"আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাচ্ছি না! আপনাব একখানা বইএ মেয়ে পুরুষ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতাব পরিচয় পেলাম সেটা অবিবাহিত বা প্রেমে-না-পড়া লোকের পক্ষে জানা অসম্ভব। আপনি যখন দুটোর একটাও নয় তখন বলব ওগুলো ধার করা—সাহিত্যে ধার কবা জিনিষ অচল। কী বলেন?" আমি কোন উত্তর দিলাম না কারণ প্রশ্নটি ডিলেমা প্রকৃতির, যে কোন উত্তরে ধবা পড়তে হয়। ইতিমধ্যে চা ও খাবার নিয়ে ভৃত্য প্রবেশ করে' টেবিলে সাজিয়ে দিল, পশ্চাতে একজন মহিলা এলেন, পরিচয়ে জানলাম স্বপ্নার মা, দেহাকৃতি ও দেহসৌষ্ঠবে স্বপ্না তাঁরই প্রতিচ্ছবি, মার দেহকান্তি কিঞ্চিৎ মলিন। যা হোক, মাব কোন রূপ নাই পৃথিবীতে। চমৎকার মহিলা, প্রকৃত মাতৃমূর্ত্তি। কিঞ্চিৎ আলাপের পর তিনি চলে গেলেন। আমরা চায়ে মন দিলাম।

"আপনাকে না দেখে আপনার নাম দিয়েছিলাম ঠাকুর্দ্দা।" আমার কথা শুনে স্বপ্না হেসে উঠ্‌লেন—

"কেন, আমি কী অপরাধ করেছি!"

"কিছু না, শুনলাম আপনি নাকি ঠাকুর্দ্দার মত গম্ভীর, দেখা ত দূরের কথা, কথা পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে বলেন না। শুধু মেয়েরা নয়, তাদের অভিভাবকরা পর্য্যন্ত ভয়ে অস্থির। অথচ—"

"অথচ আমি ঠিক উল্টো, না? বড্ড জ্যাঠামেয়ে! কী করি বলুন, ভয় ত অভিভাবকদেরই, ঠাকুর্দ্দা না হ'লে এতদিনে এখানকার লোকে আমাকে গিলে খেত—চেষ্টা ত কম হচ্ছে না।" স্বপ্নাদেবীর কথায় মর্ম্মান্তিক সত্য নিহিত ছিল, তবুও সহরের লোকের পক্ষে আমি প্রতিবাদ করলাম।

"গিলে খাবে কেন? আপনি এমন কিছু মিষ্টি নয়।"

"কী জানি। তেতোরই ত এই ধাক্কা। আপনি কখনও চেষ্টা করেন নি তাই সাহস করে একথা বলছেন। আপনাকে আমি অনেক দিন সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছি, দেখে ভেবেছি আপনি এদের থেকে অন্য টাইপের, তখন ভাবিনি আপনিই প্রদীপবাবু। আপনি আমায় দেখেননি কখনও জানলায়?"

একটু রাগ হ'ল, বললাম—"না, অন্যের জানলায় তাকান আমার স্বভাব নয়।"

"তা ঠিক। আমারও অবশ্য জানলা দিয়ে পথের লোক দেখা স্বভাব নয়, তবে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠ্‌লে জানলার ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তখনই আপনাকে দেখেছি, দেখে তৃপ্তি পেয়েছি, আমার স্বামীকে বলেছি যে আপনার খবর নিতে—তারপর ত এই আলাপ। কত খুসীই হলাম।" স্বপ্না দেবীর কথায় সত্যই তৃপ্তির আভাষ পেলাম। আমি দ্বিতীয়বার

প্রতিবাদ করতে পারলাম না স্বপ্নাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে। "আপনি জানেন না মেয়েদের স্বাধীন জীবন যাপন করায় কত বাধা, মিস্‌ট্রেস্ কিংবা নার্স ও লেডি ডাক্তার হওয়ার কী দুর্দ্দান্ত শাস্তি, ওপর-ওয়ালার মনস্তুষ্টি না করতে পারলে চাকরী যাবে, আর সে মনস্তুষ্টি মুখের খোসামদে হবে না, সবারই নজর এই দেহটার দিকে। বাবা মরে গিয়ে আমাকে যে কী বিপদেই ফেলে গেছেন। ঠাকুর্দ্দা কী আর সথ করে' হতে হয়েছে, ঢাকায় আমার মত চঞ্চল মেয়ে দ্বিতীয়টি ছিল না। এ ত আমার কপাল প্রদীপবাবু। এই ত আপনার সঙ্গে আলাপ করলাম দেখবেন কতলোকে গোলমাল করবে, যে সহর আপনাদের! স্কুলের সেক্রেটারির কাছে হয়ত বা জবাবদিহি দিতে হবে—"

"এখানে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কী দরকার ছিল এ করবার।" আমি আমার সহরকে চিনি বলেই কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হলাম।

"কী করি। বাঁচতে হবে ত।"

"এ ত আরো মরবার পথ করলেন। স্কুলের কোন সদস্যের সঙ্গে আলাপ করলেই পারতেন।"

"সে আলাপ ত আছেই। তাতেও বিপদ, অন্য সদস্য চটে যান, তিনি ঘন ঘন নিমন্ত্রণ করেন।"

"তাহ'লে সহরের কোন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে—"

"তবে ত কালই কমিটি আমাকে তাড়াবে। যাক্, আপনাকেই আমার দরকার। আপনি এবার বি. এ. দেবেন ত?"

"তা দেব। আপনার কোন উপকারে লাগলে আনন্দিত হব।"

"এই ত বেশ প্রেমের কথা বলতে পারেন। কিন্তু এত কলেজ থাকতে আপনি রংপুর গেলেন কেন? থার্ডরেট কলেজ!"

"আপনার ভুল। এটাও আপনি অভিজ্ঞতা না পেয়ে অভিমত প্রকাশ করলেন। আপনিই এত জায়গা থাকতে এখানে এলেন কেন চাকরী করতে? ফোর্থরেট্ জায়গা!

"ঠিক বলেছেন! এটা আমার ভাগ্য! আপনার কী কী সাব্জেক্ট্?"

"ফিলসফি আর সংস্কৃত।"

"চমৎকার! আমারও তাই। অনার্স আছে?"

"না—অনার্স নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।"

"আরো চমৎকার। আমারও অনার্স নাই, মানে প্রাইভেট ক্যাণ্ডি-ডেটকে অনার্স নিতে অনুমতি দেয় না, কলেজে পড়লে নিশ্চয়ই নিতাম, এবং ছাড়তাম না ও ফার্ষ্টক্লাশ পেতাম। নিয়ে সকলেই ছেড়ে দেয়, ওটা প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকের আঠার বছর বয়েসে কবিতা লেখার মত নেশা। পরে ছেড়ে দেয়। যাক, খুবই ভাল হয়েছে, আমার পাশ এবার কে মারে। আপনার বই আমাকে দিয়ে একটু সাহায্য করবেন।"

"নিশ্চয়ই দেব। আজই পাঠিয়ে দেব।

"শুধু তাই নয়। রোজ সন্ধ্যায় একসঙ্গে পড়ব। বই ত আমি পয়সা খরচ করে আনিয়েও নিতে পারি। আমি চাই আপনার সাহায্য, আমার কী যেন বদ অভ্যেস, একসঙ্গে না হলে আমি পড়তে পারিনে।"

"কিন্তু রোজ সন্ধ্যে বেলা এলে আপনার চাকরীটি সম্পর্কে খুবই সন্দিহান হচ্ছি।"—আমি ব্যবস্থাটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম।

"কেয়ার করিনে। বি. এ. পাশ ত করব। এমন বই চাকরী

জুটবে। মা—ওমা—।” মেয়ের আহ্বানে মা এলেন। “জান মা, ইনিও এবার বি. এ. দেবেন, ঠিক করলাম যে এঁর সঙ্গে রোজ সন্ধ্যা বেলায় আমি পড়ব, এম. এ. বি. টি. আমাকে হতেই হবে। তারপর ডিপ্. এড (লিড্স)—তোমার আপত্তি আছে মা? এঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই, বরং সানন্দে স্বীকার করলেন।” কথা শেষ করে স্মিতমুখে আমার দিকে তাকালেন, আমি বোকার মত যুগপৎ মাতা ও কন্যার মুখের দিকে তাকালাম।

“আমার কোন আপত্তি নেই। ইনি চমৎকার লোক, জানেন স্বপ্নার কী সখ্ যে ও বিলেত গিয়ে—বুঝলেন—”

“এই ত তোমার দোষ মা। এঁকে তুমি আপনি বলছ, ইনি তোমার ছেলের বয়েসী—‘তুমি’ বল—তুমি—”

“নিশ্চয়ই, আমাকে আবার আপনি কেন—আমি—” আমাকে বাধা দেয় স্বপ্না; “আমি আপনার হয়ে সব বলে দিয়েছি। আমিও আপনাকে তুমি বল্‌ব, আপনিও আমাকে তুমি—কী বল মা। সহপাঠ দু’জনকে এক বাঁধনে বাঁধে, দুজনে ভাইবোনের সমান—আজ থেকেই, অর্থাৎ এখন থেকেই—ওয়ান,—টু—থি—কী বল?” আমি কেমন যেন হয়ে যাই, স্বপ্না দেবীর এ মূর্তি আমার কল্পনাতীত। মেয়েটার মাথার কিঞ্চিৎ ছিট্ নাই ত?

“তুমি হয়ত ভাবছ যে কী মেয়েরে বাবা! মাথায় ছিট্ নাই ত? না? ঠিক এই ভাবছ—” আমার চিন্তা অকস্মাৎ একটা ধাক্কা খেল, চিন্তার কথাও বুঝতে পারে নাকি!

“না—না, কী যে আপনি—”

“আবার! আবার!! মা দেখছ—”

"ওঃ আচ্ছা তুমি—তুমি—তুমি—" সকলেই হেসে ওঠে। মা ঘর ত্যাগ করেন, ঘরে কখন যেন কে আলো রেখে গেছে, স্তিমিত আলোতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, একদিনের পরিচয়ে স্বপ্নার যে রূপ আমি কল্পনায় এঁকে রেখেছিলাম তার উপর পুনরায় তুলি চালাতে হল; কোনটা সত্যরূপ?

"তুমি জান না প্রদীপ। আমি সর্ব্বদা দেখি আমার মানস-চক্ষুর সামনে যে আমি এখান থেকে এম. এ. বি. টি. হব, বিলেত যাব—তারপর কোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হব, মাকে সুখী করতে হবে প্রদীপ, এ মিড্‌ল্ স্কুলে আমার কী হবে।" আমি লক্ষ্য করলাম যে স্বপ্না অন্যদিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে গেল, দৃষ্টিতে তার কী স্বপ্ন ঘরের স্তিমিত আলোতে লক্ষ্য করতে পারলাম না। "তোমার কী লক্ষ্য প্রদীপ' কতদূর পড়বে?"

"কিছু ঠিক নেই। বোধ হয় ল' পাশ করতে হবে, বাবার ইচ্ছে।"

"তাই কর। ল'র উপর আমার বাবার বড় বিশ্বাস ছিল, তিনি বলতেন, স্বপ্না তুই ছেলে হ'লে তোকে আমি ব্যারিষ্টার করতাম;" স্বপ্নার দৃষ্টি যেন আরও সুদূর-স্পর্শী হয়ে যায়, "তুমি খুব বড় লেখক হও, আমি সকলকে বলব যে তোমার কাছে আমি পড়েছি, তোমার সঙ্গে আমি সাহারায় বন্ধুত্ব করি—সেদিন আমার কত আনন্দ, কত গর্ব্ব হবে।" স্বপ্নার মুখখানা যেন তখনই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"মিসেস্ দে, আসতে পারি?"—বারান্দা থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করে উত্তরের আশা না করেই প্রবেশ করলেন; তিনি একজন স্কুল-কমিটির সদস্য, আমাকে দেখে বললেন—"কী, প্রদীপ যে, কোন কাজ ছিল

বুঝি ?—দেখুন মিসেস্ দে,, একটু বিশেষ দরকার ছিল”—ভদ্রলোক আমার দিকে একবার তাকালেন, আমি এর অর্থ বুঝলাম, ভাগ্যে চায়ের পাত্রগুলো ভৃত্য নিয়ে গিয়েছিল।

“আচ্ছা, আপনি আসুন প্রদীপবাবু, স্কুল খুললে আপনার বোনের বিষয়ে যা হয় একটা ব্যবস্থা করব। আপনি বসুন রায়বাহাদুর—একটু চায়ের কথা বলে দি’—” স্বপ্না ভিতরে চলে গেল। আমি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা মিট্‌মিট্‌ করছে, রাস্তায় রায়বাহাদুরের বিরাট মটরখানা গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে।

আমি হেঁটে বাড়ী চলে এলাম।

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্বপ্না আমাদের বাড়িতে এল, মা ও বাবাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাতে তাঁরা শুধু খুসী নয় বিগলিত হলেন, স্বপ্নার মধ্যে সাদৃশ্য পেলেন আমার মৃত এক বোনের। স্বপ্নার মুখে মা ও বাবা ডাক শুনে তাঁরা তাকে সেদিন কন্যা বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, এবং সে আকর্ষণ আমার কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত ছিল। রেখা সব চেয়ে খুসী, তার আনন্দ সেদিন পর্য্যাপ্ত, এটা তার আশাতীত হয়ত। পরদিন সকালে শুভ-সংবাদটি বন্ধুমহলে জ্ঞাপন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ’য়ে থাক্‌ল, ছাত্রীর বাড়ীতে স্বপ্নাদির পদধূলি হয়ত এই প্রথম।

স্বপ্না আমাদের পড়ার ব্যবস্থা বাবাকে জানাল, শুনে বাবা বললেন—“দেখ, মা তোমার চাপে যদি একটু পড়াশুনা করে, যদি পার সাহিত্য-রোগটা ওর ছাড়াতে তবে বুঝব তোমার বাহাদুরী, ঐ রোগের জন্য ওর সব গেল, অনার্স ছাড়ল, শেষে হয়ত লেখাপড়াটা ও ছাড়বে।” স্বপ্না আমার মুখের দিকে তাকাল স্মিত দৃষ্টিতে।

“তোমার মত দেখতে ছিল ঠিক আমার রাণী—আজ থাকলে—”

মা অনর্থক খানিকটা কেঁদে নিল কয়েক বছর পরে। সত্যই স্বপ্নার সঙ্গে আমার মৃতা ভগ্নির বহুলাংশে সাদৃশ্য ছিল। এমন সাদৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না।

"মা, আমি আপনার সে অভাব মেটাব। আপনি চোখের জল ফেলবেন না মা।" স্বপ্না নিজের আঁচল দিয়ে মার চোখের জল মুছিয়ে দিল, সে দৃশ্য দেখে বাবার শুষ্ক দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, আমার যৌবন-দৃষ্টি নিমীলিত হয়ে আসে।

চোখের জল দিয়ে যে বন্ধন আরম্ভ হয় তার দৃঢ়তা কোনদিন শিথিল হয় না, স্বপ্না সেদিনের মর্য্যাদা শেষদিন পর্য্যন্ত দিয়েছিল, এটাই আমার সান্ত্বনা।

আমাদের দুটি সংসার ধীরে ধীরে সন্নিকটে এল, বন্ধুত্বের প্রাথমিক বন্ধন পরে আত্মীয়তায় পর্য্যবসিত হল, দূর হ'য়ে গেল নিকট, আমাদের দু'জনের পড়া প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত চলতে লাগল, স্থান পরিবর্ত্তন হ'ল ড্রয়িংরুম থেকে অন্দর মহলে রায়বাহাদুরদের দৌরাত্ম্যে,—আয়োজনটা চাপা থাকল না।

সহরে কিছু চাপা আভাষ পাওয়া গেল, আমার বন্ধু-বান্ধব সুদূর ইঙ্গিত দিতে ছাড়লেন, মেয়েমহলে কানাকানি হল, নব্য উকিলরা বার্ লাইব্রেরীতে যথারীতি চায়ের ঘরে আলোচনা করলেন, সন্ধ্যায় স্বপ্নার বাড়ী কমিটীর সদস্যদের কাজে অকাজে যাতায়াত বেড়ে গেল, বৃদ্ধরা বল্‌লেন—'বলেছিলাম তখনই—' অর্থাৎ অভিজ্ঞতার মূল্যের ইঙ্গিত! আমাদের কিন্তু যথারীতি পড়াশুনা দিয়ে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। স্বপ্না বাইরের আবহাওয়া বুঝতে পারেনি।

পূজার ছুটি শেষ হওয়ায় আমি কলেজে চলে গেলাম, ভেবে গেলাম

যে আমার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে চাপা নিঃশ্বাস কমবে, পূর্ব্বের কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর রামধনুর বর্ণচ্ছটা দেখা যেতে পারে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যাত্রা করলাম।

কলেজে যাবার পর স্বপ্না কোন চিঠি আমাকে দেয়নি, সম্মুখে যার অতখানি বন্ধুত্ব, প্রগাঢ় দরদ, সেখান থেকে চলে আসার পর স্বপ্না দে যে এতখানি নির্লিপ্ত হ'য়ে ভুলে যাবে আমি আশা করিনি। সময়ে সময়ে ভাবতাম যে ভালই হয়েছে, মুহূর্ত্তের জলীয় বুদ্বুদে এতখানি রঙ্গিন ছবি না থাকাই ভাল, ক্ষণিকের সূত্র ধরে বেশী জাল বুনলে সে বেচারীর অপ-মৃত্যু সেই জালেই হতে পারে, যে সহর। পিতার মৃত্যুর পর একমাত্র উপার্জ্জনশীলা নারী, যার মুখের দিকে চেয়ে দুটি প্রাণী, কতকগুলো অনাগত প্রাণী বসে আছে, আমার প্রাণের সামান্য দুর্ব্বলতার জন্য স্বপ্নাকে এ বলিদান দিতে বলা পাশবিক হবে।

পরমুহূর্ত্তে ভেবেছি যে দু'একখানা চিঠি দিলে ত আর সহরের লোক জানতে পারত না!

স্বপ্না আমাকে ভুলেই গেছে হয়ত।

মার চিঠিতে জানতে পারি যে স্বপ্না আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসে, দু'একদিন ক্রমান্বয়ে থেকেও যায়, আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করে। বাবা ও মা দু'জনেই বলেন যে স্বপ্না চমৎকার মেয়ে, তার লেখাপড়া শেখা সার্থক হয়েছে—ইত্যাদি।

আমার কলেজ-জীবন সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটে গেল। বড়-দিনের ছুটিতে আমি বাড়ী গেলাম না, মাত্র দশদিনের ছুটি, উপস্থিত সম্মুখে টেষ্ট পরীক্ষা সুতরাং বাড়ী যাবার কোন তাগিদ ভিতর থেকে পেলাম না। আমার এখনও মনে আছে যেদিন আমাদের টেষ্ট শেষ হল

ইহাই সত্য

সেইদিন বিহারের সেই প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হ'ল। তার ধ্বংসলীলা সকলের সুবিদিত, বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। দেবতার সে তাণ্ডবলীলা দেখে মানুষের ক্ষুদ্রশক্তির উপর তারপরও যদি অশ্রদ্ধা না হয়ে থাকে তবে বুঝব মানুষ অন্ধ, শতাব্দীর রচিত গর্ব্ব মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে ঈশ্বর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীর অসারতা, মুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের ক্ষমতার ক্ষুদ্রত্ব। সৃষ্টি বা ধ্বংস তাঁর ইঙ্গিত মাত্র, আপনার অহমিকা, আপনার বিজ্ঞান, আপনার বুদ্বুদ-সম সভ্যতা আপনাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে মাত্র। বিহারের সর্ব্বত্র হাহাকার পড়ে গেল, সে আর্ত্তনাদ আজও আকাশে মুক্তি অন্বেষণ করছে।

আমি সর্ব্বপ্রথম পেলাম স্বপ্নার টেলিগ্রাম, সে আমার কুশল সংবাদ জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে টেলিগ্রাম করেছিল, আমি কুশল সংবাদ দিয়ে উত্তর দিলাম।

কয়েকদিন পর আমি স্বপ্নার একখানা চিঠি পাই, নাতিদীর্ঘ চিঠি কিন্তু তার প্রতিছত্রে স্বপ্নার প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল। চিঠিখানা সম্পূর্ণ আপনাকে উপহার দিচ্ছি।

২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৪।

প্রিয়বরেষু,—

স্বপন,

হ্যাঁ, তোমাকে এবার থেকে ঐ নামেই ডাকব। প্রশ্ন করোনা, নামটা আমার ভাল লাগল সুতরাং তোমাকে ঐ নাম দিলাম, কারো কাছে জবাবদিহি দিতে পারব না। তুমিও গ্রহণ করো, কেমন?

এখানে প্রবল ভূমিকম্প হ'য়ে গেল। কাগজে সব হয়ত পড়েছ,

কাগজওয়ালা বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে লিখতে পারে, কিন্তু যা পড়েছ তার চেয়ে অনেক বেশী, অ-নে-ক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়েছে, দরিদ্র সহরের যা কিছু ছিল সব গিয়েছে,—তাই যায়, দরিদ্রেরই ত সব যায়, কলকাতার কিছু হয়নি, হবেও না। এ বেচারীর আবার সব হতে পঞ্চাশ বছর লাগবে। তোমাদের বাড়ীর বিশেষ কিছু হয়নি, ভগবান রক্ষা করেছেন, কী বল?

ভূমিকম্পে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে, স্বপন, এ ভূমিকম্প আমার জীবনের সব ওলট-পালট করে দিল না কেন? আঃ, যদি তা দেয়, আমি আর এ সহরের দুর্ব্বিসহ জীবন যাপন করতে পারছি না। কবে যে বিলেত থেকে এসে কোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হব, যে কলেজ তোমার সহরের নয়, যে কলেজের কমিটিতে বুভুক্ষু সদস্যরা নাই।

তুমি বড়দিনে এলে না কেন? এলে কী সুন্দর হত, ভূমিকম্পটা আমাদের দু'জনের পৃথিবীতে এক সঙ্গে হ'তে পারত! যাক্ এবার শিগ্‌গির চলে এস, য়্যুনির্ভারসিটি পরীক্ষা পর্য্যন্ত এখানে থাকতে হবে। তুমি কী চাও? তুমি কি চাও যে আমি ফেল করি, আমার বিলেত যাওয়া না হোক, এবং চিরদিন তোমাদের এই মিড্‌ল স্কুলেই বেত নিয়ে হেড-পণ্ডিতি করি?

আমার জীবনটা যদি বেকার না করতে চাও, এবং যদি চাও যে আমার জীবনে আমি এম. এ. বি. টি. প্রিন্সিপ্যাল হই, তবে পত্রপাঠ চলে আসবে। আমি আগামী ১লা তারিখে তোমাকে এখানে চাই—

আমরা একপ্রকার আছি। তোমার চিঠি চাই না, কারণ ১লা তারিখে তোমাকে চাই। আমার প্রীতি জেনো, ইতি—

তোমার স্বপ্না।

স্বপ্নার আদেশ অমান্য করতে পারিনি, সঠিক পয়লা ফেব্রুয়ারী হাজির হয়েছিলাম।

"দেখ, ঠিক তোমার কথা রেখেছি—।"

"অর্থাৎ ?"

"আশ্চর্য্য মেয়ে। হুকুম করে ভুলে যাও। তুমি না লিখেছিলে যে পয়লা এখানে হাজির হতে হবে, আজ ক' তারিখ ?"

"ও, হুকুম দিয়ে মনে থাকে না, নেপোলিয়ানেরও থাকত না, কারণ জানি যে হুকুম তামিল হবেই, এবং তারজন্য সময় নষ্ট করা বোকামি—" স্বপ্না হাসে।

"ও, ভারি যে অহঙ্কার !"

"অহঙ্কার নয়, এটা গ্রহে করায়, এক একজনের ক্ষমতা থাকে লিড্ করবার—আমার গ্রহেরও সে ক্ষমতা আছে, দেখ না তোমাকে কেমন টেনে আনলাম !"

"ফলোয়ার কিন্তু এই একটিই পাবে—দ্বিতীয় নাই।"

"দুঃখ নাই, যার লিড্ করা স্বভাব সে ফলোয়ারের দিকে তাকায় না, আমি সেই প্রকৃতির লোক।"

ভিতরের ঘরে বসে গল্প হচ্ছিল, সে ঘরটায় স্বপ্না ও তার স্বামী থাকে, পাশের ছোট ঘরখানায় স্বপ্নার মা থাকে এবং তার দক্ষিণের ঘরটায় কাপড় জামা, বাক্স, সুটকেশ, অর্থাৎ সেটা 'হোয়াট-নট্' ঘর। আমাদের গল্পে বরেণ বাবু অনুপস্থিত ছিলেন, মাসীমা অর্থাৎ স্বপ্নার মা রন্ধন-ঘরে আমাদের চায়ের ব্যবস্থায় ছিলেন, খাওয়ান তাঁর একটা ব্যাধি বিশেষ। আমি অনেক বাধা দিয়েছিলাম প্রথমে, স্বপ্না বাধা দিয়েছিল—"ওতে মাকে বাধা দিয়োনা, ঐটাই মার সম্বল আছে, একটা

নিয়ে বাঁচতে হবে ত ?" পরে আর বাধা দিই নাই। স্বপ্নার বাড়ীতে যখনই গিয়েছি তখনই মাসীমা মুক্তহস্তে খাইয়েছেন, আমিও মুক্তকণ্ঠে খেয়েছি।

"স্বপন, চল কোথাও বেড়িয়ে আসি, কাছাকাছি কোথাও, তুমি আমি আর বরেণ—একটা জায়গা পছন্দ করনা,—এমন জায়গায় চলো, গঙ্গার তীর, জ্যোৎস্নারাত—সেখানে একটা ব্যবস্থা করতে পারবে? শুনেছি সেখানে গঙ্গার উপরে কুঠিটী একটি লভ্‌লি জায়গা।" এমন সময়ে মাসীমা ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে স্বপ্না প্রস্তাবটি জানাল, মাসীমা আমাদের সম্মুখে খাবার ও চা রেখে বললেন—

"এ মাসে তোমার কোথাও যাওয়া সেফ্ নয় স্বপ্না—এটা তোমার টেন্‌থ্ মান্‌থ্! পরে যেও—এখন ভাল ভালয় হ'য়ে গেলে বাঁচি, বিদেশ জায়গা—!" আমি স্বপ্নার মুখের দিকে তাকাতেই সে দৃষ্টি আনত করে নিল, আমার পরিচয়ের পর চঞ্চলা স্বপ্নার মুখে ও দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথম লজ্জার ইঙ্গিত দেখলাম, সে এতদিন যেটাকে লুকিয়ে রেখেছিল অতি যত্নে ও কষ্টে, আজ প্রকাশ পাওয়ায় স্বপ্না শুধু লজ্জিত নয়, যেন দুঃখিতও হল।

কয়েকদিন পরই স্বপ্নার একটি পুত্রসন্তান নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হল, সে সংবাদে শহরের সকলেই আশ্চর্য্য হল, অবশ্য আনন্দিতও হল খুব।

কালের চক্রনেমিতে সময়ের আবর্ত্তন যথারীতি চলতে লাগল, মানুষের উত্থান ও পতন তার সাথে সাথে। আমার ও স্বপ্নার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সহরে প্রথমে চাপা ও রুদ্ধ শ্বাস শোনা গিয়েছিল, কালের গতিতে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়ায়, অন্যান্যদের আশা কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়ায়, হতাশাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও তাদের একতা সমদুঃখে সৃষ্ট হওয়ায়, পূর্ব্বের রুদ্ধ শ্বাস ও চাপা কণ্ঠ কিঞ্চিৎ শক্তি পেল, যেটা স্বপ্নার কানে না

গেলেও আমার কানে গিয়েছিল এবং বরেণের কানে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছিল।

যথাসময়ে আমাদের পরীক্ষা এল, আমি আমার কলেজে ও স্বপ্না কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এল, পরীক্ষার পর ফিরে এলাম দুজনেই; তখন মার্চের শেষ, পশ্চিমা লু হাওয়ার দুর্দ্দান্ত লীলা চলেছে, আকাশে বাতাসে রুক্ষভাব, দিক দিগন্তে শুধু গৈরিক বসন, প্রকৃতির সৃষ্টিছাড়া উদাসীনতা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু দিগন্ত-বিস্তৃত দীর্ঘশ্বাস, রাত্রেও যেন তার পরিণতি চলে, এ সময়ে সে সহরের মূর্ত্তি নৃত্যপরায়ণ নটরাজের মত।

পরীক্ষান্তে আমরা এমনি দিনে আবার মিলিত হলাম।

তখন আমরা বাতাসের মত মুক্ত, আকাশের মত সীমাহীন, বৈশাখের প্রকৃতির মত আমাদের অন্তর শুষ্ক, দৃষ্টিতে রুক্ষতা।

এমন দিনে পুনরায় আমাদের মিলন।

এবার একদিন আমাদের বেড়াতে যাওয়া স্থির হল, একটি শনিবারের অপরাহ্নে আমি, স্বপ্না ও বরেণ একখানা ট্যাক্সিতে রওনা হলাম।

গন্তব্যস্থান সহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত, সে পর্য্যন্ত বরাবর পাকা ও সুন্দর পথ আছে; সেটি একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, সম্পূর্ণ গ্রামখানি গঙ্গার তীরে অবস্থিত, সেখানে গঙ্গার বাঁকে গ্রামখানি তৃতীয়ার চাঁদের মত ছলছল করে, প্রত্যেকখানি বাড়ী ও কুটিরের প্রতিচ্ছবি পড়ে গঙ্গার বুকে, অহর্নিশি গ্রামে ও গঙ্গায় গোপন কথা হচ্ছে, প্রতি বৎসরই গঙ্গা গ্রামকে গ্রাসের ভয় দেখায়, শিশুকে মাতার ভীতি প্রদর্শনের মত। সহর থেকে ট্রেণও গেছে সে পর্য্যন্ত। ষ্টীমার পারাপার করে যাত্রীদের—ষ্টীমারঘাট, ষ্টেশন, ডাকবাংলা, স্কুল, চিকিৎসালয়,

জমিদারের কাছারী—সব মিলে স্থানটিকে জেলার একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও প্রসিদ্ধ স্থান করে' গড়ে তুলেছে।

আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ রাত হয়েছে, পথে মটর থামিয়ে আহারের ব্যাপার। পথে রুটি মাখন ক্রয় প্রভৃতিতে বেশ দেরী হয়েছিল। আমরা গিয়ে জমিদারী-কুঠিতে আশ্রয় নিলাম, গঙ্গার বুকের ওপর কুঠিটি একটি লোভনীয় স্থান, সুরম্য ও সুসজ্জিত অট্টালিকা, বাংলো-পদ্ধতিতে গঠিত, মনে হয় যেন সমস্ত বাড়ীটিই গঙ্গার তলদেশ থেকে গেঁথে তোলা হয়েছে, গঙ্গার অশান্ত স্রোত এসে কুঠির সোপান শ্রেণীকে অহরহ ধুয়ে দিচ্ছে; কুঠিটি খালিই থাকে, বাংলোর জমিদার যখন কখনো জমিদারী প্রদর্শনে আসেন তখন এখানে থাকেন, নতুবা সারা বৎসরই তাঁর জন্য সুসজ্জিত রেখে অপেক্ষা করা হয়, এবং প্রায়ই আমাদের মত পরিচিত লোক আশ্রয় পায়, স্থানীয় ম্যানেজার বাবুর আতিথেয়তা সুদূর বিখ্যাত।

আমরা সরাসরি গিয়ে কুঠির প্রধান ঘরটি দখল করলাম।

অদূরে ম্যানেজার বাবুর বাড়ী, প্রৌঢ় সদাশিব অমায়িক ভদ্রলোক, তাঁর সজ্জনতা, পরোপকারিতা ও বিশেষ আতিথেয়তা সর্ব্বজনবিদিত, তেমন সচরাচর এ যুগে দেখা যায় না। তাঁর এক নিকটাত্মীয় সহরে থাকেন, দুটি পরিবারই সমতুল্য সজ্জন। আমি বহুদিন থেকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত, পুত্র-বাৎসল্য ও স্নেহ পেয়েছি। কুঠিতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গেলাম, বাড়ীর সকলে আমাকে দেখে ও পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন, মুহূর্ত্তে সারা বাড়ীতে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল।

"কুঠিতে একটা মটর এল, সে কী তোমাদের মটর প্রদীপদা?" একটি ভগ্নিস্থানীয় কিশোরী প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ ভাই আমাদের। পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, চলে এলাম একটু বেড়াতে।"

"কুঠিতে উঠ্‌লি কেন। আমাদের বাড়ী কী চিনিস না?" বাড়ীর গৃহিনী প্রশ্ন করেন।

"চিনি মাসীমা, তবে সঙ্গে অন্য লোক আছে।"

"ওমা! আর কে আছে—? তোর মা এসেছে নাকি? কী ছেলে রে বাবা। চল্—চল্—"

"না মা নয়। সঙ্গে স্বপ্না আছে আর তার স্বামী।"

"স্বপ্না কে—!"

"হেড্ মিস্‌ট্রেস—।"

মুহূর্ত্তে উপস্থিত সকলের মুখ সাদা হ'য়ে গেল। সব উৎসাহ, সব আনন্দ যেন দৈত্যের মন্ত্রস্পর্শে স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি সম্মুখে যেন ভূত দেখলাম। স্বপ্নার উপস্থিতি সহর থেকে এতদূরেও যে একেবারে অবাঞ্ছনীয়—পূর্ব্বে এটা অনুমান করতে পারিনি।

"ছিঃ, ওটাকে আবার সঙ্গে আনলি কেন। প্রদীপ তোমার সোনার নামে কালি দিও না।" আমি উক্তি শুনে হতবাক্ হ'য়ে গেলাম।

ধীরে ধীরে কুঠিতে ফিরে এলাম। আসবার সময় কিশোরী রমা আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেল—"প্রদীপদা, তুমি আমার মুখে কালি দিলে, তুমি জাননা তোমার নামে কী কুৎসা রটেছে, আজ তুমি কোন সাহসে ওকে আমাদের কুঠিতে আনলে, মা, বাবা—সকলে কী ভাববেন? কাল রোদ ওঠার আগেই চলে যেও, এখানকার অন্যলোক যেন না জানতে পারে—আমার মুখে আর কালি দিও না—"

উত্তর না দিয়ে আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলাম, আমার বুদ্ধি তখন

স্তম্ভিত হ'যে গেছে, বুঝতে পারলাম না হাওয়াব গতি, বুঝতে পারলাম না আমার কার্য্যকলাপে অন্যেব মুখে কী করে কালি পড়ে।

সঙ্গে আমাদেব অনেক খাবার ছিল, ওবাড়ীতে যে খাবাব হয়েছিল তাও পর্য্যাপ্ত—আহাব সমাপনান্তে তিনটি শয্যায় তিনজনে আশ্রয় নিলাম, মাঝের শয্যায স্বপ্না, দুপাশে আমি ও বরেণ। সম্মুখেব গঙ্গার কল কল ধ্বনি, ওপাবেব বাধাহীন হাওয়া সারারাত্রি আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। নির্জ্জন কুঠি, চতুর্থ ব্যক্তি নাই, চাবিদিকেব বিশ্রী নির্জ্জনতা যেন আমাকে ভয দেখাতে লাগল।

"স্বপন, জাযগটা ভাল কিন্তু বড নিৰ্জ্জন, ভূতেব ভযটয নাই ত। আমাব বাপ্ কেমন গা ছম্ ছম্ কবছে—" স্বপ্না নির্জেব শয্যায বসে বলে।

"ভূত নিশ্চ'ই আছে। কুঠিতে ত' শুধু ভূতই থাকে।" ববেণ নিজেব খাট থেকে ঠাট্টা কবে।

"তুমি ববং ববেণবাবুব কাছে গিযে শোও—মাঝবাত্রে ভয পাওয়া ভাল নয়—তোমাব দুর্ব্বল শবীব। ঐ খাটে যাও স্বপ্না।"

"হুঃ—তাহ'লে ত ভূতেব ভয় থেকে স্বযং ভূতেব কাছেই যেতে বলছ—" স্বপ্নার কথা শুনে সকলেই হেসে উঠি।

আহার ও গল্প সমাপ্ত করে যখন শুই তখন বাত্রি প্রায বাবটা।

কতবাত্রি জানিনা, মৃদু ধাক্কায ঘুম ভেঙ্গে গেল, নিদ্রাজড়িত চোখে বুঝতে পাবলাম যে স্বপ্না ডাকছে।

"প্রদীপ—প্রদীপ—!" খুব চাপা কণ্ঠস্বর।

"উঁ—উ—" আমি শুধু ঐরূপ শব্দ করি।

"ঐ শোন—শুনছ, কিসের যেন কান্নার শব্দ।"

আমিও একবার কান পেতে শুনলাম, মনে হল যেন একটা শিশু

কাঁদছে, চোখে তখন এত ঘুম যে অনুধাবন করবার শক্তি নাই।

"আমার বড় ভয় করছে প্রদীপ। তোমার কী ঘুম বাবা!"

"কিছু ভয় নেই—ও হয়ত পাখী! তুমি শোও এখানে—"

"তোমার কাছে শোব?"

"হুঁ—!" আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। ঈশ্বর যেন এমন মারাত্মক ঘুম কাওকে না দেন, সে ঘুম আমার জীবনে যে সর্ব্বনাশ এনে দিয়েছিল তার অভিশাপ আমি আজও ভোগ করছি।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখি আমার পাশে স্বপ্না শুয়ে, অদূরে দ্বারের কাছে রমা ও তার দিদি দাঁড়িয়ে, বরেণের শয্যায় বরেণ নাই।

লজ্জায়, ঘৃণায় ও ভয়ে আমি সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম।

মৃত ব্যক্তি যদি কোন পাপ না করে তবে সে রাত্রে আমরাও কোন পাপ করিনি। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন!

হতাশার পরিণতিতে যে আলোচনা রুদ্ধ গৃহের কোণে, ক্লাবের নির্জ্জন কক্ষে, দুজনের সঙ্কুচিত ব্যবধানে অবরুদ্ধ ছিল, এ যাত্রার পর সে আলোচনা আমাকে ও স্বপ্নাকে নিয়ে কুৎসায় পরিণত হল, কথাটা ক্রমে স্বপ্নারও কানে গেল, যা লোকের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন কুৎসা, যে জনরবের উপর জনমত যে প্রকারে খুসী রংএর তুলি চালিয়ে চিত্রিত করতে পারে, সে জনরব কতখানি মিথ্যা জানে স্বপ্না নিজে, সুতরাং স্বপ্না শুনে শুধু মর্ম্মাহত হল না, ক্রোধে হল অন্ধ। নিজের স্বামী সে জনরবে প্রধান অংশ গ্রহণ করছে শুনে অভিজাত বংশজাত স্বপ্না নিশ্চল পাথরমূর্ত্তির মত সহ্য করতে বাধ্য হল।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি আমার ঘরে বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করছি, চেষ্টা করছিলাম পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য ধরবার, আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম

সংসারের ক্লেদে নিজেকে অনাসক্ত রাখতে, আমার মনকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল স্বপ্নার ইতিহাস, মন আমার আর্ত্তনাদ করছিল মুক্তির জন্য, স্বপ্নার জন্য শান্তির ভিক্ষায়। এমন সময় স্বপ্না এসে আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল, অবিন্যস্ত বেশভূষা, অসংযত দেহের বস্ত্র, মাথার সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশরাশি, নগ্ন পা—যে স্বপ্না দিবারাত্রি প্রয়োজনাধিক সুসজ্জিত থাকে, যার প্রসাধন কৌশল আধুনিক মেয়েদের ইর্ষার ও অনুকরণের বিষয়, সেই স্বপ্নাকে তেমন বেশে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম।

"কী মা—কী হয়েছে তোমার? এ সময়ে—তোমার এ বেশ, পায়ে জুতো নেই, গায়ের কাপড় ঠিক নেই। কী ব্যাপার স্বপ্না—" বাবা ভীত ত্রস্ত হ'য়ে প্রশ্ন করেন, মা স্বপ্নার দেহের বস্ত্র সংযত করে' বাবার পাশে বসিয়ে দেন। স্বপ্না এতক্ষণ একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেয়নি। আশ্রয় পেয়ে, স্থিতি পেয়ে শিশুব মত কেঁদে উঠ্‌ল, নিজেকে লুটিয়ে দিল বাবাব শয্যার ওপর। তার দেহ কাঁপতে লাগল নদীর স্রোতের মত। সব সময়ে মানুষের লজ্জা থাকে না, আভিজাত্য বাধা দেয় না, স্বপ্না তার পিঠ, বাহু, জঙ্ঘা অনাবৃত করে দেখাল পাশবিক প্রহারেব চিহ্ন, চাবুকেব পারঙ্কার চিহ্নকে কেন্দ্র করে' রক্ত ঝরে পড়ছে, বরফের মত সুন্দব মাখমেব মত কোমল দেহে বর্ব্বরতা বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

"উঃ—স্বপ্না, ঢাক্ ঢাক্ রাক্ষসী—" বাবা ও মা দুজনেই চিৎকার করে ওঠেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই।

"তোমার এ অবস্থা কে করল মা—সে পশু কে?"

"আপনার জামাই!"

"বরেন—!" বাবা চিৎকাব করে ওঠেন। "প্রদীপ, পুলিসে খবব

দে, তুই একটা এস. পি'র নামে লিখে নিয়ে আয়, আমি দস্তখত করে দিচ্ছি, আমার হাত কাঁপছে।"

আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একখানা চিঠি এস. পিকে লিখতে বসি। চিঠি লিখতে দেরী হয়, সেখানা শেষ করে যখন বাবার ঘরে উপস্থিত হলাম তখন দেখি স্বপ্না অনেকটা সুস্থ হয়েছে, মা পাশে বসে তাকে গরম দুধ খাওয়াচ্ছেন। আমি চিঠিখানা বাবার হাতে দিতেই তিনি তাতে দস্তখত করে' আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন—"কারো হাত দিয়ে পাঠিয়ে দে—কাল তাকে দেখাচ্ছি।" স্বপ্না আমার মুখের দিকে করুণভাবে তাকাল, হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ছিঁড়ে ফেলে দিল।

"ওকী মা—ছিঁড়ে ফেল্লে যে!" বাবা অবাক হন।

"থুথু যে নিজের গায়েই পড়বে বাবা।" স্বপ্না বাবার বুকে মুখ লুকাল, মা তার মুখচুম্বন করলেন।

তারপর দু'তিন দিন স্বপ্না আমাদের বাড়ীতেই থেকে গেল, বরেণ একবারও সংবাদ নিল না, স্বপ্নার মা তার শিশুটিকে নিয়ে বারবার আসতেন, প্রতিবার এক কলসী চোখের জল ফেলে যেতেন। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বরেণ সর্ব্বত্র কুৎসা রটনা করছিল, যেন স্বপ্না তার স্ত্রীই নয়।

"বরেণটা একটা অদ্ভুত স্বপ্না।" আমি দ্বিতীয় দিন স্বপ্নাকে বললাম, সে তখন খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছে আঁচলের তলে।

"তুমি বড় দেরীতে কথা বল স্বপন" স্বপ্না শিশুর নগ্ন পায়ে একটা চুমু খেয়ে বলে।

"ওটাকে জোটালে কোত্থেকে—?"

"জোটাইনি, আপনি জুটে গেল, আমার গ্রহের ফের।"

"তাড়িয়ে দাও হতভাগাকে। তুমি বলেই সহ্য করো—"

"উপায় নেই। তাড়িয়ে দিলে মারা পড়বে, এই বাচ্চার চেয়েও অসহায়, যেখানেই যাক, আমার বাবার পরিচয় দিয়েই হয়ত পথে পথে ভিক্ষে করবে। আর এখন ত অসম্ভব—খোকন বড় হ'লে তাকে কী বলব। —কী বলিসরে খোকন? না—না, তোমার বাবাকে তাড়াব না।" স্বপ্না ক্রন্দয়মান শিশুকে বুকে চেপে ধরে চুমু খায়; আমি অবাক হ'য়ে স্বপ্নার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হতবাক হ'য়ে যাই।

তিন দিন পর আবার ঝড় শান্ত হয়। স্বপ্না ও বরেণ নিজের সংসার পরিপূর্ণ করে' তোলে। সেদিন বরেণ নিজে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তার আতিথেয়তা সেদিন আমায় অস্থির করে' তুলেছে।

কিন্তু স্বপ্না যে আমার বাড়ীতে তিনদিন থেকে গেল, সেটা সহরের লোক ক্ষমা করতে পারেনি। সে স্থিতি অনেকপ্রকার অদ্ভুত কাহিনী প্রসব করেছিল।

একদিন সংবাদ এল যে আমরা দুজনেই বি. এ. পাশ করেছি, স্বপ্না ডিস্টিংশন পেয়েছে। সেদিন দু'সংসারের কী আনন্দ। বরেণ সবচেয়ে বেশী ছুটোছুটি করেছে। স্বপ্না যখন এসে বাবা ও মাকে প্রণাম করল তখন বাবা বলেছিলেন—"আমি জানি তুমি ভাল ভাবে পাশ করবে—চাকরী কবে', আর সেই অবস্থায়—আজ আমার কী আনন্দের দিন।" বাবা আমার দিকে তাকালেন, আমার তখন দুঃখ বা লজ্জা নেই, স্বপ্নার জয়ে তখন আমি জয়োদীপ্ত।

কয়েকদিন আমাদের দু'সংসারে আনন্দের উৎস চলেছে।

পাশের সংবাদের পর একদিন স্বপ্নাদের বাড়ীতে বসে আছি, সন্ধ্যাটা

চা ও জলখাবারের সাহায্যে অতি সহজেই অতিবাহিত হচ্ছে, ঘরে আমি, স্বপ্না ও বরেণ। বরেণ কখনও স্থির হ'য়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে পারে না এমনি স্বভাব তার। কিছুক্ষণ একজায়গায় বসে থাকা তার জন্মগ্রহ অনুমতি দেয় না। কিন্তু আজ ছিল, শুধু ছিল না, তার নড়বার কোন লক্ষণও দেখছিলাম না। তার বেশভূষার পরিপাটি, প্রসাধনের মূল্য যে কোন নারী বা যুবতীর পক্ষে অনুকরণীয়, মূল্যবান বস্ত্র ছাড়া সে পরত না, দেহের যে সব অঙ্গ প্রকাশ্য থাকত সে অঙ্গগুলোতে বরেণ সর্ব্বদা মূল্যবান স্নো ও পাউডার চর্চ্চিত করে' রাখত, শোবার পূর্ব্বেও বৈকালের প্রসাধন মুছে ফেলে নতুনরূপে প্রসাধন করে' শয্যাগ্রহণ করত, যেটাকে নৈশপ্রসাধন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বিলাতি প্রসাধন দ্রব্য ব্যতীত বরেণ অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করত না, অবশ্য স্বপ্নাও করত না, কারণ তাদের মতে দেশী প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করার চেয়ে বিভূতি মেখে থাকা ভাল, অর্থাৎ স্বপ্নার উপার্জ্জনের মোটা অংশ তাদের দেহচর্চ্চায় ব্যয় হয়। আমার মনে আছে যে একদিন স্বপ্নাকে আমি বলেছিলাম স্বপ্নার স্বামীর অহেতুক দেহ ও রূপচর্চ্চার জন্য—

"কাপড় জামার বাবুগিরির একটা মানে হয়—কিন্তু পুরুষের এ টয়লেটের কোন অর্থ আমি খুঁজে পাইনে; তুমি বারণ করতে পার না— ?"

"পারব না কেন। বারণ করিনে; একটা কিছু নিয়ে ওকে থাকতে হবে ত! এমনি ও সর্ব্বদা সচেতন যে স্ত্রীর ওপর ওকে নির্ভর করে' থাকতে হয়—বাধা আমি দেবনা, যাতে ও আনন্দে থাকে।" স্বপ্নার উক্তির নিহিত অর্থ আমি বুঝতে পেরে কখনও সে বিষয়ে আলোচনা করিনি।

সেদিন স্বপ্নার শোবার ঘরে আমরা তিনজন বসেছিলাম, পাশের ঘরে

স্বপ্নার মা শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন, অর্থাৎ সে আপ্রাণ চিৎকার করছিল। বরেণ একটা উজ্জ্বল পেট্রোম্যাক্স আলো এনে আমাদের ঘরে রাখল।

"ওটা কী করলে বরেণ—ল্যাম্পেই ত বেশ হচ্ছিল।"—আমি উজ্জ্বল আলোর প্রতিবাদ জানালাম।

"তুমি বোঝ না প্রদীপদা, তোমাদের পাশের পর এ আলো ছাড়া গল্প জমে না, চা আসছে, খাবারও, খাব আর গল্প করব—আমার একটা প্ল্যান আছে—বলছি দাঁড়াও—।" বরেণ কিছুদিন থেকে আমাকে প্রদীপদা বলতে আরম্ভ করেছিল, যদিও সে আমার চেয়ে বয়েসে বেশ কিছু বড়ই হবে। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, বিশেষ কার্য্যকরী হয়নি, তারপর স্থির করা হল যে আমরা দুজনেই দুজনকে তুমি বলব, বরেণ আমাকে প্রদীপদা বলবে।

"তোমার প্ল্যান পরে হবে, কিন্তু আলোটা আমার নাকের উপর রাখলে কেন—এটাই তোমার প্ল্যান নাকি!"

"দেখ, এই আলোতে তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন—যেন—নাঃ উপমা নেই।" বরেণ উপমার জন্য কিছুক্ষণ স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"একটা যেন সং! জানালার পর্দাগুলো ভাল করে' টেনে দাও, সামনেই সদর রাস্তা, চাকরীটা আমার খাবে দেখছি, তখন উপমা একেবারেই পাবে না।" স্বপ্না আমার দিকে তাকিয়ে বলে।

"ওঃ—চাকরীর জন্য থোড়াই কেয়ার করি। এবার বি. এ. পাশ করেছি, এখানকার এই চাকরী—পুঃ"—বরেণ পর্দাগুলো টেনে দিতে দিতে বলল, যেন চাকরী সেই করে এবং বি. এ. টাও বরেণই পাশ করেছে। স্বপ্না মৃদু মৃদু হাসে। হাসি আমারও পেল।

বরেণ এবার স্থির হ'য়ে বসে।

"বল বরেণ, এবার তোমার প্ল্যানটা শুনি, তোমার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা কিছু গুরুতর!" আমি তাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করি।

"শোন প্রদীপদা—চল আমরা তিনজন কোথাও পিক্‌নিক্ করে' আসি। দু'তিন দিন থাকতে হবে—কোথাও দূরে।"

"আবার পিক্‌নিক্—এবার কোথাও গেলে ফিরে দেখবে বাড়ীর দরজায় নোটিশ টাঙ্গান,—চাকরীর কোন প্রয়োজন নেই—" স্বপ্না মৃদু হেসে বল্লে।

"পুঃ—আবার চাকরীর ভয়! এখানে চাকরী করব থোড়াই কি না।" বরেণ একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রথম ধোঁয়াটা ছেড়ে জিনিসটার লঘুত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করে।

"ধোঁয়া ছেড়ে একটা গম্ভীর 'পুঃ' ত করে' দিলে, চাকরী গেলে খাবে কী?"

"খাব কী? তোমার চাকরীর অভাব হবে নাকি? এবার একটা ভাল চাকরী নিতে হবে। প্রদীপদা, তুমি করে' ফেল ত পিক্‌নিকের একটা ব্যবস্থা, মেয়েমানুষ দিয়ে হবে না।"

"পিক্‌নিক্ করে' এসে আবার পুরুষমানুষটি এই মেয়েমানুষটিকে ধরে আচ্ছা উত্তম মধ্যম দেবেন ত? শরীরের দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি।" —স্বপ্নার ব্যথিত কণ্ঠস্বর।

"আরে যাঃ, ঐ এক কথা বারবার। সে একবার হ'য়ে গেছে, পুরুষদের রাগ রাক্ষস, কথায় বলে—" বরেণ যেন সত্যই সে জন্য দুঃখিত।

"একবার নয়। সেবার দিয়ে কয়েকবার হ'ল।" স্বপ্না বোধহয়

আরো কিছু বলতে চায়, সাংসারিক গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আমি বাধা দিলাম।

মান অভিমানের আবহাওয়াকে শান্ত করে' আমাদের আর একটা বহির্গমনের ব্যবস্থা হয়; সেবার ঠিক করা হয় যে তেতুলিয়ার ডাক্-বাংলোতে গিয়ে দু'দিন থেকে পিক্‌নিক্ করে' আসা যাবে। সহর থেকে যে পাকা পথ সোজা দার্জ্জিলিং গিয়েছে তেতুলিয়া সেই পথের উপর সহর থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। তেতুলিয়ার ডাক-বাংলো পর্ব্বতাকৃতি একটি স্থানের উপর অবস্থিত, পাহাড়টির পাদদেশ ধৌত করে' প্রবাহিত একটি পার্ব্বত্যনদী, শীর্ণকায়া কিন্তু বেগবতী, স্থূলতা নাই, কিন্তু শক্তি আছে, পার্ব্বত্য মেয়েদের এইটাই বিশেষত্ব।

তেতুলিয়ার ডাক-বাংলো জলপাইগুড়ির সীমানায় অবস্থিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য তার সুনাম বহুদূর বিস্তৃত, বিশেষ ভ্রমণকারীদের পক্ষে। নির্জ্জন পর্ব্বতচূড়ায় বাংলোটি দিগন্ত-বিস্তৃত শস্য-শ্যামলা পৃথিবীর প্রহরীর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে, কয়েক ক্রোশের মধ্যে লোকালয় না থাকায় বাংলোটি কিঞ্চিৎ দৈবস্থানের ইঙ্গিত দেয়, দিনে কৃষকরা আশপাশের জমিতে দৈনন্দিন কার্য্যে আসে, রাত্রের অন্ধকার গাঢ় হবার পূর্ব্বেই লোকালয়ে ফিরে যায়, কারণ সে সময়টা তেতুলিয়ার কবিত্বকে মহিমান্বিত করলেও, শ্বাপদ-সঙ্কুলতা তাকে ভয়াবহ করে' তোলে, হিমাচল-কন্যা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী রাত্রে আধুনিক সভ্যতা বর্জ্জন করে' স্বদেশীয় পাশবিকতায় মগ্নস্নান করেন।

কী জানি কেন মানুষ আজকাল সভ্যতামুখরতাকে ত্যাগ করে' কখনও কখনও বন্য বর্ব্বরতায় ফিরে যেতে চায়, সেটা বোধহয় সুপ্ত রক্তস্রোতের আকর্ষণ।

ইহাই সত্য

তেতুলিয়ার সুনাম আছে।

আমাদের স্থির করা হ'ল যে আমরা তিনজন তেতুলিয়াতে দু'দিন থেকে মন ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন করে' আসবো।

বরেণ খুব আনন্দিত হবে।

দিন স্থির করে' একদিন মটরে আমরা তিনজনই যাত্রা করলাম তেতুলিয়ার উদ্দেশ্যে, সেদিনের মত খাবার নিলাম সঙ্গে এবং দু'দিনের জন্য নিলাম আয়োজন। আমরা যখন যাত্রা করি তখন সূর্য্যদেব মাথার উপর, সহরের বাতাসী-লীলাকে উপেক্ষা করে' আমি মটর ধরলাম, স্বপ্না সম্মুখে আমার পাশে বসল, বরেণ মালপত্র নিয়ে হৃষ্টচিত্তে পিছনের সিটে বসে' সিগারেট ধরাল। চল্লিশ মাইল দূরে কিশনগঞ্জ বাজারে পৌঁছলাম যখন তখন 'সূর্য্য ডুবুডুবু'। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও চা পান করে' সূর্য্যকে অস্তাচলে পাঠিয়ে, তরল অন্ধকারের আবরণে আমরা পুনরায় যাত্রা করলাম।

তেতুলিয়ার ডাক-বাংলোয় যখন পৌঁছলাম তখন রাত্রি আটটা, আমরা ক্লান্ত এবং ততোধিক তৃষ্ণার্ত্ত। যথাস্থানে পৌঁছে দেখি ঘরগুলো সব বন্ধ এবং কোন জনপ্রাণী নাই, প্রধান দ্বারে একটি বৃহৎ তালা আমাদের সতর্ক করে' দিল। অন্য একটি ঘরের খড়খড়ি তুলে ছিট্‌কানি খুললাম, কাঁচের দরজার কাঁচ ভেঙ্গে তার অর্গল খুলে প্রবেশ-পত্র পেলাম, প্রধান দ্বারের তালা সঠিক থেকে গেল। এত বুদ্ধি ব্যয় অবশ্য বরেণই করেছিল, এসব কার্য্যে তার যথেষ্ট উৎসাহ দেখলাম।

আশ্রয় পেয়ে আমরা স্থিতি করে' নিলাম, বরেণ মটর থেকে জিনিস-পত্র এনে বড় ঘরটায় রাখল। দুটিমাত্র ঘর, একখানি শূন্য, বড় ঘরখানিতে দুখানা খাট, কয়েকখানি চেয়ার টেবিল।

"প্রদীপ, ও সব পরে হবে, প্রথমে চায়ের ব্যবস্থা করো, পিপাসায় প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত।—ষ্টোভটা জ্বালাও না, শোবার ব্যবস্থা পরে হবে —হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছে—" শেষের অংশটুকু স্বপ্না অবশ্য বরেণের জন্য বল্‌ল।

"হাঁ করে'! আমিই সব করছি—এর নাম হাঁ? কী বল প্রদীপদা?"

"আরে ভাই মেয়েমানুষ আর কাকে বলে! আমি ধরাচ্ছি ষ্টোভ"—বললে কী হবে, বরেণ নিজেই ষ্টোভ জ্বালাল, সে একাই একশ।

"প্রদীপদা জল কই?"

সত্যই জলের কথা কাহারো খেয়ালে আসেনি। সঙ্গেও নাই, সুতরাং জল অন্বেষণ করা হ'ল।

"জলের অভাব! ডাক-বাংলো—নিশ্চয়ই টিউবওয়েল, কিংবা ইঁদারা আছে, পাত্র খুঁজছ কেন এত? ডাক-বাংলোতে সব পাবে, মায় ডিনার সেট পর্য্যন্ত—ষ্টোর রুমটা কোথায়?"—স্বপ্না রচিত শয্যায় বসে পরিচালনা করতে লাগল।

জলের জন্য তিনজনেই বাইরে এলাম, ডাক-বাংলোর চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করে' জলের কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না।

"সে কী! এখানে জল নেই? ডাক-বাংলো চলে কিসে?"—স্বপ্না তখন রীতিমত ক্লান্ত হ'যে গেছে, ঘরে ষ্টোভটি জলের আশায় আর্ত্তনাদ করছিল।

"তেলে চলে। আধুনিক ডাক-বাংলো কিনা।"—বরেণ বলল।

"তুমি থাম ত! নিষ্কর্ম্মা কুমড়ো একটা।"—স্বপ্না জ্বলে ওঠে।

"বরেণ, তুমি বোধহয় পেট্রলের কাছে দেশলাই জ্বালাচ্ছ।"

সকলেই হেসে ওঠে। সর্ব্বত্র অন্বেষণ করে' জলের বিষয়ে আমরা হতাশ হলাম। খুঁজতে খুঁজতে দৃষ্টি পড়ল বহু নিম্নে নদীটির উপর, জ্যোৎস্নার আলোয় নদীটি রূপার পাতের মত চিক্‌চিক্‌ করছে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ কূলহীন সমুদ্রে তটভূমি দেখলে যেমন আনন্দ হয় আমাদের তেমনি আনন্দ হ'ল। বরেণ তৎক্ষণাৎ পাত্র নিয়ে নেমে গেল, আমরা দুজনে উপরেই থেকে গেলাম, বরেণ অনেকদূর নেমে গিয়েও নদীতীর পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারল না, মরীচিকার মত নদীটি আমাদের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করেছিল। দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির বুকে বরেণের আকৃতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হ'য়ে গেল তবুও জল পর্য্যন্ত পৌঁছতে না পারায় আমরা দুজনেই চিন্তিত হলাম।

"স্বপন, ওকে আর যেতে দেওয়া ঠিক নয়, যে গোঁয়ার লোক, নদীটা অনেক দূরে, আমার মনে হচ্ছে এখানে বাঘ আছে—ওকে তুমি ডাক।" বাঘের ভয় আমারও একবার হয়েছিল, সুতরাং বরেণকে ফিরিয়ে আনলাম। হতাশ হ'য়ে ষ্টোভ নিভিয়ে আমরা মটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জলের আশায়। প্রায় আট দশ মাইল পিছিয়ে এসে একটি ক্ষীণতোয়া নদী থেকে জল নিলাম, এই নদীটি আমরা যাবার সময় দেখে গিয়েছি।

জল নিয়ে ফিরে আমরা পুনরায় ষ্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করছি এমন সময় বরেণ চিৎকার করে' উঠল।

"প্রদীপদা, ঐ দেখ, ঐ যায়!" কাঁচের দরজা দিয়ে যা দেখলাম তা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেখলে আমরা পিপাসায় মারা যেতাম। একটি হৃষ্টপুষ্ট ব্যাঘ্র-পুঙ্গব ডাক-বাংলোর আঙ্গিনা দিয়ে নিজের দেহ হেলাতে দুলাতে যাচ্ছে, কিছু পূর্ব্বে আমরা সেইখানেই জলের আশায় ঘুরেছি। এতক্ষণ

আমাদের হয়ত হারাধনের অষ্টম সন্তানের ভাগ্য হ'ত। ক্ষিপ্রগতিতে ঘরের সব জানালা ও দরজা বন্ধ করে' দেওয়া হ'ল, স্বপ্নার অবস্থা তখন কল্পনা করতে পারেন। খাবারেব ব্যবস্থা সঙ্গেই ছিল, পাত্রের অভাবে হাতের উপর বেখেই খাওয়া হ'ল।

"ডাক-বাংলোতে সব বাসন থাকে, এটা নিশ্চয়ই ষ্টোর রুমের দরজা।"—বরেণ একটা দ্বার খুলবার উপক্রম করতেই স্বপ্না চিৎকাব করে' উঠল,—

"কব কি, কব কি! ওটা খুলনা। ওটা খুললেই একেবারে বাঘের ষ্টোর রুমে গিযে পডবে, কী বুদ্ধি, দেখছ না, ওটা বাইবে খুলবে?"

আমিও সেইরূপই ভেবেছিলাম। সুতরাং আব সে দ্বার খোলা হ'ল না, হাতেব তালুকে খাবাবের পাত্র ও টিফিন-কেবিযাবের বাটিকে চায়ের পেযালায় রূপান্তরিত কবে' রাত্রের আহার ও পানপর্ব্ব সমাপ্ত করা হ'ল।

"স্বপন, আজ আর ঘুমিয়ে কাজ নেই, এস গল্প করে' রাত কাটিয়ে দি—কতটুকুই বা রাত!"

আমি হেসে উত্তর দিলাম—"কোন দরকার নেই, সব দরজা যেমন বন্ধ আছে তাতে বাঘ কেন তার বাচ্চাও আসতে পারবে না। এস শুয়ে পড়া যাক্।"—দুটি খাট, লোক তিনজন; সমস্যা দেখা দিল। "তোমরা খাটে শোও, আমি নীচে শুচ্ছি, গরমকাল।"—আমি প্রস্তাব করলাম।

"গবমকাল বলেই ত তোমাব নীচে শোওয়া হবে না। সাপ আর বাঘ একদেশেই থাকে। আমি ওর কাছে শুচ্ছি।" স্বপ্না আমাকে নীচে শুতে কিছুতেই দিল না। আলো জ্বালিয়ে চতুর্দ্দিকেব দ্বার ও বাতায়ন বন্ধ

করে' শুয়ে পড়া গেল। স্বপ্না বরেণের কাছে শু'ল, বিদেশে এবং বিশেষ সেই অবস্থায় লজ্জা চলে না।

"প্রদীপদা—ভাগ্যিস বাঘ ব্যাটা এসেছিল!"—বরেণ হেসে বলে।

"ফাজিল কোথাকার!"—স্বপ্নার লজ্জা-নম্র অভিমত। আমি ইঙ্গিত বুঝতে পেরে হেসে উঠলাম।

"দেখ অবাধ্য হ'লে আমি কিন্তু ঐ দরজাটা বেমালুম খুলে দিয়ে হালুমকে ডেকে আনব।"—বরেণ স্বপ্নাকে শাসন করে।

"না, না, তুমি আমার লক্ষ্মীমাণিক!" আমি তখন অন্যমনস্ক হ'য়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলুম, একটা শব্দে চমকে উঠি।

"এই দুষ্টু, প্রদীপদা আছে—"

"স্বপন ব্যাচেলার। এসব বোঝে না।"—স্বপ্না আমার দিকে তাকিয়ে বলে।

তেতুলিয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। উচ্চস্থানের মহিমা আছে।

পরদিন ভোরে উঠে যে দরজাটা খুলতে স্বপ্না বাঘের পেটে যাবার ভয়ে চিৎকার করেছিল, সেটা খুলে দেখা গেল চার বালতি জল রাখা আছে, আর পাওয়া গেল থরে থরে কাঁচের বাসন সাজান। পূর্ব্ব রাত্রের স্মৃতি মনে করে' আমরা খুব খানিকটা হেসে নিলাম। তেতুলিয়াকে নমস্কার জানিয়ে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

যে আলোচনা ছিল স্তিমিত, তেতুলিয়া থেকে ফিরে এসে দেখি সে আলোচনা রীতিমত শক্তি পেয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ইহাই সত্য

ইতিহাস শুনেছি পুনরাবৃত্তি করে, স্বপ্নার জীবনে তার বহু উদাহরণ দেখেছি।

সেদিন সকালে বাড়ীতে বসে আছি। স্বপ্নার ভৃত্য ছট্টু উদ্ধশ্বাসে এসে সংবাদ দিল—"দাদাবাবু জলদি চলিয়ে, জামাইবাবু দিদিমণিকো মার দিয়া।"—ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ছুটলাম, গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি স্তম্ভিত হ'যে গেলাম। স্বপ্না মূর্চ্ছিত হ'যে পড়ে আছে, তার মা কাদছেন আর মাথায় জল ঢালছেন। কাছে বরেণ একটা চাবুক হাতে গর্ব্বভরে দাঁড়িয়ে। আশে পাশে পাড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত। আমাকে দেখেই বরেণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল— বেরিয়ে যাও, দূর হ'যে যাও আমার বাড়ী থেকে—চাবুকে তোমাকেও আমি সোজা করব—"

"সেটা পরে ক'রো বরেণ, মেয়েটাকে যে মেরে ফেলেছ। আগে ওর জ্ঞান আনি পরে তোমায় দেখছি—ছট্টু থানামে খবর দেও।" আমি স্বপ্নার দিকে যত্ন দিলাম। আশ্চর্য্য হলাম যে উপস্থিত ভদ্রলোকরা কেউ সেদিকে দৃষ্টি দেননি, সকলেই মজা দেখছিলেন।

"থানামে খবর দেও? হাটে হাড়ি ভাঙ্গছি দাঁড়াও। শুনলেন ত আপনারা? নাগর এলেন আমার। মশাই, আমার ঘরে আগুন জ্বালাল লোকটা, আমার চোখের সমুখে নষ্টামি—স্বামী হ'যে আমি কত সহ্য করি বলুন ত।"—বরেণ চাবুকটা শূন্যে চালাতে লাগল।

"সত্যি প্রদীপ, বরেণবাবু ত ঠিকই বলেছেন—আমাদেরই অসহ্য মনে হচ্ছিল,"—উপস্থিত জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তি বললেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি হতবাক হ'য়ে গেলাম।

"আপনারা এখন বাইরে যান ত! শালিসি করতে পরে ডাকা যাবে—এটা ভদ্রলোকের বাড়ী!"—আমার রূঢ় উত্তর শুনে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় একজন মন্তব্য করে' গেলেন—"ভদ্রলোকের বাড়ী! হুঁ! দিনরাত যা সুরু করেছিলে।"

কিছু সময় নিয়ে স্বপ্নার জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান হবার পর স্বপ্না বরেণকে একখানা দশটাকার নোট দিয়ে বলল—"তুমি চলে যেতে পার। আমার সহ্যের সীমা আছে, আর যেন আমার বাড়ীতে তোমার মুখ না দেখি—যাও!"

"এখন এসব থাক স্বপ্না; তুমি এখনও খুব দুর্ব্বল, পরে সব ব্যবস্থা হবে।"—আমি তার নাড়ীর অবস্থা দেখে সুস্থ করবার চেষ্টা করি।

"তুমি বোঝ না প্রদীপ, ও আমার বাড়ী থেকে দূর না হ'লে আমি জলস্পর্শ করব না। আমারই খেয়ে আমার গায়ে হাত তোলা? কবে আমাকে খুন করে' ফেলবে—যাও, দূর হও! পরে কলকাতায় গিয়ে ডিভোর্স করে' নেব—যাও!"—স্বপ্না উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে।

"ডিভোর্স ত করবেই, সে আমি অনেকদিন জানি, নয় ত প্রদীপকে পাবার পথ খোলসা হবে কেন—?"

"চুপ কর স্কাউণ্ড্রেল!" স্বপ্না ক্ষিপ্তা হ'য়ে ওঠে।

"আঃ, কী করছ স্বপ্না, চুপ করে' শুয়ে থাক।"—আমি ও মাসীমা দুজনেই অনুরোধ করি।

"তা ত বলবেই, মনে নাই সেদিনের কথা যেদিন আমি তোমাকে নরক থেকে উদ্ধার করেছিলাম? মনে নেই—"

"সে জানি, তোমার মহানুভবতা। এখন যাও।"

"আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাব।"

"পাবে না তোমার ছেলেকে—।"

"পাব না? আমি জোর করে' নিয়ে যাব। দেখি কে বাধা দেয়।" অদূরে শিশু শুয়ে ক্ষুদ্র তারকার মত মিট্‌মিট্ করে' সব দেখছিল। বরেণ তাকে জোর করে' কোলে তুলে নিতেই চিৎকার করে' কেঁদে উঠল।

"প্রদীপ, রাক্ষস আমার খোকনকে মেরে ফেলবে"—স্বপ্না চিৎকার করে' পুনরায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে, মাসীমা কেঁদে উঠেন। আমি শিশুকে কেড়ে নিয়ে বরেণকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দি।

সে হতভাগা একদিন সহরে থেকে পরদিন কোথায় যেন চলে যায়।

তার যাবার পর সহরের ঝড়ো হাওয়া আমার ও স্বপ্নার কাহিনী নিয়ে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল, সারা সহর কলোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

আমি স্তব্ধ হ'যে সহরের মত্ততা দেখি।

বরেণ চলে যাওয়ার পর কয়েকদিন স্থিরভাবে কাটল। তার চলে যাবার কারণ অবশ্য স্বপ্না নিজেই, সেই তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং এ আশ্বাসও দিয়েছিল যে শীঘ্রই কলকাতা গিয়ে তাদের আইন-বদ্ধ বিবাহকে ছিন্ন করে' দেবে। সেই আইনে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দুজনকে বিবাহপাশে আবদ্ধ করতে যতটুকু সামান্য সময়, সামান্যতর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, সে বিবাহ ছিন্ন করতে ততোধিক সামান্য সময় লাগে। এত সহজে হয়ত বা দুটি প্রাণ জীবন-ব্যাপী কোন সূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে না, সেজন্য গাঁটছড়া খুলবার ব্যবস্থাটাও আইনের মালিকরা খুব

সহজে রচনা করে' রেখেছেন। আমি স্বপ্নাকেও সেই দলভুক্ত করে' রেখেছিলাম।

দশ বারো দিন কাটল। এ কয়দিন স্বপ্নাকে সর্ব্বদা চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখেছি, তার প্রিয় শ্রেষ্ঠ বেশভূষা ও প্রসাধন প্রভৃতির দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, তাকে দেখে মনে হত যেন সে কত ক্লান্ত ও শ্রান্ত, দীর্ঘ রোগ ভোগের পর স্বপ্না যেন কোনপ্রকারে নিজের দেহকে বহন করে' নিয়ে চলেছে, স্বপ্নার কৃষ্ণ মায়াময় চোখের নীচে ক্ষীণ কালিমা তার সুন্দর ভাস্কর রচিত মুখের শুধু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেনি, অর্থও বৃদ্ধি করেছিল।

"স্বপন, কাল আমি ঢাকা যাব ভাবছি—"

"কেন, ঢাকায় কী দরকার হ'ল হঠাৎ?"

"বরেণকে খুঁজে নিয়ে আসি, আজ দশ বারো দিন হয়ে গেল, আর কিছুদিন গেলে হয়ত অনাহারেই মারা যাবে।"

"অনাহারে মরবার ছেলেই সে নয়। একটা কিছু করে' খাবে, হয়ত এ কয়দিন কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে কাটিয়ে ঠিক ফিরে আসবে দেখ,—ঢাকায় এতদিন ছিল।"

"কোথাও যাবে না, এমন অভিমানী সে, তুমি জাননা, হাতে যতদিন আমাদের পয়সা থাকবে ততদিন খাবে তারপর অনাহার নিশ্চয়ই,—আর যাবেই বা কোথায়? তিনকুলে কী কেউ আছে?"

"তার না থাক তোমার ত আছে?"

"বিয়ের পর সে সব দরজাও বন্ধ!"

"তবে ছেড়ে দাও, যা ইচ্ছে করুক, কবে তোমাকে খুন করে' ফেলবে, একটা পশু।"—আমার ক্রোধ যেন পুনরায় জাগরিত হয়।

"তা জানি, আমার মৃত্যু, মানে অপমৃত্যু ওর হাতেই আছে, এমন রাগী

বোঝে না কোথায় মারছে, একদিন বেকায়দা লেগে গেলেই হ'ল আর কি।"

"তবে ছেড়ে দাও, যা ইচ্ছে করুক।"

"কিছুই করতে পারবে না, এমন অপদার্থ, হয় না খেয়ে মরবে, নয় আত্মহত্যা করবে, সারা ঢাকায় রটে যাবে অমুকের জামাই…; স্বপন, আমার বাবার নামে আর কলঙ্ক দিতে পারব না।"—স্বপ্নার দুচোখ জলে ভরে যায়, আমি বিস্মিত হ'য়ে সে জলের বুকে অতি-আধুনিক স্বপ্নার প্রতিচ্ছবি অন্বেষণ করে' ব্যর্থ হই।—"আর তা ছাড়া খোকা বড় হ'লে তাকে আমি কী বলব ? এ আমার পিতার দায়িত্ব, স্বপন।"

আমার ও নিজের মার বাধা না মেনে স্বপ্না বরেণকে অনুসন্ধান করতে ঢাকায় রওনা হ'ল, তিন চার দিন পর স্বামীকে সঙ্গে করে' সে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বরেণকে দেখে চিনবার উপায় নেই, শুষ্ক-শীর্ণ চেহারা, রুক্ষ তার দেহের প্রতি স্তর, দৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল বুভুক্ষু, মলিন ও অত্যন্ত অবিন্যস্ত তার বেশভূষা! সামান্য কয়েকদিনে তার এমন পরিবর্ত্তন দেখে আমি চমকে উঠলাম। স্বপ্না যেদিন ফিরল সেদিন আমি যখন তার বাড়ীতে উপস্থিত হলাম তখন বরেণের ব্যবহারে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

"প্রদীপদা, আমার দোষ তুমি ক্ষমা করো—বল তুমি ক্ষমা করলে ?" বরেণ শুধু আমার হাতই চেপে ধরল না, তার চোখে আমি জলও দেখলাম।

"ছিঃ বরেণ, এতে ক্ষমার কী আছে ? মানুষের রাগ না রাক্ষস!" —আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করি।

"সত্যিই প্রদীপদা, আমার ঘাড়ে মাঝে মাঝে যেন ভূত চাপে।" অনুতপ্ত বরেণ।

"মাঝে মাঝে নয়, সর্ব্বদা চেপেই থাকে।"—স্বপ্না কাছেই ছিল।

"কারণ ? কারণ আমার ঘৃন্য অসচ্চরিত্র !"—স্বপ্না হেসে উত্তর দেয়।

"কারণ দেখান! এ যেন ফৌজদারী অপরাধের আসামী। কারণ যদি তুমি না দেখাও ?"—আমি উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করি।

"তা হ'লে আর একখানা চিঠি আসবে যে, 'আপনার ঘৃন্য অসচ্চরিত্রের জন্য আপনাকে বরখাস্ত করা হল।' ব্যস্ যবনিকা পতন।" –স্বপ্না বলে।

"সেই চিঠিই দিক। কারণ দেখাবনা। অমন চিঠি আসলে মানহানির দাবী দিয়ে নালিশ করা হবে"–আমি বলি।

"ঠিক বলেছ প্রদীপ দা। আমিও একটু আগে তাই বলছিলাম, ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি !"– বরেণ পিন্ বদলাতে বদলাতে বলে।

"তাতে লাভ হবেনা স্বপন, বি টি. ক্লাশে ভর্তি হবার সময় স্কুলের চিঠি লাগবে—এমন রেকর্ড থাকলে বি টি. ক্লাশে স্থানই পাবনা, আমার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। এক কাজ করলে চাকরি থাকে।"

"কি কাজ ?"—আমি উৎসুক হ'য়ে উঠি।

"আজ রাত্রে যদি প্রত্যেক সদস্যের বাড়ী যাই, এবং প্রত্যেককে পর্য্যায়ক্রমে দেহ দান করি—"

"চুপ কর স্বপ্না। দরকার নেই এমন চাকরীর"—আমি চিৎকার করে উঠি।

স্বপ্না হেসে উত্তর দেয় "তুমিও বরেণের মত বললে। চাকরী গেলে খাব কী ?"

"এমন ভাবে খাবার দরকার নেই।"

"নাও, তোমার খাবার এসেছে, আমার ব্যবস্থা পরে হবে।" ঠাকুর ধূমায়িত চা ও খাবার এনে গম্ভীর আবহাওয়াকে তরল করবার চেষ্টা করল।

আলোচনা করে সত্যিই দেখা গেল যে অমন ভাবে চাকরী গেলে বি টি. ক্লাশে ভর্ত্তি হওয়া শুধু দুরূহ নয় হয়ত' একেবারে অসম্ভবই হবে। সুচারুরূপে সরে পড়বার ব্যবস্থা করবার ভার আমার ওপর পড়ল, আমি সে দায়িত্ব নিলাম।

মনে হল যেন বাইরের বর্ষার তখন বেশ শক্তি বেড়েছে। বরেণ প্রাণহীন কলটাতে প্রাণপণে দম দিয়ে চলেছে।

স্কুল থেকে সসম্মানে বিদায়ের জন্য পরদিন থেকে আমি সযত্ন চেষ্টা করি, সহরে একজন ভদ্রলোক ছিলেন যিনি এসব কুৎসিৎ পৃথিবীর অনেক ঊর্দ্ধে বাস করতেন, যিনি বিপদের সময় শত্রু মিত্র, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাহায্য এবং ঐকান্তিক সাহায্য করতেন, তিনি সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন কিন্তু অশিব কিছু হ'লে পাপীকে ঘৃণা করতেন না বরং তাকে সে অশিব থেকে পুনরুদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আমি অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হলাম এবং তিনি অসহায়া নারীকে সুদূর বিদেশে রক্ষা করেছিলেন। অমানুষিক পরিশ্রম করে', সকল সদস্যের দুয়ারে দুয়ারে বিনীত প্রার্থনা করে' তিনি সর্ব্বশেষ স্বপ্নাকে রক্ষা করেছিলেন; সে ভদ্রলোকের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে আমি আজও প্রণাম জানাচ্ছি। তার বাড়ীর সঙ্গে আমাদের বাড়ীর পুরাতন সৌহাদ্য ছিল। আমাকে তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন বলে প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন—

"তুমি যখন বলছ তখন আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। কিন্তু প্রদীপ, তুমি আমার ছেলের বয়েসী, অবশ্য তোমাকে বলা উচিত নয়, কিন্তু তোমার মঙ্গলার্থে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—তোমাকে ও সপ্নাকে নিয়ে

যে সব কথা রটছে সেগুলো তোমার মঙ্গলাকাঙ্খীর মধুর লাগে না, তোমার বাবাকেও আমি এ কথা বলেছি—"

"আপনি এসব বিশ্বাস করেন ?"

"করিনে ; করতে ইচ্ছেও করে না। তবুও তোমার মুখে আমি শুনতে চাই। মহাপাপও লোকে স্বীকার করে।"

"আপনি যখন এত অভয় দিলেন তখন বলি, আজ পর্য্যন্ত আমাদের সম্পর্ক পবিত্র আছে—ভবিষ্যতের কথা বলতে পারিনে—আপনি আমায় বিশ্বাস করুন।"

"আশীর্ব্বাদ করি তুমি মানুষ হও। ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থেক। মানুষের মন, বলা যায় না"—তিনি প্রাণের আশীর্ব্বাদ করেন ; তাঁর আশীর্ব্বাদের প্রথমাংশ ফলেনি, শেষাংশ প্রতিপালন করবার চেষ্টা করেছি। আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের কী বিশেষ গুণ জানি না।

তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের সুফলে কমিটি স্বপ্নাকে এক বৎসরের ছুটি মঞ্জুর করেন, তার সর্ত্ত থাকে যে আগামী বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্না পদত্যাগপত্র দাখিল করবে।

এ ব্যবস্থা স্বপ্নার পক্ষে আশাতীত।

স্বপ্না ব্যবস্থা করল যে সে কলকাতায় বি. টি. পড়বে, আর আমায় বাবা আদেশ দিলেন কলকাতায় আইন পড়বার জন্য।

ল' পড়বার প্রতি আমি চিরদিনই বীতশ্রদ্ধ, আমার ধারণায় সেই আইন পড়ে' যার বি. এ পাশ করবার পর আর কোনদিকে যাবার অবস্থা

থাকে না, সে অবস্থা বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষুদ্র শক্তির জন্যই হ'ক কিংবা আর্থিক অভাবেই হ'ক,—অবশ্য এ ধারণা আমার নিজস্ব, মিথ্যাও হ'তে পারে না তা নয়। সুতরাং বাবা যখন আইন পড়বার কথা বললেন তখন আমি মৃদু আপত্তি করলাম।

"তবে কি করবি?"—বাবা প্রশ্ন করলেন এবং সে প্রশ্নের উত্তর আমি বহুক্ষণ পর অদ্ভুত ভাবে দিতে পারলাম।

"অন্য যা হ'ক কিছু।"—উত্তরটা আমারও পছন্দ হ'ল না।

"যা হ'ক কিছু মানে কী? একটা সঠিক কিছু বলবি ত?" এ প্রশ্নের পর চিন্তা করে' দেখলাম যে একটা সঠিক উত্তর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

"না হয় বি. টি. পড়ি—মাষ্টারী করা যাবে।"

"বি. এ, বি টি হ'য়ে মাষ্টারী করলে কী হবে? ধরে নেওয়া যাক যে তোর চাকরীই হবে,—যদিও এ যুগে সেটার সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ রাখতে হবে—চাকরী হ'লে মাইনে আরম্ভ হবে পঞ্চাশ টাকা, অবশ্য যদি সরকারী স্কুলে চাকরী হয়, নয়ত ত্রিশ কিংবা পঁচিশ—আর শেষ হবে খুব বেশী হ'লে একশ টাকায়—ও লাইনে কিছু নাই, মেয়েদের বরং কিছু এখনও আছে—আর ওকালতি করলে···"—বাবা তারপর সমগ্র ভারতবর্ষে যে যে মনীষী আইন ব্যবসায়ে বিখ্যাত হ'য়েছেন, প্রচুর অর্থের অধীশ্বর হয়েছেন তাদের জীবনেতিহাস সংক্ষেপে বলে গেলেন। আমার মনে হয় তালিকায় কেউই বাদ পড়েননি, তাও ত' বিদেশের মনীষী আইন-জীবীদের নামোল্লেখও করেননি।—"অতদূরে যাবার প্রয়োজন কী? তোর জ্যেঠামশায়ের জীবনই নে', তিনি কেমন উন্নতি করলেন—আমিও তো চালিয়ে গেলাম।"

ইহাই সত্য

এরপর আর কোন কথা চলে না, সত্যই আমার জ্যেঠামশায় অতীব দরিদ্র অবস্থা থেকে সুনাম ও মর্য্যাদার এবং অর্থের শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন, সমস্ত বিহারে তিনি একজন গন্য উকিল হয়েছিলেন, আমার বাবাও জীবন আরম্ভ করেন অতি দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কিন্তু আমাদের তিনি যথেষ্ঠ সুখ স্বচ্ছলতার বুকে মানুষ করেছেন, বাবার জীবনের সে যুদ্ধ শুনলে, আমার বর্ত্তমান জীবনযাত্রা দারিদ্র্যময় হওয়া সত্বেও, তাঁর সে জীবনের তুলনায় এটা রাজকুমারের জীবন, সে জীবনেতিহাস শুনলে এখনও চোখে জল আসে।

শুধু ভারতের বিখ্যাত মনীষীরা নয়, সামান্য আমাদের সংসারেও যখন ওকালতির এমন জ্বলন্ত উজ্জল দৃষ্টান্ত আছে তখন আমার আইন না পড়ার কোন যুক্তিই চলতে পারে না। স্যর রাসবেহারী, সি. আর. দাশ কিংবা স্যর তেজ বাহাদুর যখন অমন বড় হ'তে পেরেছেন তখন আমার পক্ষে বড় না হবার কোন কারণই দেখাতে পারলাম না. বিশেষ সকলের মতে পূর্ব্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ না করবার কোন অর্থই নাকি হয়না। বাংলাদেশে, শুধু বাংলা কেন ভারতবর্ষে কৃষকের ছেলে কৃষকই হয়, মুচির ছেলে মুচিই হয়, সে ছেলে অন্য কোন স্বপ্নও দেখতে পারে না; ওদেশে অর্থাৎ পাশ্চাত্যদেশে মুচির ছেলে সমগ্র য়্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারে, সমগ্র বৃটিশ সম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হ'তে পারে, হিট্‌লার বা নেপোলিয়ান হবার শুধু স্বপ্ন নয়, আশাও করতে পারে।

পিতৃ আদেশ শিরোধার্য্য করতে বাধ্য হলাম। আমার যাত্রার দিন স্থির হ'ল; স্বপ্নার যাত্রার কিছু বিলম্ব ছিল, কারণ তার প্রতিবন্ধক ছিল দুইটি, প্রথম বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ, দ্বিতীয় ও প্রধান অর্থের আয়োজন;.

অর্থের ব্যবস্থার কিছু আভাষ পেয়েছিলাম, মাতার ও নিজের শেষ অলঙ্কারগুলি ও গৃহের অবশিষ্ট আসবাবপত্র।

যাত্রার পূর্ব্বদিন আমি গেলাম আমার একটি পরিচিতা কিশোরীর সঙ্গে দেখা করতে। আমার এ কাহিনীতে তার আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন অবশ্য ছিল না, কিংবা থাকলেও কাহিনীর এ অধ্যায়ে সেটা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। বুদ্‌বুদের মত তাকে এনে সামান্য কয়েকটি কালির আঁচড়ে তাকে পুনরায় মুছে ফেলা আমার পক্ষে অন্যায় স্বীকার করি; তবুও আমার জন্য তার নিতান্ত প্রয়োজন আছে, এ কাহিনীর এত দূরে তার আবির্ভাব হলেও, আমার জীবনে তার আবির্ভাব অতীব প্রভাতে—এই সময়ে তার অস্তাচল গমন।

মেয়েটির নাম শ্রীলেখা।

কৈশোরে পুতুল খেলা, শিশুদের মাসিক পত্র, দৌরাত্ম্য, অহেতুক ছুটাছুটির মধ্য দিয়ে আমার পরিচয় তার সঙ্গে; তখন সে নিতান্ত শিশু, ফ্রক পরে, মাথার কুঞ্চিত কেশদামকে দুভাগে বিভক্ত করে দুটি সাপের মত বেণী করে' লুটিয়ে দেয় পিঠের উপর, দুটি বেণীর শীর্ষে রক্তজবার মত দুটি ফুল বাঁধে, দৌড়াদৌড়িতে সে দুটি নেচে বেড়ায়, ঝগড়া হলে আমি সে দুটো টেনে খুলে দিয়ে পিঠের উপর যথাশক্তি প্রহার দিতাম, কাঁদতে কাঁদতে তার মার কাছে ছুটে গিয়ে নালিশ করত, তিনি দুজনকে খাইয়ে সন্ধি করিয়ে দিতেন, আমরা লুডোর ছক্ নিয়ে বসতাম।

দিন যায়।

তার পিঠের রক্তজবা বুকের উপর চলে আসে, ফ্রক ছেড়ে কাপড় পরে, দৌড়াদৌড়ি বন্ধ হ'য়ে মুখের গভীরতা দেখা যায়, আমাদের মারামারিতে লজ্জা এসে বাধা দেয়। পার্থক্য ক্রমে ক্রমে দু'জনকেই সচেতন করে। সেদিন অকস্মাৎ আবিষ্কার করলাম যে আমি শ্রীলেখাকে ভালবাসি, তখন আমি আই. এ. পাস করেছি, আমার বয়স আঠার, শ্রীলেখার সতের। পুরুষের সে বয়সটা ভয়াবহ, দুর্জ্জয় এবং অসীম সাহসী; যেদিন বুঝতে পারলাম যে তাকে আমি ভালবাসি তারপর কয়েকদিন আমি চঞ্চল হ'যে বেড়ালাম, দৃষ্টি হ'য়ে গেল ভীতু, প্রতি পদক্ষেপ হ'য়ে গেল সচেতন; শ্রীলেখা বুদ্ধিমতী মেয়ে, আমাকে একান্তে প্রশ্ন করল—"প্রদীপদা, ক'দিন থেকে তোমাকে কেমন যেন দেখছি?"

"কৈ না ত।"—আমি সপ্রতিভ হয়ে উঠি।

"না বললে কী চলে! তোমার সেই ফুর্ত্তি নেই, চেহারা কেমন হ'য়ে গেছে, আই. এ পাশের খবর পেলে, কত ফুর্ত্তি করবে, তা না··· উহুঁ, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।"

"লেখা—হ্যাঁ লেখা···" আমি থেমে যাই।

"বল না, কিছু বলবে? নির্ভয়ে বল রাজকুমার!"—শ্রীলেখা নাটকীয় ভাবে বলে। আমিও ভাবলাম যে আজ বলেই ফেলি, এ অবস্থায় আর থাকা যায় না, যা হবার হোক।

"লেখা, তোমায় আমি ভালবাসি, লেখা, তোমাকে আমি চাই···"

আমার কথা শুনে শ্রীলেখা স্তব্ধ হ'য়ে গেল, মনে হল যেন তার সারা শরীর কেঁপে উঠ্‌ল। আমার কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

"লেখা, বল, একটা কিছু উত্তর দাও, বল, তুমি আমার···"

"হ্যাঁ প্রদীপদা"—

আমি শ্রীলেখাকে বুকে টেনে মুখচুম্বন করি, সে আমার বুকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।

আমি জানি যে আমাদের প্রেমনিবেদন সম্পূর্ণ নাটকীয় হয়েছিল। এ ধরণের প্রেমনিবেদন তৃতীয় শ্রেণীর সুলভ উপন্যাসে পূর্ব্বে দেখা যেত, আমি নিজেই যখন বলছি তখন আমারও সেই অনুভূতিই হচ্ছে। এ বয়সে আমি যখন আমার সেই প্রথম প্রেমনিবেদনের কথা ভাবি তখন আমারই লজ্জা করে, তবুও কহিনীর সত্যমর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য আমি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না করে' দৃশ্যটা লিপিবদ্ধ করলাম। পরবর্ত্তী জীবনে যখন আধুনিক সুসভ্য প্রেমনিবেদনের বিষয়ে শুনি, যখন আমি নিজেও অতি আধুনিক অভিজাত কলিকাতা মহানগরীর আভিজাত্য-সুলভ মেয়েদের প্রেমনিবেদনের দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করি তখন পুরাতন দৃশ্য মনে পড়ায় শুধু লজ্জা পাইনি হেসেও ছিলাম। সুতরাং আপনারা আমার আত্মার সরল স্বীকারোক্তির জন্য ক্ষমা করবেন। সুদূর বিহারের নগণ্য সহরে তখন আমার এর বেশী বিদ্যা ছিল না।

পৃথিবীর মনীষীরা বলেছেন যে জীবনের প্রথম প্রেম শুধু সত্য নয়, ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়; আমি আজও বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রেমও সত্য এবং অতীব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৈশোরের একান্ত পরিচয় সেদিন পরস্পর পরস্পরকে আত্মসমর্পন করল; পরবর্ত্তী জীবনে আমার পদস্খলন হ'লেও, শ্রীলেখার ভালবাসা আজও সত্য আছে; আমার এই দিনে আজও আমি শ্রীলেখার ভালবাসার প্রতি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। আপনারা বলবেন, এবং আমিও স্বীকার করি যে, সে বয়সে বাঙ্গালী যুবকের প্রেমনিবেদন কবিতা লেখার মত অর্থহীন। আমি মনে করি খুব কম লোকই আছেন যাঁরা ঐ সঙ্কটময় বয়সে কোন মেয়ের কাছে

প্রেম নিবেদন করেননি; গত জীবনের কথা একবার একান্তে স্মরণ করে' দেখুন।

আমার কথা আমি বলতে পারিনা তবে শ্রীলেখার ভালবাসা আজও আমি কষ্টিপাথরে যাচাই করে' দেখি যে সেটা আজও তেমনি সত্য আছে। স্বপ্না আমার জীবনে ধূমকেতুর মত উদিত হ'য়ে সব জ্বালিয়ে না দিলে শ্রীলেখা আমার জীবনের সুখদুঃখের অর্দ্ধেক ভার গ্রহণ করত।

যে দিনের কথা বলতে গিয়ে এ প্রসঙ্গের অবতারণা সেইদিনের কথা বলে শ্রীলেখাকে এ কাহিনী থেকে মুছে ফেলি।

যাত্রার পূর্ব্বদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

"লেখা, কাল আমি কলকাতা যাচ্ছি।"

"জানি, তোমার খবর আমি সব রাখি প্রদীপদা"—শ্রীলেখা কি একটা সেলাই করতে করতে গুরুগম্ভীর স্বরে বলে।

"দিন দিন তুমি বড় গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ লেখা, দুদিন পরে বুড়ি হ'যে যাবে—"

"বয়স ত হচ্ছে, বুদ্ধি বাড়ছে বই কমছে না প্রদীপদা—সব বোঝবার ক্ষমতা আমার হয়েছে ত!"

"নিশ্চয়ই হয়েছে, তুমি হ'লে তিন কালের বুড়ি!"—আমি হেসে বলি বটে কিন্তু শ্রীলেখা হয়ে যায় আরো গম্ভীর। "যাক্, চিঠি পত্র দিও, আর এবার ফিরে এসে কিন্তু সেই কথাটা বাবার কাছে মাকে দিয়ে বলাবে মনে আছে ত? এবার কিন্তু বাধা দিতে পারবে না!"

"কোন কথাটা?"

"ব্যস্! এরই মধ্যে ভুলে গেছ ? আমাদের বিয়ের কথাটা।"

এবার শ্রীলেখা মৃদু হাসে, বুঝতে পারলাম যে তার হাসিটুকু অতীব করুণ।—"তোমার এখনও বিয়ের বয়স হয়নি, এখনও পড়, পাশ কর, চাকরী বাকরী কর,—এখনও দেরী আছে।"

"আমার বিয়ের বয়স না হলেও তোমার ত হয়েছে ? বাবার কানে না দিয়ে রাখলে তুমি হয়ত অন্য লোকের হ'য়ে যাবে, বাবার ও তোমার বাবার ত বহুদিনের ইচ্ছে—"

"তাঁদের ইচ্ছে থাকলেও আমার ইচ্ছে নেই—অন্ততঃপক্ষে এখন নেই।"

"তার মানে ? তুমি ঠাট্টা করছ লেখা।"

"না, একটুও না। আমি ভেবে দেখলাম তোমার বিয়ে করা উচিত নয়, শুধু যে আমাকে নয় তা নয়, কোন মেয়েকেও বিয়ে ক'রে তার সর্ব্বনাশ করোনা, সে সুখী হ'তে পারবে না।"

"তার কারণ কী শ্রীলেখা ?" আবহাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে আমি বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলাম।

"কারণ তোমার সত্ত্বা তুমি হারিয়েছ, তুমি ডুবতে বসেছ প্রদীপদা।"

"তুমি বোধ হয় স্বপ্নার কথা বলছ ?"

"হ্যা—।"

"এ সন্দেহ তুমি বহুদিন থেকে করছ লেখা, আকারে ইঙ্গিতে তুমি বলেওছ কয়েকদিন, আমি ভেবেছি তুমি ঠাট্টা করছ, আজ জিজ্ঞাসা করি তুমি একথা বিশ্বাস কর ?"

"করি। যা রটে তার কিছু বটে। সহরের সব লোক তোমার শত্রু নয়। প্রথমে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখে আজকাল আমি বিশ্বাস করি।"

ইহাই সত্য

"লেখা, তুমি কী আমায় সত্যিই ভালবাসতে?"

"শুধু ভালবাসিনে, দেবতার মত ভক্তি করি।"

"তোমার সেই ভালবাসার নামে শেষবার জিজ্ঞাসা করি, একথা তুমি বিশ্বাস কর?"

"অন্ততঃ আমার মন তাই বলে।"—শ্রীলেখার দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

"যদি তুমি আমায় সত্যিই ভালবাসতে তোমার উচিত ছিল আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করা, তোমার ধর্ম্ম ছিল আমাকে ফিরিয়ে আনা যদি সত্যই আমি····· যাক্, সন্দেহে এ সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি শ্রীলেখা।"

"দাঁড়াও।"—শ্রীলেখা আমাকে প্রণাম করল, মুখ তুলে আমার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি আমারই একমাত্র দেবতা থাকলে; পরে বুঝতে পারবে, আমি মেয়েমানুষ, স্বাধীন ইচ্ছা নেই,·· তোমাকে একটা অনুরোধ, বল রাখবে?"

"চেষ্টা করব যথাসাধ্য।"

"বিয়ে কোরনা। একটা অবলার সর্ব্বনাশ কোর না। আমি তোমারই থাকলাম প্রদীপ।·· এবার আমার প্রাপ্য দাও।"—সে আমার মুখের কাছে মুখ তুলে ধরল, আমি তাকে চুম্বন করলাম। তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি শ্রীলেখা চোখ বন্ধ করে নিয়েছে, বদ্ধ আঁখিপল্লবে উপচে পড়ছে অশ্রুধারা।—শ্রীলেখা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে তার পরিত্যক্ত পথের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

এখানে গোপনে বলে রাখি, শ্রীলেখা আজ সুখী, পতি পুত্র নিয়ে

ধনে জনে পরিতৃপ্ত, কিন্তু আজও তার হৃদয়ে আমি এখনও সেই আসনই অধিকার করে আছি।

কিন্তু আমি? শ্রীলেখার সে আঘাত আমি সহ্য করতে পারিনি, তার সে আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করবার ইচ্ছায় নিজের উপর বহু আঘাত হেনেছি, পদে পদে পদস্খলনের বহু ক্ষত এখনও আমার প্রাণে আছে— জর্জ্জরিত হ'যে আজ আমি শান্ত ও শ্রান্ত।

শ্রীলেখা, আজ তোমাব কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

পরদিন কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম।

দুই

কলিকাতায় আমি রিপন ল' কলেজে ভর্ত্তি হলাম, এবং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের উপর একটি মেসে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। মেসটা অতীব ক্ষুদ্র; বাড়ীটি অবশ্য চারতলা, কলেজ স্কোয়ারের ঠিক সম্মুখে রীতিমত আভিজাত্যের ছাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; অভিজাতের মতই তার পুরাতন ও দীর্ঘ দেহ, বহিরাবরণ চাকচিক্য পরিপূর্ণ; সুতরাং, কাহারো উপদেশে নয়, বাড়ীটির স্থান-মহিমা ও বহিরাবরণের ইঙ্গিতেই আমি আকৃষ্ট হ'য়ে সেখানে আশ্রয় নিলাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই চারতলা বাড়ীটির এক একটি তলা এক একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী। নীচের তলায় "মহামায়া পাইস্ হোটেল", দ্বিতীয় তলায় "অল্ ইণ্ডিয়া টেলারিং স্কুল", তৃতীয় তলায় "নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি," চতুর্থ তলায় "হিন্দু মেস্"—প্রত্যেক তলা একটি স্বতন্ত্র পৃথিবী তার উপযুক্ত আবহাওয়া নিয়ে কালের গতিতে দিন গুণে চলেছে। তাদের বিশদ পরিচয় আমার এ কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক বলেই লিপিবদ্ধ করলাম না, আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন; তৃতীয় তলার অর্দ্ধাংশে টেলারিং স্কুলের শিক্ষকরা ও বোর্ডাররা ক্ষুদ্র আর একটি মেশ করে' জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

আমি চতুর্থ তলায় হিন্দুমেসে আশ্রয় পেলাম। মেসে আঠারটি সিট,

কিন্তু মোট জনসংখ্যা চব্বিশ জন, অর্থাৎ আঠার জন স্থায়ী বাসিন্দা, মহানগরীতে বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে' সৎপথে কোন প্রকারে সুখে দুঃখে নিজের প্রাণটুকুকে দেহের অভ্যন্তরে রেখেছেন, এবং অন্য কোথাও স্ত্রী পুত্র পরিবারকে প্রতিপালন করছেন, তাঁদের অধিকাংশ কেরাণী, একজন বীমা কোম্পানীর দালাল, একজন কোন দৈনিক কাগজের অফিসে সব্ এডিটর, একজন মটর টায়ার কোম্পানীর সেলসম্যান সে ভদ্রলোক জাতিতে মাদ্রাজী, ম্যানেজারের বিশিষ্ট বন্ধু এবং মাসের অধিকাংশ দিন কলকাতার বাহিরে অতিবাহিত করেন—ছাত্র মাত্র আমি। এই আমরা আঠার জন লোক স্থায়ী বাসিন্দা, অবশিষ্ট ছয়জন, তাদের পরিচয় আবশ্যক অবশ্য খুব সংক্ষেপে। সে ছয়জনের মধ্যে একজন ম্যানেজার স্বয়ং, আর পাঁচজন তার বন্ধু। এ ছয়জন দুবেলা মেসে আহার করে, রাত্রের আহারের পর ছয়জনই কোথায় চলে যায়, পুনরায় সকালে বিভিন্ন সময়ে আসে। ম্যানেজারের একটি পৃথক ক্ষুদ্র ঘর আছে। রাত্রে চলে যাবার সময় সেই ঘরে যে তালা পড়ে সে তালা সকালে খোলে, সমস্ত দিন ছয়জন সেই ঘরে কাটিয়ে দেয়—মাসে দুচারদিন এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হ'লে তারা ম্যানেজারের ঘরেই মেঝেতে ঢালা বিছানায় দীর্ঘ রজনী কাটিয়ে দিত। মেসের আর ম্যানেজারের উপার্জ্জন, তার বন্ধুদের জীবিকা নির্ব্বাহের কী উপায় ছিল, জানিনা—তাদের পরিচয়ও জানিনা, নাম জানি, আপনাকে জানান অনাবশ্যক। সমস্ত বাড়ীটির মালিক একটি কাবুলিওয়ালা।

ল' পড়া সম্পর্কে আমি তিন বছর সেই মেসে কাটিয়েছি, একতলা থেকে চারতলা পর্য্যন্ত কোথাও বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিনি, শুধু দু বছর

পবে ছাত্র সমিতিটা স্থান পবিবর্ত্তন কবায় সে অংশে 'মহামায়া পাইস্ হোটেলে'ব স্থূলকায়া কৃষ্ণাঙ্গী মহামায়া হোটেলেব গৌববর্ণ যুবক ম্যানেজাবেব সঙ্গে সংসাব পেতেছিল, এবং মহামায়াব বাহুতে সোনাব অনন্ত উঠেছিল।

বেশ কিছু বেশী পয়সা দিয়ে আমি মেসেব একমাত্র 'সিঙ্গল্ সিটেড' ঘবখানা পেয়েছিলাম। সে ঘবখানায় নাকি আমাব আগমনেব পূর্ব্বে বে-সবকাবী কলেজেব একজন নবীন অধ্যাপক থাকতেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে ছেড়ে গেছেন। ঘবটিব ভাড়া বেশী হওয়ায় শূন্যই পড়েছিল, আমি পুনবায় 'গৃহপ্রবেশ' কবে আমাব ক্ষুদ্র সংসাব পাতলাম। ঘবটি অতি ক্ষুদ্র, আমাব খাট, টেবিল ও একখানা চেয়াব বেখে যে স্থানটুকু থাকলো, সেটুকুতে অতি সন্তর্পণে চলাফেবা কবতে হবে, তবে ঘবটি ভাল, নীচেব মিৰ্জ্জাপুব ষ্ট্রীট সর্ব্বদা কোলাহল পবিপূর্ণ, কিন্তু আমাব ঘবেব উচ্চতাব জন্য সে কোলাহল আমাকে বিশেষ যন্ত্রণা দিতে পাবেনা। পথেব ওপাবেই পার্ক ও তাব জলাশয়, আমাব ঘব থেকে তাব পূর্ণ দৃশ্য পাওয়া যায়, উচ্চতাব মহিমায় সে দৃশ্য মধুবতব হ'য়ে আমাব চোখে ধবা পড়ে। প্রভাতে, অপবাহ্ণে জলেব বুকে যুবকবা স্বাস্থ্য অন্বেষণ কবে বত্ন অন্বেষণেব মত, বৃদ্ধেবা হাওয়া অন্বেষণ কবেন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাব মত—বাত্রে সভ্যতাব দীপমালা সেই কালো জলেব বুকে নিজেব সত্য রূপ দেখতে চেয়ে কম্পিত ও বিকৃত রূপ দেখে চমকে ওঠে।

দিনের পর দিন আমি তাদেব বুঝতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।

নিম্নে কোলাহল মুখবা আধুনিক সভ্যতায় গর্ব্বিতা মহানগরী তাব অনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যেব দিকে এগিয়ে চলেছে, নির্জ্জন ক্ষুদ্র ঘবে একাকী আমি ততোধিক অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতেব দিকে মুগ্ধচিত্তে হাতছানি দিচ্ছি।

সবার উর্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বর ধ্রুবতারার ন্যায় স্থির।

একদিন সকালে, বেলা তখন ন'টা হবে, নিজের ঘরে বসে' চা খাচ্ছি। প্রভাতের প্রথম চা নয়, সকালের দ্বিতীয় কাপ। ঘরের ভিতরে সঙ্গী আমার নির্জ্জনতা। সম্মুখের পার্কে তখন কেরাণীবাবুদের সংখ্যা ক্ষীণতর হ'য়ে এসেছে, পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত বাবুরা ক্লান্ত হ'য়ে বেঞ্চে বসে পড়েছেন, পুকুরের ক্ষুব্ধ ফেনিল জলে তখনও দু'চার জন যুবক পারাপার করছে, কলেজ ষ্ট্রীটে ট্রাম বাস উদরপূর্ণ যাত্রী নিয়ে ঘনঘন যাতাযাত করছে, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে জনতা প্রচুর বেড়েছে, পার্কের রেলিং-এ গামছাওয়ালারা এসে বিচিত্র গামছা, আণ্ডারউইয়ার ও ফুল-তোলা রুমাল সাজিয়ে রেখেছে, একতলার পাইস্ হোটেলে পূর্ণ জোয়ার চলেছে—আমি নির্ব্বিকার চিত্তে দেখে ও শুনে যাচ্ছিলাম, আর ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক, ও মাঝে মাঝে ধূমায়িত সিগারেটে মৃদু টান দিচ্ছিলাম। এমন সময় উর্দ্দিপরা একজন লোক এসে সেলাম করে' দাঁড়াল এবং আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে আমার ধ্যান ভঙ্গ করল। আগন্তককে কোন প্রশ্ন না করে চিঠিখানা খুললাম। স্বপ্নার চিঠি—'স্বপন, দার্জ্জিলিং মেলে এসে কিছুক্ষণ আগে কলকাতায় পৌছেছি, গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে উঠেছি, রুম নম্বর ৫৩, এক্ষুণি এস, স্নান ও আহার এখানেই হবে—কুইক্—স্বপ্না।' ছোট্ট চিঠি।

"তুমি গিয়ে বল আমি এক্ষুণি আসছি।"—

আগন্তুক পুনরায় সেলাম করে চলে গেল। আমি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে, সিগারেটটায় দীর্ঘ টান দিয়ে পায়ের তলায় ফেলে পিষে' দিয়ে উঠে

পড়লাম। স্থির করলাম স্নানটা মেসেই সেরে যাব, অন্যত্র স্নানে আমার চিরদিনই কেমন একটা সঙ্কোচ আছে। স্নান শেষ করে' হোটেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম, যাবার সময় ঠাকুরকে জানিয়ে গেলাম যে আমার খাবার যেন না রাখা হয়।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলটি মহানগরীর অন্যতম অভিজাত-হোটেল, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সম্মুখে তার সুউচ্চ বাড়ীটি সকলের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, আমার মেস থেকে খুবই নিকটে। তিন তলায় তিপ্পান্ন নম্বরের ঘরটি অতি সহজেই খুঁজে বার করলাম, দ্বারের দারোয়ান আমাকে একতলা থেকে সসম্মানে স্বপ্নার দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বলল—"এই রুম হুজুর", বলে সেলাম করে' নেমে গেল। ঘরের দ্বারে মূল্যবান পর্দ্দা বিলম্বিত ছিল, ভিতর থেকে দ্বার ছিল বন্ধ। আমি দ্বারে মৃদু আঘাত করে' আগমন বার্ত্তা জানালাম।

"যাস্ট্-এ মিনিট প্লিজ্" ভিতরে কণ্ঠস্বর স্বপ্নার। সামান্য পরেই দুয়ার খুলে স্বপ্না পর্দ্দা সরিয়ে আনন্দে বলে উঠ্ল—"ও! তুমি! এস এস—আমি ভাবলাম ম্যানেজার বুঝি। তুমি দেরী করেছ, আমি ভীষণ রাগ করব ভাবছিলাম।"

আমরা দুজনে ঘরে প্রবেশ করলাম। নাতিক্ষুদ্র ঘর, আধুনিক আসবাবে সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত, ইজি চেয়ারটায় আমি দেহ এলিয়ে দিলাম।

"এ কী? তুমি স্নান সেরে এসেছ, বললাম না যে স্নান এইখানে এসে কোর- এখানে স্নানে কী আনন্দ! সাওয়ার বাথ—আঃ—তোমার ওখানে—?"

"অন্ধকার চৌবাচ্চা থেকে ফটো জগে করে'—আঃ—!"

স্বপ্না হেসে উঠল।—"তবে ? এখানে করলে কী দোষ হ'ত ? আমার একখানা সাড়ী পরে' স্নান করতে ; তুমি স্নান করবে বলে আমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলাম, যখন দরজায় টোকা দিলে তখন আমি কাপড় ছাড়ছি—এখানে আরামসে স্নান করতে।"

স্বপ্নার সদ্যস্নাত মূর্ত্তি আমার চোখে যেন সুন্দরতর হ'যে ধরা দিল।

"স্নানটা আমি যত্র তত্র করতে পারিনে,—যাক, আসলটা আমি সেরে আসিনি, খাব এখানেই।"

"ওটা সেরে আসলে তোমাকেই আমি খেতাম। এখন টিফিন খাই, কী বল ?"

"টিফিন, ডিনার যা ইচ্ছে। আমার পেটে দাবানল।"

"কী টিফিন খাবে ? দেশী না বিলেতি ?"

"তোমার আরও প্রশ্ন আছে নাকি ? দেশী, বিলেতি, কংগ্রেসী আফ্রিকান—যা হয়।" স্বপ্না হেসে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর দেশী টিফিন দুটো এল, প্রচুর এবং সুন্দর আহার্য্য ; হোটেলকে ধন্যবাদ দিয়ে পরিষ্কার করে' খেলাম, শেষে দু'কাপ চা খেয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানলাম।

"বেশ হোটেল, টিফিন দেখে আসল খাবার সম্বন্ধে বেশ উৎসুক থাকলাম।"

"তুমি বড় পেটুক," —স্বপ্না হেসে বলে।

"ভয় নেই, শুধু খাওয়া বিষয়ে"—আমি নির্ভয় দিই, "এবার আসল কথা হ'ক ; তুমি ত এলে !"

"হ্যাঁ, কেন সন্দেহ আছে নাকি ?"

"বিন্দুমাত্র নয়। বি. টি. ক্লাসে ভর্ত্তির কিছু ঠিক করে এসেছ? শুনেছি বড় কড়াক্কড়ি সেখানে।"

"কিছু ঠিক করিনি, এখানে ঠিক করব, তুমি সাহায্য করবে একটু, জানাশোনা আছে কারো সঙ্গে?"

"উঁ—হুঃ, আমি সে বিষয়ে তোমাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারব না, ওদিকে আমি একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল, আমার নিজের কলেজে হ'লেও পারতাম না, জানাশোনার অভাবে বিপন ল' কলেজে আমার প্রক্সির ব্যবস্থা হয় না—বোঝ না?"

"খুব বুঝি। তোমার দ্বারা কিছু হবে না।"—স্বপ্না নির্লিপ্ত চিত্তে মত প্রকাশ করে।

"সকলেই ত তাই বলে। আমিও হাল ছেড়ে দিয়েছি।"

"বেশ, ওটা আমি নিজেই করে নেব। তুমি শুধু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও। একটা কাজ শুধু করে' দাও, একটা সস্তায় ভাল বাড়ী দেখে দাও, অর্থাৎ প্রাসাদ নয়, আলো বাতাস আসে এমন।"

"ঐটারই কলকাতায় অভাব, প্রাসাদের প্রাচুর্য্য আছে বরং, কিন্তু বাড়ী কী হবে?"

"আশ্চর্য্য! বাড়ীতে থাকব, আর কী হবে!"

"কেন কলেজ হোষ্টেল কী দোষ করল?"

"মা, খোকন, ও—এরা সব কোথায় থাকবে?"

"কেন, যেখানে আছে—!"

"না। ওখানকার বাস তুলব, নমস্কার করে' এসেছি। এখানে একসঙ্গে থাকব, যা থাকে কপালে।"

"খরচ বেশ পড়বে না? কলকাতায় একটা পুরো সংসার!—"

"ভেবে দেখেছি। উপায় নেই। কয়েক মাসের ত ব্যাপার, চালিয়ে নেব দুঃখে কষ্টে। তুমি একটা বাড়ী দেখে দাও।"

বুঝতে পারলাম যে তিক্ত মনে স্বপ্না আগের কর্ম্মস্থলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, আমি বাধা দেবার শক্তি পেলাম না। কলকাতায় বাড়ী অন্বেষণ করা যে কী ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, চিন্তা করে আমি চমকে উঠলাম।

"বেশ. বাড়ী খুঁজে দেব। কাল সকালে একটা বাংলা খবরের কাগজের বাড়ী ভাড়া' বিজ্ঞাপন থেকে সব কটা লিখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে ত অত ঘুরতে পারবে না. পছন্দ করবে কে— ?"

"বিজ্ঞাপন দেখে বাড়ী ঠিক করবে? তবেই হয়েছে। আমার আজই বাড়ী চাই"-রাত্রেই সিফ্‌ট্ করব।"

ইজিচেয়ারটায় আমি উঠে বসেছিলাম টিফিন খাবার পর. স্বপ্নার কথা শুনে আবার এলিয়ে দিলাম নিজেকে। ব্যাপার দেখে স্বপ্না হেসে উঠল।

—"কী, শুয়ে পড়লে যে? তোমার ভরসায় এসেছি কলকাতায়. তবেই হয়েছে। তুমি বোঝনা স্বপন. এ হোটেলে বড় চার্জ্জ। বাবা বেঁচে থাকতে আমরা বরাবর এই হোটেলে উঠতাম. ম্যানেজার বাবাকে খুব খাতির করতেন। স্পেশাল ক্লাশে উঠ্‌তাম,- আজও তাই উঠ্‌তে হয়েছে। এখানে রোজ আমাকে পনের টাকা দিতে হবে- সুতরাং আজই আমাকে সিফ্‌ট করতে হবে—আমি একটা সুটকেস ও বিছানা নিয়ে চলে এসেছি—দেখছ না? এ হোটেলে দুদিন থাকবার অবস্থা এখন আমার নয়।"

পনের টাকা রোজ! আমার মেসে আঠার টাকা মাসে।—আমি

যেন নিজের মনেই আউড়ে গেলাম।—"উঠলে কেন এ হোটেলে? রোজ দু' তিন টাকায কলকাতায ভাল হোটেল পেতে—আমি ঠিক করে দিতাম।"

"জানি, এ হোটেলেও তিন চার টাকায রুম আছে। এ হোটেলে উঠলাম, কারণ, বাবা উঠতেন বরাবর এটায, কিসে যেন টানল। আর এ হোটেলে উঠে অন্য ক্লাশে যেতে পারিনে স্বপন—সেই পুরোনো ম্যানেজারটাই আছে এখনো।"—স্বপ্নার দৃষ্টি চলে যায নিম্নের পার্কের বুকে, কণ্ঠ হযে গেল যেন বাষ্পাচ্ছন্ন।—"হোটেলেরই ট্যাক্সি আছে, ভাড়া বেশী নয, চল এখন খানিকটা খুঁজে আসি, যদি না পাই, খেযে দেযে আবার খুঁজব। সন্ধ্যের মধ্যে একখানা খালি বাড়ী পাওযা যাবে না? কী বল তুমি?"

"ট্যাক্সির হুড্ খোলা যাবে ত? কেমন ট্যাক্সি?"

"কেন বাড়ীর সঙ্গে গাড়ীর কী সম্পর্ক? খোলা মটরে আমাকে পাশে বসিযে হাওযা খাবার সখ হযেছে নাকি? সেটা বিকেলে করা যাবে, এখন লোকে পাগল বলবে।"

"তার জন্য নয। উপর দিকে তাকিযে 'বাড়ী ভাড়া দেওযা হইবেক' কিংবা 'হাউস্ টু লেট্' সাইন বোর্ডগুলো দেখতে হবে কিনা।"- দুজনেই হেসে উঠি।

স্বপ্নার বেশ পরিবর্তন শেষ হবার পর আমরা ট্যাক্সি করে' যাত্রা করি। বেলা একটা পর্য্যন্ত টালিগঞ্জ থেকে টালা পর্য্যন্ত খালি বাড়ীর অন্বেষণে হু হু করে ছুটে বেড়াই। বিভিন্ন প্রকারে বাড়ী তদারক করলাম, কোনটা কলেজ থেকে দূরত্বের জন্য কোনটা অপ্রচুর আলো বাতাসের জন্য পছন্দ হযনি। আমি ক্রমাগত সাইন বোর্ড দেখে ঢুকে পড়ি, স্বপ্না ক্রমাগত

কোন অজুহাতে নাকচ করে,—ক্লান্ত হ'যে হোটেলে ফিরে এলাম। খাওযার পর পুনরায যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি—স্বপ্না বললে :

"দেখ, আমাদের একটা মস্ত ভুল হযেছিল সকালে।"

"কি ভুল ?"

"আমাদের ক্লাশ হবে স্কটীশে, সুতরাং বাড়ী আমাদের ওর কাছাকাছিই পেতে হবে—বেকার আমরা টালিগঞ্জ আর ভবানীপুর ঘুরেছি—ঝোঁকের মাথায় পছন্দ করে ফেললে, একেলাই বাড়ী বদল করতে হ'ত।"

সকালে আমি যেন নেশার ঝোঁকে বাড়ী খুঁজেছি। এ কথাটা আমরা বিন্দুমাত্র চিন্তা করে দেখিনি, অথচ এটাই আসল কথা। যা হোক, এবার একটা গণ্ডীবুদ্ধ স্থানে যুদ্ধ করতে হবে ভেবে আরাম পেলাম, পরমুহূর্তেই ভাবলাম গণ্ডীবদ্ধ স্থানে যুদ্ধের শোচনীয পরিণাম, বিবাট মহানগরীতে স্বপ্নাব মনোমত বাড়ী পাওযা ববং সম্ভব কিন্তু সীমাবদ্ধ স্থানে তার অতগুলো 'অপিচ' বাঁচিয়ে বাড়ী পাওযা বিষযে আমি শঙ্কিত হ'যে উঠলাম।

"এতক্ষণ পব তোমার এই মহামল্য আবিষ্কাবের জন্য আপ্রাণ ধন্যবাদ - তুমি ত সঙ্গেই ছিলে তখন মনে করতে পাবনি ?"

"মনে পড়েনি। তুমি যা খিচ্ মিচ্ করছিলে, সব আমার গুলিযে যাচ্ছিল। এবাব ঠিক চারটের সময বেব হব, আর হুড্ খুলে যাব এবার, তাহ'লে তোমাব মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে আব সখটাও মিটবে।"—স্বপ্না মৃদু হেসে বলে।

"মাপ্ কবো। আমি তা'লে সঙ্গে যাব না। কলকাতায আমার অনেক চেনা লোক আছে।"

"কেন আমি তোমাব পাশে বসে গেলে চেনা লোক কী ঘৃণা কববে ? ববং হিংসে করবে,"—মৃদু হেসে সে বলে।

"কলকাতায় সেটাও বিশেষ নিরাপদ নয়। যাক, চল এখুনি বের হই, নয়ত বাড়ী পাওয়া যাবে না। শ্যামবাজারে শ্যামের মতই বাড়ী পাওয়াটা অতীব দুর্লভ।"

আমরা তখনই পুনরায় যাত্রা করলাম।

সুখের বিষয় বেলা চারটার মধ্যেই একখানা বাড়ী পাওয়া গেল; বাড়ীখানা গ্রে ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় যে বাড়ীটি স্বপ্নার পছন্দ হয়েছিল।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই আমরা গৃহপ্রবেশ করলাম।

বাড়ীটি দ্বিতল, নীচের এবং উপরের তলায় সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা আছে, গৃহস্বামী ইচ্ছা করলে দুটি তলা পৃথকভাবে দুজনকে ভাড়া দিতে পারেন। আমরা যখন বাড়ীটি নিলাম তখন কোন তলাতেই ভাড়াটে ছিল না। স্বপ্নার কাছে বাড়ীটি খুব মনোমত হওয়ায় সে সম্পূর্ণ বাড়ীটিই পঁয়ষট্টি টাকায় ভাড়া নিল। আমি মৃদু আপত্তি করায় স্বপ্না বলেছিল—"এখন সম্পূর্ণটাই নিই পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে; নিজে দেখে ভাড়াটে বসাব, যে সে লোককে আমি সঙ্গ দিতে রাজি নই।"

বাড়ীটির ঈষৎ পরিচয় আবশ্যক। সেটি খুব পুরাতন নয় তবে পুরাতন পদ্ধতিতে প্রস্তুত। গৃহস্বামীর সতর্ক ও সস্নেহ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তার পুরাতন দেহে কোন ক্ষত না দেখে; বাড়ীটির সম্মুখে কিঞ্চিৎ নাতি প্রশস্ত প্রাঙ্গন; তার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র মন্দির তাতে গৃহস্বামীর গৃহ-দেবতা প্রতিষ্ঠিত; প্রাঙ্গনের পরেই ফুটপাথের বুকে দোকান শ্রেণী তারপর ফুটপাথ এবং তারপরই রাজপথ; ফুটপাথের বুকে দোকান শ্রেণীর

দুটি ক্ষুদ্র দোকানঘর গৃহস্বামীর, একটিতে স্থাপিত "আটা ভাণ্ডার" দ্বিতীয়টিতে স্থাপিত "হেয়ারকাটিং সেলুন।" দুটির মাঝ দিয়ে প্রাঙ্গনে আসার পথ এবং প্রাঙ্গন থেকে ভাড়া বাড়ী। তার পশ্চাতে মালিকের নিজের বাড়ী কিংবা মন্দিরের দিকে যাবার নির্দ্দেশ। অর্থাৎ প্রাঙ্গনটি সকলের মিলন ক্ষেত্র। মন্দিরের সোনার গৌরাঙ্গের বেতনভুক পুরোহিত আছেন, তিনি মন্দির সংলগ্ন ঘরে থাকেন, রাত্রে শয়ন করেন। সন্ধ্যায় সেখানে আরতির পর কীর্ত্তন হয়।

দ্বারে দ্বারবান সর্ব্বদা আটা ভাণ্ডার ও সেলুনের মধ্যস্থলে বসে থাকে, রাত বারটার পর চাবি নিয়ে নিজের ঘরে শয়ন করে।

গৃহস্বামীর তত্রস্থ ভুসম্পত্তি ও দেবসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আটা ভাণ্ডারের মালিকের উপর। অতএব তাঁর পরিচয় একান্ত আবশ্যক।

তিনি গৃহস্বামীর ভাগিনেয় আটা ভাণ্ডারের মালিক, ভাড় আদায়, বাড়ী ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির কর্ত্তা, দেবতার সেবার সম্পূর্ণরূপে সেবাদাস, অর্থাৎ সেখানকার সর্ব্বময়। বেঁটে, মোটা, তাম্রবর্ণ, সর্ব্বদা হাস্যমুখ ভদ্রলোক, ভোর থেকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তিনি নিজের ছোট্ট দোকানে বসে থাকেন, এবং যতক্ষণ দোকানে থাকেন ততক্ষণ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে আটা পদ্মরেণুর মত চিত্রিত থাকে। দোকানে তিনি এবং তাঁর ভৃত্য ক্রেতাকে আটা দিয়ে অবসর পান না। ও অঞ্চলে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁর আটার সুখ্যাতি ছিল। যখনই সম্মুখে যান দেখবেন তিনি সর্ব্বাঙ্গে আটা মেখে ছোট্ট একখানা ধুতি মাত্র পরে' ঠোঙ্গায় আটা ভরছেন, পশ্চাতে অনতিদূরে বৈদ্যুতিক ছোট্ট কলে আটা প্রস্তুত হচ্ছে, তার কাছে বালক ভৃত্য দাঁড়িয়ে তদারক করছে, সম্মুখে

ঠোঙ্গায় সারি সারি আটা সজ্জিত। লোকে বলে যে, ভদ্রলোক ভাল শস্য এনে নিজের ও দশের সম্মুখে পিষে বিক্রয় করেন বলে'ই তাঁর আটা এত ভাল, এত সুনাম।

আমরা যে বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিলাম তার পশ্চাতেই সংলগ্ন বাড়ীটিতে তিনি এবং তাঁর বিধবা মা থাকতেন, এবং সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন; তিনি তখনও অবিবাহিত, বয়স প্রায় বত্রিশ কি তেত্রিশ হয়েছিল। পুরোহিত তাঁদের বাড়ীতেই খেতেন।

গৃহস্বামী কলকাতার অবস্থাপন্ন লোক, পূর্ব্বে সেই বাড়ীতেই থাকতেন এখন কলকাতার উপকণ্ঠে কোন বাগানবাড়ীতে থাকেন, নিঃসন্তান, বিপত্নীক।

গৃহস্বামীর পিতার পূর্ব্ববঙ্গে জমিদারি ছিল, নিজে মালিক হবার পর অপচয় করে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা বিক্রয় করে' কলকাতায় সম্পত্তি ক্রয় করেন। জমিদারি বিক্রয়ের সময় সেখান থেকে একটী সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা এনে সদ্য কেনা বাগানবাড়ীতে তোলেন; সেই থেকে মেয়েটি সেখানেই আছে, সে আজ কুড়ি বৎসরের পুরাতন কাহিনী। প্রথমে ভদ্রলোক স্ত্রী নিয়ে বাড়ীতেই থাকতেন, রাত্রিবাস করতেন বাগান বাড়ীতে—দশবৎসর পূর্ব্বে স্ত্রী আত্মহত্যা করবার পর তিনি মন্দির নির্ম্মাণ করে' তাতে গৌরাঙ্গ স্থাপিত করেন, নিজে সম্পূর্ণরূপে বাগান-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হন। এ বাড়ীতে থেকে যায় দিদি ও তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রটি লেখাপড়া বেশী না শিখতে পারায় আটা ভাণ্ডারের মালিক হন এবং কন্যাটি তখন বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে ও হোষ্টেলেই থাকে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় একখানা বড় মটরে গৃহস্বামী আসতেন, দেবতার

আরতি দেখতেন, তারপর কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। কীর্ত্তনে অনেকে এসে জুটতেন, কীর্ত্তনের পর গৃহস্বামী বাগানবাড়ীতে চলে যেতেন, ভাগ্নে দোকানে যেতেন, পুরোহিত ও আর সকলে দাবায় বসতেন।

এই দৈনন্দিন কার্য্য তালিকা।

আমরা যখন গৃহপ্রবেশ করলাম তখন ভাগ্নেটিই আমাদের সব সুবিধা ও ব্যবস্থা করে দিলেন। ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিয়ে দেওয়া, বাল্ব কিনে এনে, সম্মুখের দোকান থেকে বৈদ্যুতিক কার্য্যের মিস্ত্রি ডেকে এনে ঘরে ঘরে আলো ঠিক করে দেওয়া, - প্রভৃতি খুঁটিনাটি মেয়েলি ধরণের কার্য্যে তাঁর অকৃত্রিম সাহায্য আজও আমার মনে আছে।

আরতির পূর্ব্বেই আমরা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হলাম।

আরতির পর ঘণ্টাখানেক কীর্ত্তন হল, তারপর আবার স্তব্ধতা। ইতিমধ্যে আমি ও স্বপ্না স্নান করে বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন করে' সারাদিনের ক্লান্তি দূর করবার প্রয়াসে মেঝেতে সদ্যরচিত দুটি বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়েছি—তখন কীর্ত্তন থামল।

"প্রদীপ, এটা আবার কী? এই কীর্ত্তন রোজ হয় নাকি? না আজ কোন যোগাযোগ আছে?"- স্বপ্না প্রথম কথা বলে। কীর্ত্তনের ঝাঁঝে এতক্ষণ আমরা নীরবে কাজ করে গেছি, কীর্ত্তনের এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দকে ছাড়িয়ে প্রশ্নোত্তর করবার শক্তি আমাদের ছিল না।

"বলতে পারিনে। আমিও তোমার সঙ্গে এই প্রথম এ বাড়ীতে এলাম। রোজ হলোই বা মন্দ কী? ভগবানের নাম- "

"মাপ করো, এমনি রোজ হলেই আমার পড়াশুনার ইতি হবে—ঠিক পড়বার সময়েই ত হয় -সকালেও হবে ত? তা হলে অন্য বাড়ী দেখতে হবে।"

"আর উনি— ?"

"উনি এখানে বি টি পড়বেন। মাষ্টারী করা ওঁর পেশা।"

"বেশ। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পড়েন, বেশ, বেশ।"—ভদ্রলোক সরল ভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন।

"আপনি ভুল করলেন, উনি আমার স্বামী নন, আমার স্বামী ও মা দুজনেই পরশু এসে পৌঁছবেন," স্বপ্না ভদ্রলোকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে।

"ওঃ স্বামী নন, ইনি তবে আপনার কে ?"

এ প্রশ্নটা অতীব রুচি বিগর্হিত, তবে ভদ্রলোকের মুখের আবহাওয়া দেখে বুঝলাম যে এবার তিনি রীতিমত চমকে উঠেছেন। স্বপ্নার মুখ দেখলাম বিরক্তিপূর্ণ। এ প্রশ্নে আমি ছোট্ট একটি হ্যাঁ বলে দিয়ে আবহাওয়া এড়িয়ে যেতাম, কিন্তু নারী এ রকম ক্ষেত্রে পারে না।

"উনি আমার—আমার—ধরুন—বন্ধু, হ্যাঁ বন্ধু !"—স্বপ্না অনেকবার আমার ও ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল। এ রকম অবস্থায় উত্তর না দেওয়া খারাপ, কিন্তু স্বপ্নার মত দ্বিধাক্ষত উত্তর আরো খারাপ।

"বেশ, বেশ !"—ভদ্রলোক বলেন বটে কিন্তু মুখের আবহাওয়া তাঁর একটুও পরিবর্ত্তিত হয়নি।

রেঁস্তোরার ভৃত্য দু'কাপ ধূমায়িত চা আনে।

"ওরে—আর এক কাপ চা এঁর জন্য নিয়ে আয়।"

"আমার জন্য ? আমি ওসব খাইনে।"—ভদ্রলোক আমাকে মানা করেন। তাঁকে আমি একটা সিগারেট দিতে গেলে তিনি তাতেও আপত্তি জানান—"ওসব আমার কিছুই চলে না প্রদীপবাবু।"

"দেখছ না, উনি বৈষ্ণব মানুষ।"—স্বপ্নার কথায় তার ক্রোধ ও বিবক্তির পরিমাণ পাওযা যায।

আমি গুরুত্ব উপলব্ধি করে' বলি—"ভালই ত, এ সবে অপকার ছাড়া ত উপকার নেই।"

ভদ্রলোক সরল ভাবে হাসেন।

"দেখুন, আপনাদের এই কীর্ত্তন কী রোজ এবং দুবেলা হয?"—স্বপ্নাই এবার প্রশ্ন করে।

"না না, দুবেলা কেন হবে। তবে হ্যাঁ রোজ সন্ধ্যেবেলা হয, বেশীক্ষণ নয, এই ধরুন আধঘণ্টা কী বড জোর পঁযতাল্লিশ মিনিট—ভগবানের নাম।"—তিনি যুক্তকরে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বোধ হয ভাড়াটের কাছে অসুবিধার গুরুত্বটুকু লাঘব করতে চান।

"ঠিক পড়াশুনার সময—!"

"না না, সন্ধ্যে ঘোর হবার আগেই শেষ হযে যায, আপনি পড়া আরম্ভ করবার আগেই শেষ হবে যাবে—আর তাছাড়া ওটা ঘরের মধ্যে হয, আপনাকে এখানে বেশী 'ডিস্টার্ব' করতে পারবে না। আমার বোনও আমার বাড়ীতে থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করল, অবশ্য কলেজে গিযে হোষ্টেলে থাকে,—অসুবিধার জন্যে নয, তার সখ। মামা বল্লেন—'আহা সখ হযেছে থাক না—টাকা ত আমিই দেব',—সেই থেকে · আর বাড়ীতে থাকবেই বা কার কাছে, আমি সর্ব্বদা দোকানে থাকি, মা থাকেন পূজো-আচ্চা নিযে, ঠাকুরের ব্যবস্থা নিযে·· বেচারা থাকবে কাকে নিযে—তাই আমিও বললাম, থাক হোষ্টেলে—সে এই থার্ডইযারে পড়ে—দেখতে ঠিক আপনার মত এমনি সুন্দর, আমায় দেখে

তাকে ভুল আন্দাজ করবেন না।"—ভদ্রলোক এবার দম নেন, এবং মৃদু হেসে নিজের ভুঁড়িটির উপর একবার হাত চালান।

স্বপ্না ও আমি হেসে উঠি।

দরকার হলেই তিনি হাজির হবেন, দ্বিতীয়বার অভয় দিয়ে তিনি চলে যান।

"আটাবাবু কিন্তু লোক ভাল প্রদীপ, প্রথমে আমি বদ ভেবেছিলাম," —স্বপ্না বলে।

"আটাবাবু কে ?"

"ঐ ভদ্রলোক!"

সেই থেকে তাঁকে আমরা আটাবাবু বলেই জানি, এ পর্যন্ত তাঁর নাম আমি জানি না, সম্মুখে 'দ' শেহ কাজ সেরে দিতাম।

রাতের আহার কোন প্রকারে সমাপ্ত করে' আমরা শয্যা গ্রহণ করলাম, সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

তখন রাত্রি কত জানিনা, স্বপ্নার ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি উঠে বসলাম।

"প্রদীপ, শিগ্‌গির একবার আলোটা জ্বাল ত, শিগ্‌গির।

আমি উঠে আলো জ্বালিয়ে স্বপ্নার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। তার সমস্ত মুখ বরফের মত সাদা হ'য়ে গেছে, চোখ হয়ে গেছে কোটরগত, তার কোলে পড়েছে ভয়ানক কালিমা, দৃষ্টি তখন তার ভীতিবিহ্বল।

"কী স্বপ্না, কী হয়েছে ? ভয় করছে নাকি ?"

"না, ভয় না। তুমি শিগ্‌গির একবার আটাবাবুর মাকে খবর দাও, আর একজন লেডি ডাক্তার ডাক—শিগ্‌গির। আঃ—।"—স্বপ্না নিজের দেহের চাদরখানা গলা পর্য্যন্ত টেনে নিল।

"ডাক্তার। লেডি ডাক্তার। কী হয়েছে তোমার?"—ভয়ে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

"আ! দেরী কোরনা, একটুও দেরী হলে আমি মারা যাব।"—স্বপ্নার কথাগুলো যেন জড়িয়ে গেল। "শিগ্‌গির তুমি ঐ ভদ্রলোকের মাকে ডেকে দাও—যাও—ও—"

আমি ক্ষিপ্রগতিতে নীচে নেমে পুরোহিতঠাকুরের সাহায্যে আটাবাবু ও তাঁর মাকে ডেকে তুলে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে লেডি ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বের হলাম।

বাইরের পৃথিবীতে তখন প্রলয় নৃত্য চলেছে। মুষলধারে বৃষ্টি, তার সঙ্গে অবিরাম ঝড়। সে রাত্রের কলকাতার চেহারা আমার আজও মনে আছে, পথের আলোগুলাও যেন ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করছিল, ফুটপাথে দাঁড়িয়েই একখানা ধাবিত ট্যাক্সিকে ইঙ্গিতে থামালাম, বিনা বাক্যব্যয়ে তাতে চড়ে বসলাম।

কলকাতায় একজন ডাক্তার ও তাঁর দিদি এক লেডি ডাক্তারের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল, তাঁরা আমাকে যে কী স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন তা আমি বলতে পারব না। কলকাতায় থাকার সময়ে তাঁদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পারব না। ডাক্তার যুবক, বড়বাজারে তাঁর নিজস্ব ডিসপেন্সরি ছিল, আমি সেখানে প্রায়ই যেতাম, সেখানে তাঁর দিদির সঙ্গে পরিচয় হয়। ক্রমে তিনি আমাকে নিজের ছোট ভাইয়ের চেয়েও বোধহয় অধিক স্নেহ করতেন, কিন্তু এমনই

আশ্চর্য্য তাঁদের বাড়ীতে আমি কখনো যাইনি—যে জন্য সে রাত্রে আমাকে অত বিপদে পড়তে হয়। দিদি কলকাতায় খুব বিখ্যাত লেডি ডাক্তার ছিলেন, তিনি নিজের উপার্জ্জনে কলকাতায় বাড়ী ও গাড়ী দুইই করেছিলেন। সাধারণতঃ ধনী গৃহেই তাঁর বেশী ডাক পড়ত, কিন্তু প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত কড়া।

সে রাত্রের বিপদে প্রথমেই দিদির কথা মনে হল। দিদির বাড়ীতে টেলিফোন ছিল জানতাম কিন্তু নম্বর জানতাম না। ট্যাক্সি নিয়ে আমি টেলিফোনের আশায় নিকটস্থ খাবারের দোকানে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখি যে তাদের ভিয়েনে তখন মহাসমারোহে পরের দিনের খাবার প্রস্তুত হচ্ছে, উজ্জ্বল আলোর তলে সেখানে বিয়েবাড়ীর আবহাওয়া। আমি সেখানে গিয়ে আমার বিপদ জানিয়ে টেলিফোনটা ব্যবহার করবার প্রার্থনা জানালাম। জনৈক কর্ম্মচারী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার সিক্ত বেশ ও দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন—"টেলিফোন? টেলিফোন আমাদের শো-রুমে, চাবি নিয়ে গেছেন শো-রুম ম্যানেজার- হবেনা এখন মশাই, কাল সকালে আসবেন- ।" আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে পুনরায় গাড়ীতে বসে ড্রাইভারকে বললাম- "শ্যামবাজার মোড় চলো— ।" সেখানে এদেরই আর একটি শাখা আছে, ভাবলাম সেখানে যদি টেলিফোন ঘর খোলা পাই। সেখানে গিয়েও একই অবস্থা হ'ল; তখন আমার মনের ও বাইরের পৃথিবীর একই প্রকার অবস্থা। সেখানে হঠাৎ মনে পড়ল যে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে পাব্‌লিক টেলিফোন আছে। আমার আদেশে গাড়ী মার্কেটের ফটকে গিয়ে উপস্থিত হল। মার্কেটের দ্বারে প্রহরী বাধা দিল, জানাল যে তখন আনাজ ও তরকারীর লরি যাতায়াত করছে সুতরাং প্রবেশ নিষেধ। করপোরেশনের প্রহরীকে আমার বিপদ জানালাম কিন্তু

তাদের দয়ার উদ্রেক হ'ল না; তাদের ব্যবহারে মুহূর্ত্তের জন্য নব্য রক্তপ্রবাহ উত্তেজিত হয়ে উঠল কিন্তু বিপদের চাপে তাকে শান্ত করতে বাধ্য হলাম, প্রহরীদ্বয়কে একটি টাকা দিতেই লৌহ ফটক খুলে দিল, আমি দৌড়ে গিয়ে টেলিফোনের ঘরে ঢুকে দেখি যে সেখানে 'গাইড বই' নাই, হতাশ হ'য়ে আবার ফিরে এলাম, ধন্যবাদ দিলাম করপোরেশনকে।

বৃষ্টির তখনও বিন্দুমাত্র বিরাম নাই।

"আপ্ তবসে টেলিফোন ঢুঁড়তে ক্যা বাবু?"– পাঞ্জাবী ড্রাইভার এবার আমাকে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ ভাই! বাসামে বহুৎ বিমার,"—আমি উৎসুক হ'য়ে তাকে বলি।

"রাম রাম। আপ হামকো শ্যামবাজারকে মোড় পর কাহে নেহি বোলা, এতনা তক্‌লিব নেহি হোতা চলিয়ে!" এবার সে নিজেই গাড়ী চালাল এবং চিত্তরঞ্জন এভিন্যু ও হ্যারিসন রোডের সঙ্গমস্থলে শ্রীভারতলক্ষ্মী সিনেমা হাউসের পাশে একটা পেট্রোল পাম্পের কাছে গাড়ী থামিয়ে একজন লোককে ডেকে তুলল। লোকটি মুখ চোখ মুছতে মুছতে এসে ছাতা মাথায় বিনা বাক্যব্যয়ে পাইপের মুখটী মটরের ট্যাঙ্কে লাগিয়ে বলল 'ক গ্যালন—?'

"এক"—ড্রাইভার উত্তর দিল। তারপর তার সাহায্যে মাত্র চার আনা পয়সা দিয়ে আমি টেলিফোন পেলাম। টেলিফোনে প্রথমে ডাক্তারকে পেলাম, বিস্ময়ের মাত্রা কাটাবার পর টেলিফোনে দিদিকে চাইলাম, ডাক্তার উত্তর দিল যে দিদির খুব জ্বর।

"হোক জ্বর তবুও তাঁকে একবার ডেকে দিন। আমার ভীষণ দরকার।"

"কী দরকার বলনা। আমি বলছি তাঁকে।"

"আমার এক দিদির মরণাপন্ন অবস্থা। দেরী হলেই মারা যাবে।"

"তোমার দিদি। তুমি ত মেসে থাক। কোত্থেকে বলছ ?"

"বলছি রাস্তার এক পেট্রোলের দোকান থেকে, কাল সব বলব, এখন শিগ্‌গির দিদিকে ডেকে দিন দাদা— ।"

যা হোক, দিদিকে নিয়ে বাড়ী এলাম। পৌঁছে দেখি স্বপ্না অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, ঘরে রক্তের স্রোত, পাশে বসে আটাবাবুর মা হাতে গরমজলের বোতল ধরে আছেন, পায়ে ধরে আছেন আটাবাবু স্বয়ং, অদূরে পুরোহিত মশায় ষ্টোভে জল চড়িয়ে প্রাণপণে পাম্প করছেন।

দিদি ওষুধ দিলেন, ইন্‌জেকসন দিলেন ভোর পর্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচর্য্যা ক'র' স্বপ্নার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

"আর একটু দেরী হ'লে প্রাণ বাঁচাতে পারতাম না। এ কেস্ অফ্ অ্যাবরসন্- চল এবার যাই। ওবেলা এসে দেখে যাব, আর কোন ভয় নেই। তুমি বেলা ন'টা দশটার সময় গিয়ে ওষুধ নিয়ে এস—আমি ডিস্‌পেনসরিতে থাকব।"

দিদি চলে গেলেন। বাহিরের পৃথিবী তখনও মত্ত।

দিদির আদেশ মত আমি ডিস্‌পেনসরিতে গেলাম, দিদি তখনও আসেননি, ডাক্তার যথারীতি বসেছিলেন। তাঁকে গতরাত্রের ইতিহাস সব বললাম। তিনি বললেন :

"তুমি ফোন করবার আগে, ঠিক দশমিনিট আগে রায়বাহাদুর ধুধুরিয়ার বাড়ী থেকে টেলিফোন আসে তাঁর মেয়ের প্রসব-সঙ্কট,

স'শো টাকা ফি দিতে চায়, দিদি কী উত্তর দিলেন জান? বললেন যে, 'আমার জ্বর, হাজার টাকা দিলেও এই দুর্যোগে যেতে পারব না, কাল সকালে যাব'—বোধ হয় এখন সেখানেই গেছেন। অথচ দশমিনিট পরে তোমায় ফোনে 'হ্যাঁ যাব' বলতে শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম।"

"অবাক হতেন না দাদা যদি শুনতেন যে তিনি আমার দিদি,"—ডাক্তারবাবুর কথায় আমি সকৃতজ্ঞ উত্তর দিলাম।

কিছুক্ষণ পরই দিদি এলেন, স্বপ্নার কুশল জিজ্ঞাসা করে' ওষুধের ব্যবস্থা করে দিলেন। সঙ্কুচিতভাবে দু'খানা দশটাকার নোট তাঁর সম্মুখে রাখলাম।

তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে নোট দুটির দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে বললেন—"এটা কী?"

"ও কিছু নয় দিদি। আপনার ফিস্ দিচ্ছিনা, ওটা ভাইএর প্রণামী," - ভয় ভয়ে উত্তর দিলাম।

"বেশ। টাকা দিয়ে দিদিকে প্রণাম! আমার যোগ্য ভাইই বটে! ওগুলো তোলো পকেটে- মার খাবার ইচ্ছে হয়েছে বুড়ো বয়েসে—?"

"ফিস নয় দিদি—"

"প্রণামী? কিন্তু টাকার প্রণাম তোমার দিদি নেয় না প্রদীপ।"—দিদি আমাকে বাধা দিয়ে বলেন। নোট দুখানা পকেটে রেখে আমি দিদিকে প্রণাম করলাম, তিনি আমার মস্তক চুম্বন করে আশীর্বাদ করলেন—"আমার ভাইএর জন্য যেন দিদির মুখ উজ্জ্বল হয়—।"

যথাসময়ে স্বপ্নার মা, ছেলে ও রমেশ এসে গেলেন, স্বপ্নার সংসার পূর্ণ

হ'য়ে সাময়িক ভাবে স্থাপিত হল। আমি আমার জীর্ণ মেসে ফিরে এলাম, যদিও প্রতি সন্ধ্যায় স্বপ্নার বাড়ীতে চা পান ও তার খোঁজ খবর নেওয়া আমার দৈনন্দিন কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হল।

স্বপ্না বি টি ক্লাশে ভর্ত্তি হল, সময় যথারীতি তার চাকা ঘুরিয়ে গেল ঘূর্ণ্যমতী পৃথিবীতে।

স্বপ্না যে কয়মাস কলকাতায় ছিল তার কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে যে ইতিহাস আমার কাহিনীকে সাহায্য করেছিল, সুতরাং তার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। একই সূত্রে গ্রথিত করলে হয়ত সেটা একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মালায় পরিণত নাও হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে দু-একটি শুষ্ক ফুলের প্রতিচ্ছবি যা সময়ের বুকে ধরতে পারি, দেবার চেষ্টা করব। মানুষের জীবনেতিহাস ঠাসা বুনন পায় না, পেলে সেটা মূল্যবানও হয় না, মাঝে মাঝে বিচিত্র বর্ণচ্ছটাই তার বৈশিষ্ট্য। স্বপ্না আমার জীবনে ধূম-কেতুর মত উদয় হ'য়ে পুনরায় শত শতাব্দীর পর আগত ধূমকেতুর মতই অন্তর্হিত হয়েছে, আমি আজও তার পরিত্যক্ত উজ্জ্বল পথটির দিকে তাকিয়ে অনুমান করবার চেষ্টা করি যে আমি পুড়ে মরেছি না নবজীবন পেয়েছি তবে এটুকু নিশ্চিত জানি যে তার ঔজ্জ্বল্য এখনও আমার চোখে ধরা আছে।

বিকালে ল' ক্লাশটি কোনপ্রকারে শেষ করে' কলেজ থেকেই স্বপ্নার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হতাম, খুবই কম দিন এ ব্যবস্থা থেকে স্থানচ্যুত হয়েছি। প্রতিদিনই গিয়ে দেখেছি স্বপ্না তার দ্বিতলের সম্মুখের বারান্দাটায় বসে পথের জনতার দিকে তাকিয়ে কী যেন ধরবার চেষ্টায় আছে, আমি গিয়ে যথারীতি আসনগ্রহণ করতাম, যথারীতি চা ও নিত্য নূতন খাবারের সদ্ব্যবহার করতাম। বরেণ কোনদিনই উপস্থিত

থাকত না, সে সময়ে সে কোনদিন সিনেমায় কোনদিন থিয়েটারে কিংবা বেড়াতে যেত, যেদিন উপস্থিত থাকত সেদিন নির্ব্বিবাদে আমাদের সঙ্গ নিত।

বারান্দাটিকে স্বপ্না সুসজ্জিত করেছিল রুচি-মার্জ্জিত ভাবে, যতটা বিদেশে ও স্বল্পব্যয়ে সম্ভব হয়েছিল। রেলিং-এর পাশে পাশে ফুলের টব, বারান্দার ছাদ থেকে বিলম্বিত কয়েকটি বিলাতি ফুলের টব, মেঝের উপর তার পুরণো একটা কার্পেট, দরজায় ও বাতায়নে সুষ্টু কয়েকটি পর্দ্দা, কার্পেটের উপর তার ড্রয়িংরুম সেটটি—চেষ্টা করে' সেটাকেই ড্রয়িংরুমে পরিণত করা হয়েছিল; তার সংলগ্ন ঘরটায় স্বপ্না থাকত ও পড়ত, তার পাশের ঘরটিতে বরেণের শয্যা, দুটি ঘরকে সংযুক্ত করেছে একটি দ্বার; বরেণের পাশের ঘরটিতে স্বপ্নার মা শিশুকে নিয়ে থাকতেন।

বারান্দায় আমাদের আসর বসত। বিচিত্র, বিভিন্ন, পৃথিবী-ব্যাপী গল্পে ধীরে ধীরে মহানগরীর বুকে নেমে আসত রাত্রি, নগরী আরো চঞ্চলা ও আরো সুসজ্জিতা হ'ত, আমরা বারান্দার স্তিমিত সবুজ আলোটি জ্বালিয়ে দিয়ে সেখানকার আবহাওয়া স্বপ্নাচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করতাম। কোনদিন আমরাও যেতাম পিক্‌চার্সে, কোনদিন বেড়াতে—কোনদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ট্রামে ট্রামে নগরীর বুকে প্রদক্ষিণ দিতাম, ট্রামের ডিপো পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসতাম, কিংবা দোতলা বাসের মাথায় বসে পায়ের নীচে অলঙ্কৃতা নগরীকে উপেক্ষা করে সে রুটের শেষ সীমা থেকে পুনরায় ফিরে আসতাম—অর্থাৎ যেদিন মন যা প্রার্থনা করত তাকে সেই আনন্দই দিতাম। রাত্রি এগারটায় আমি মেসে ফিরতাম, সুযোগ বা অসুবিধা অনুযায়ী কোন কোন রাত্রিবাস সেখানেই করতাম, বিশেষতঃ প্রতি শনিবার রাত্রিটি।

ইহাই সত্য

বাড়ীর নীচের তলাটিতে একজন ভাড়াটে বসিযেছিলাম। ভদ্রলোক যুবক, বযেস প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, ক্লান্ত ছিপছিপে চেহারা, স্থানীয চিত্রগৃহে বুকিং ক্লার্ক। তাকে পনের টাকায নীচেব তলাটি আমরাই ভাড়া দিযেছিলাম। অবনীবাবু (হ্যাঁ সেই ভদ্রলোকের নাম) তাঁব স্ত্রী ও বিধবা মাকে নিযে সুন্দর ছোট একটি সংসাব পেতেছিলেন। অবনীবাবু ও তাঁব পরিবারের সুন্দব অমাযিক মিষ্ট ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ কবেছিল, স্বপ্নার সংসারে তাদেব অবাধ যাতাযাত ছিল।

স্বপ্না ভাল প্রতিবেশী পেযে খুসী হ'ল, তারাও সুলভে ভাল বাড়ী ও ভাল প্রতিবেশী পেযে মুগ্ধ হ'যেছিল।

সেদিন যথারীতি স্বপ্নার বাড়ী পৌছতে আমার কিঞ্চিৎ দেরী হযেছিল, তখন সন্ধ্যা রীতিমত ঘন হযে এসেছে সহবের বুকে; আমি স্বপ্নার বাড়ী পৌছে দেখি বারাণ্ডায সবুজ আলোটির পরিবর্ত্তে আর একটি উজ্জল আলো জ্বলছে, স্বপ্না বসে চা তৈরী করছে, সম্মুখে খাবারের পাত্র, অদূরে অপরিচিত একজন সুপুরুষ যুবক বসেছিল। আমি ঈষৎ ইতস্ততঃ করে' প্রবেশ করতেই স্বপ্না অভ্যর্থনা করল; কৃত্রিম অভ্যর্থনা, যেটা সে কোনদিন করেনা বা করবার প্রযোজনও হয় না; আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম।

"এস প্রদীপ, সুস্বাগতম্! তোমার অপেক্ষায় বসে আছি···ওঃ, এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি—ইনি সিতাংশু সেন, এম. এ., বি. এল. হ'য়ে সম্প্রতি হাইকোর্টে যাতাযাত করছেন, ঢাকায আমাদের কিঞ্চিত পরিচয় ছিল—।" এক কাপ চা ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিযে, এক প্লেট খাবার তাঁর সম্মুখের টেবিলে রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকিযে পরিচয়-দান রীতিটা শেষ করল—"আর এর নাম প্রদীপ চক্রবর্ত্তী, আমার হিতার্থী

এবং আমার · আমার লাভার·· ।" তার ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি যেন আমার সারা শরীর জ্বালিয়ে দিল, নবাগতকে আমি নমস্কার করে ভদ্রতা রাখলাম, তিনি প্রতিনমস্কার করলেন।

"ওঃ তাই নাকি ? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলুন তাহ'লে ; আপনার স্বামী এখানে থাকলে আপনার পরিচয় দানে তিনি বেশী খুসী হতেন না মিসেস দে," - সিতাংশু চায়ে প্রথম চুমুক দিয়ে বলেন।

"খুব খুসী না হ'লেও আমার প্রেমিকের সংখ্যা দে'খে আমায় বোধহয় একটু অবসর দিতেন, এটা আমার কম বিলিফ্ নয় মিষ্টার সেন," —স্বপ্না আমার হাতে আর এক কাপ চা তুলে দিয়ে বলল— "নাও, আর খাবার নাও, তোমার চক্রধর চাকর আজ তোমার প্রিয় জিনিস ফাউল কাটলেট করেছে।" আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চা ও খাবার গ্রহণ করলাম।

"প্রদীপ বাবু, আপনার লেখা পড়েছি আমি, বেশ হাত, পরিচিত হ'য়ে খুসী হলাম,"—সিতাংশু পরিচয় ঘন করবার চেষ্টা করেন।

"ধন্যবাদ, আমিও আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে ধন্য হলাম,"—আমি অসারভাবে উত্তর দিই।

স্বপ্না তখন তৃতীয় কাপ চা করে নিজে নিল। তার দিকে তাকিয়ে তার বেশভূষার পারিপাট্য লক্ষ্য করলাম, গাঢ় রক্তবর্ণের সাড়ী ও ব্লাউজ তার দেহে যেন আগুন লাগিয়েছিল, দেহের নগ্ন অংশগুলো হিমাচলের তুহিন শীর্ষের আকর্ষণ জানাচ্ছে, স্বপ্না তার দীর্ঘ কেশকে পুষ্ট একটি বেণী করে' পিঠের উপর বিলম্বিত করে' দিয়েছে— বেশের গাঢ় রং ও কেশের নিত্যনূতন চর্চ্চা তার একান্ত প্রিয় ছিল।

আমাদের তরল গল্প চলতে লাগল। সিতাংশু সুন্দর, সুবেশ, আভিজাত্য মার্জ্জিত, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ লক্ষ্য করলাম যে সে সুন্দর কথা বলতে

পারেন। শুনেছি বিলাতি সমাজে 'গুড্ টকার' মস্ত গুণ, আমাদের আধুনিক অভিজাত সমাজেও আজকাল ও গুণটার যথেষ্ট আদর হয়েছে। আমার ও গুণ একেবারেই ছিলনা; স্বল্পভাষী সুবোধ মুখচোরা বালক বিশেষ আসর ত পায়ই না বরং সকলে পীড়াদায়ক সহানুভূতি দেখায়। সিতাংশুই বেশী কথা বলছিলেন; শব্দের চাতুরী, বিলাতী, বাংলা বা উর্দ্দু কাব্য থেকে তুলনামূলক উপমা টেনে কথার জাল বোনা তাঁর বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নাও সে প্রকারে বাক্যালাপে সুপটু, উত্তর সে-ই দিচ্ছিল। আমি সময়ে সময়ে কিছু বলছিলাম বটে, সেটা শুধু নিজের অস্তিত্ব বাজায় রাখবার জন্য কিন্তু আমার ছন্দকাটা অসামর্থ্য বিষয়ে প্রতিবারই সচেতন হচ্ছিলাম।

"স্বপ্নাদেবী, বরাবরই আপনি গাঢ় রংএর প্রিয়, ঢাকাতেও এটা লক্ষ্য করেছি—অবশ্য আমার এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ক্ষমা করবেন— ।" সিতাংশু একটা সিগারেট আমাকে দিলেন, একটি নিজে ধরালেন।

"গাঢ় সব জিনিষই আমার প্রিয়। আমার বেশভূষা সম্পর্কে আপনার এই সচেতনতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,"—স্বপ্না বলে।

"আজকাল কিন্তু ফিকের দিকে লোকের ঝোঁক হয়েছে— সব লাইট কলারের— ।"

"তাই দেখছি। বোধহয় ফিকে ছাড়া কিচ্ছু পাচ্ছেনা বলে'—"

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে সিতাংশু বলেন—"আমি গাঢ়ই ভালবাসি, সুন্দর মানায়, সমুদ্র বলুন, আকাশ বলুন—দেহের রক্তই দেখুন না কেমন গাঢ় লাল—আপনাকে কেমন মানিয়েছে—আপনার চুল দেখছি এখনও তেমনি ঘন ও বড় আছে; ঢাকায় আপনার চুল আমাদের কলেজে গল্পের জিনিষ ছিল—এখন আপনার বেণীটা..."

এখানে স্বপ্না সিতাংশুকে বাধা দিল, "আর যাই করুন সাপের সঙ্গে

তুলনা করবেন না—ওটা পুরাণো হয়ে গেছে, তাছাড়া আমি ভয় পাই—।"

"না, আমি বিল্বমঙ্গল নই. কীট্‌শের একটা লাইন মনে পড়ে গেল; যাক্. প্রদীপবাবু আপনিই একটা বলুন না, আপনি ত লেখক মানুষ।"

"আমি? আমি ·"—বোকার মত একটু হেসে থেমে যাই।

"ও দেবে উপমা? তবেই হয়েছে। মেয়েমানুষের ওপর ওর ভীষণ রাগ, ওর বই পড়ে বোঝেননি?" স্বপ্না আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়।

"রাগ? কেন বিয়ে করেছেন নাকি?"—সিতাংশু প্রশ্ন করেন।

আরও কিছুক্ষণ গল্প চলল, হঠাৎ স্বপ্না বলে উঠল "মিষ্টার সেন. কিছু মনে করবেন না. আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে একটা এনগেজ্‌মেণ্ট আছে—প্রদীপ, তুমি আসতে বড় দেরী করে দিলে, মাসীমা কী মনে করবেন বলত? ফিরতেও রাত হয়ে যাবে, কাল আমার কোচিং ক্লাশ আছে আবার।"

"বেশ ত, কাল আসা যাবে, হ্যাঁ, কাল যাবেন মেট্রোয় ম্যাটিনিতে? অনুমতি দেন ত আসি · আপনি, প্রদীপবাবু— ?"—সিতাংশু উঠে দাঁড়াল।

"আপনি না হয় হাইকোর্ট ছেড়ে এলেন কিন্তু আমার ক্লাশ আছে—আর তা ছাড়া কলেজ টাইমে যার তার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, এ এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার! রাবিশ্!"—স্বপ্না যথাসম্ভব দুঃখিত স্বরে বলবার চেষ্টা করে।

"তা জানি। আজ আমি আপনার নামে কলেজে এক স্লিপ পাঠিয়ে বেকুব। দ্বারয়ানটা এসে বলল যে একমাত্র স্বামী বা বাবা ছাড়া কারো সঙ্গে কলেজ আওয়ারে দেখা করতে দেবার নিয়ম নেই—আশ্চর্য্য!"

"আপনি শ্লিপ পাঠিয়েছিলেন! আমি ত জানি না।"—স্বপ্না এবার আশ্চর্য্য হয়।

"আপনি জানলে ত এ অভিজ্ঞতাই হ'ত না। কাল ভাবছি নাম লিখে নীচে 'হাস্‌ব্যাণ্ড্‌' কথাটা লিখে দেব।"

"সে কী—তা কী করে লিখবেন!"—স্বপ্না বলল।

"দোষ কী? লিখলেই ত আর সত্যিই স্বামী হয়ে যাচ্ছিনে, দেখা ত পাব,"—সিতাংশু নির্ব্বিকার চিত্তে উপায় বলে দেয়।

"না না, ওটা আর করবেন না, রোজ হাইকোর্ট কামাই করে' শ্লিপ দিলে বরেণ বেচারা হয়ত সত্যি কোন দরকারী কাজে শ্লিপ পাঠিয়ে ফেরৎ আসবে—তার চেয়ে আপনি আমার বাড়ীতেই দেখা করবেন।"

"ধন্যবাদ! নমস্কার, নমস্কার।" সিতাংশু চলে গেলেন।

আমি জড় ও স্থবিরের ন্যায় তখনও বসে সমগ্র আবহাওয়াটার অর্থ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলাম, স্বপ্না সিতাংশুকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসে আমার অবস্থা দেখে হেসে উঠল।

"কী, লাভার বলে পরিচয় দেওয়ায় রাগ হয়েছে নাকি বাবুর? সত্যিই রাগ কোরনা স্বপন, ও ছাড়া আমার উপায় ছিল না,"—স্বপ্না আমার চেয়ারের হাতলটার ওপর বসে আমার বাম হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল; তার স্পর্শে তখন আমি বিশেষ অনুভূতি পেলাম না, কারণ আমার মনে তখন পরস্পর-বিরোধী অনুভূতির সংঘর্ষে বাহিরের স্পর্শানুভূতিকে অচেতন করে দিয়েছিল।

"উপায় ছিল না মানে?"—আমি বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করি।

"মানে এই যে, সিতাংশুকে জানিয়ে দেওয়া শুভ যে আমার একজন প্রেমিক আছে নয়ত ও প্রেম নিবেদনে আমাকে অতিষ্ঠ করে মারবে—

এখন আর ভাল লাগে না প্রদীপ।" শেষের দিকে স্বপ্নার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হ'য়ে আসে।

"তুমি ওটাকে জোটালে কি করে?"

"জোটাইনি, আপনি জুটেছে—কাল কলেজ যাবার সময় ট্রামে হঠাৎ দেখা, কলেজের সামনে গল্প করতে করতে আমার সঙ্গে নামল-- সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে' বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে চলে গেল—শুনলে না আজ স্লিপ পাঠিয়েছিল? ধড় ছেলে।"

"ভুল ঠিকানা দিতে পারনি?"

"পরে আমিও সেটা ভেবেছি - চট্ করে মিথ্যেটা বের হল না। এখন প্রায়ই বিরক্ত করবে। ঢাকার বাড়ীতে আসত প্রায়ই, ওর বাপের সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুত্ব ছিল, তখন ওর বাবা ঢাকার কালেক্টর। এখন রিটায়ার করে কলকাতায় বাস করছেন, বড় ভাই ওর এখানেই নাকি ভাল চাকরী করে। ঢাকায় থাকতেও আমার কাছে কয়েকবার প্রেম নিবেদন করেছিল —অভ্যেসটা এখনও যায় নি দেখছি, আমার ওপর একটা ফ্যান্সি আছে—"

"বেচারাকে নাচিয়ে লাভ কী? না কিংবা হাঁ একটা বলে দিলেই পার,"—আমি বিরক্ত হ'য়ে মত প্রকাশ করি।

"পাগল! নাচুক, অমন লোককে নাচাতে আমার বেশ লাগে। আমার খোকাকে দেখেও বেকুবের জ্ঞান হল না! আর ও শ্রেণীর লোক না কিংবা হাঁ শুনে যবনিকা ভালবাসে না—ওরা দৃষ্টান্তর চায়। ড্যাম্ ইট্ —চল একটু বেড়িয়ে আসি।" -স্বপ্না আমাকে টেনে তোলে।

"ন'টা বেজে গেছে —আজ থাক।"—আমি আপত্তি করি।

"তোমার রাগ এখনও যায় নি দেখছি—ছেলেমানুষ! চল, আজ

ট্যাক্সি করে গঙ্গার ধারে যাব রাত্রে তুমি এখানেই থাকবে ··কাম্ অন্।" মাসীমাকে বলে স্বপ্না আমাকে টেনে নিয়েই রাস্তায় আনে।

অকস্মাৎ তার ভিতরে সেদিন পার্ব্বত্য ঝর্ণার চাঞ্চল্য, গতি ও কল-হাস্য দেখতে পেলাম।

আশ্চর্য্যের আবরণটা ভেদ করতে আমার সেদিন বেশ কিছু সময় লেগেছিল।

এর পর সিতাংশু তার আগমন ও উপস্থিতিটা ক্রমশঃ সহজ করে নিলেন, এবং প্রতিদিন না হ'লেও প্রায়ই তাঁকে আমরা আমাদের সান্ধ্য মজলিসে পেতাম। ঢাকার লোক, ভূতপূর্ব্ব কালেকটরের পুত্র কিংবা স্বামীর বন্ধুর পুত্র বলেও স্বপ্নার মা সিতাংশুকে বিশেষ স্নেহের দেখতেন, তাঁর সম্পর্কে সতর্ক থাকতেন। রবেণ তাকে রীতিমত ঘৃণা করত, নেহাৎ সম্মুখে পড়ে না গেলে তার সান্নিধ্যে থাকত না, বোধ হয় ঢাকার ইতিহাস স্মরণ করে, কালেকটরের পুত্রকে কিছু বলবার অপরাধ স্মরণ করে, সিতাংশুকে কিছু না বলে' তাকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয় মনে করত। অবশ্য তাকে কেন্দ্র করে সংসারে কয়েকবার ঝড় তুলবার প্রয়াস পেয়েছে, যেমন সে আমাকে কেন্দ্র করে কয়েকবার করেছিল, কিন্তু সে ঝড় তার তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করবার পূর্ব্বেই আমি তাকে শান্ত করেছিলাম।

এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আধুনিক অভিজাত পদ্ধতিতে দিনের পর দিন কোরে যাবে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়, ড্রইংরুমে বসে তারা সুষ্ঠুভাবে শুধু কথার জাল বুনে যাবে, দুচারটা পারস্পারিক হাসির টুকরা সংগ্রহ করেই ধন্য হবে, একটা কোন শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়ে গতির শেষ তারা চায় না, বেশী কিছু দাবীও তাদের নাই, অথচ কথার কোন সঙ্কোচও তাদের নাই। সিতাংশু সেই শ্রেণীর। এ পদ্ধতি নাকি

অতি আধুনিক রুচিমার্জ্জিত পদ্ধতি, নারীর সান্নিধ্য ও তার রুচিমার্জ্জিত সঙ্গ বা কথাই বড় আর্ট, তার দেহের দিকে দৃষ্টি নাকি আন্তরিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়। এ শ্রেণীর লোক দশজনের কাছে অবাঞ্ছনীয় হলেও, ভয়াবহ নয়, তাদের দশজনকে একসঙ্গে ব্যবস্থা করা যায়, নিজেদের মধ্যে তারা মেয়েটিকে 'কেন্দ্র করে' মারামারি করেনা, এটা নাকি অতীব উচ্চশ্রেণীর প্রেমের আর্ট বা ড্রইংরুম আর্ট।

স্বপ্না একদিন আমাকে শ্রেণীবিভাগ বুঝিয়ে দিল।

'তুমি কোন শ্রেণীর স্বপন? ড্রইং রুম প্রেমে তুমি নিতান্ত নাবালক আমি বুঝতে পেরেছি প্রেমের কথা কী, তুমি ভাল করে' কথাই বলতে পারনা, ওকালতি করবে কী করে?'

"ওকালতিতে প্রেমের আর্ট লাগে না, আমি সেই শ্রেণীর প্রেমিক পছন্দ করি যারা তাদের পরিচিত মেয়েকে খেলাবে না ও নিজেও খেলবে না, সোজা প্রস্তাব করে জোর করে 'হ্যাঁ' আদায় করবে —"

"ও বাবারে! আর যদি 'হ্যাঁ' না পাও?"

"তবে 'না' নিয়েই সরে পড়, মেক্ রুম ফর্ আদার্স! কলসীর তলদেশ ছিদ্র করে' বিন্দু বিন্দু জল· এর চেয়ে পর্ব্বতের চূড়ার ঝর্ণার জল ভাল— প্রচুর, পরিষ্কার ও সুমিষ্ট। ও জাল বোনা আমি ঘৃণা করি—অবশ্য মেয়েকে 'না' বলবার সুযোগ না দেবার চেষ্টা করবে—জোর করে 'হ্যাঁ' নেওয়াকে মেয়েরাও ভালবাসে স্বপ্না, এমন মুহূর্ত্তে বলো যেন সে মুহূর্ত্তে 'হ্যাঁ' ছাড়া অন্য কিছু বলবার শক্তি না থাকে— "

"এ আমি বিশ্বাস করি প্রদীপ, ধরেণের এ শক্তি আছে! কিন্তু তুমি? তুমি ত অনেকদিন এসেছ আমার কাছে, এত দিন হল…"

"আমার কথা ছেড়ে দাও—সেই জন্যই ত আমার উন্নতিও হ'ল না—আমার নিজের স্বরূপ বললাম না, বললাম আমার মত।"

স্বপ্না হেসে ওঠে, তার হাসিটি আমার চোখে করুণ হ'যে ধরা পড়ল।

সুতরাং সিতাংশু আমাদের সংসারে সহজ হ'যে গেলেন, দু' একদিন সিনেমা ও দু' একদিন হোটেলে যাওযা ছাড়া তিনি তাঁর কার্য্যতালিকা ড্রইংরুমেই আবদ্ধ রাখতেন, বাইরে যতদিন গেছেন স্বপ্না আমাকেও সঙ্গে নিয়েছে, সিতাংশু আপত্তি ত করেননিই বরং নিমন্ত্রণ করেছিলেন; তিনি আমাকে সহ্য করতে পারতেন, বোধ হয রবেণকে পারতেন না।

একদিন রবিবারে সকালে স্বপ্নার বাড়ীতে উপস্থিত হ'যে রবেণকে কিছু তপ্ত দেখে বিস্মিত হলাম। স্বপ্না স্নান সেরে বারান্দায একখানা ইজি চেযারে বসে ছিল, হাতে একখানা পাঠ্যপুস্তক, অদূরে আর একখানা চেযারে রবেণ স্তব্ধ হ'যে বসে সম্মুখে তাকিয়ে আছে, তার হাতে সেই পুরাতন চাবুকটা। পরস্পর বিরোধী দুটি আবহাওযার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওযাতে পারলাম না।

"এটা খুব ভাল কথা, আমি খুব খুসী হলাম রবেণ, এমনি করে' চাবুক নিযে না বসলে এ মেযে কিছুতেই পড়াশুনা করবে না, পাসের আশা এর খুবই কম," আমি বারান্দায উপস্থিত হ'যে বললাম।

উত্তর দিল স্বপ্না।

"পড়াচ্ছে না হাতি। আর একটু হলে খুন হত। এখনও ঝড়ের আভাস যায নি দেখছ না!"—স্বপ্না হেসে বলে।

আমি অবাক হলাম।

'কী ব্যাপার ? কে খুন হ'ত বা হয়েছে ?"

"ব্যাপার এই ! ঐ যে পাশের বাড়ীটা দেখছ না, ওতে অনেকগুলো কাবুলীওয়ালা থাকে। বোধ হয় শুধু ওরাই থাকে, আমি রোজ সকালে স্নান সেরে এখানে বসে পড়ি, ও ত বাজারে যায়—কয়েকদিন থেকে দেখছি যে একটি কাবুলীওয়ালা আমি এখানে আসবার আগে থেকেই রেলিং এ দাঁড়িয়ে থাকে—ততক্ষণ, যতক্ষণ না আমি কলেজ চলে যাই—বেচারার অসীম ধৈর্য্য। ঐ দেখ না এখনও দাঁড়িয়ে আছে—কাল রাত্রে কথায় কথায় আমি ওকে বলেছিলাম ব্যস, আজ সকালে বসং দেখি—বলে, চাবুক নিয়ে ওকে চাবকে আসি। যায় আর কী হনি ত গোঁয়ার কম নন। কোন প্রকারে শান্ত করি।"

স্বপ্নার ইঙ্গিতে তাকিয়ে দেখি একজন দীর্ঘাকৃতি কাবুলীওয়ালা সত্যই রেলিংএ ভর করে আমাদের বারান্দার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, নগ্ন উত্তর দেহ যেমন স্বাস্থ্যপূর্ণ তেমনি সুকান্তিসম্পন্ন। প্রশস্ত বুকের ছাতি বাবলের তুহিন শুভ্র কঠিন পর্ব্বতের ইঙ্গিত দিচ্ছে, বলিষ্ঠ দুখানা হাত দিয়ে রেলিংটাকে ধরে ছিল, কুঞ্চিত বাবরী চুল তার দাড়িগোঁফহীন সুন্দর সুশ্রী মুখখানাকে সুশোভিত করেছিল। সুন্দর চেহারা তার।

"বরেণ অমন কাজও করোনা, কলকাতা জায়গা বড় খারাপ জায়গা ভাই—আর ওরা স্বপ্না নয়, স্বপ্নও নয় নেহাৎ বাস্তব, চাবুক সহ্য করবে না—"

"তাই বলে প্রদীপদা রোজ এমনি করে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে অন্যের বাড়ীর দিকে ?" বরেণ চঞ্চল হ'য়ে বলে।

"অন্যের বাড়ীর দিকে কোথায় ? ও ত অন্যের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে

থাকে,"—স্বপ্না হেসে উত্তর দেয়, "ও বোধ হয় আমার প্রেমে পড়েছে প্রদীপ, ভয় এই যে ও তোমার প্রেমিকের দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ে পড়বে—কী বল!"

"প্রেমে পড়াচ্ছি! হয় ঐ খুন না হয় আমি খুন হব।"—বরেণ স্বপ্নাকে বলে' কাবুলীওয়ালার দিকে রোষদৃষ্টিতে তাকিয়ে চাবুকটা হাওয়ায় একবার চালিয়ে দেয়। আমি চমকে উঠি।

"তাতে ইতিহাসে তোমার স্ত্রীভক্তি অবশ্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কিন্তু আমায় বিধবা করে' গেলে আরো দশজনের গ্রাসে পড়ব, তার থেকে শান্তি হয়…," স্বপ্না কিছুক্ষণ থেমে বলে, "আর তোমার এমন ধারণাই বা কোত্থেকে হ'ল যে যার তার সঙ্গে তোমার স্ত্রী প্রেম করবে'? এ ধারণা তোমার না ঘুচলে মনে সর্ব্বদা অশান্তি পাবে—"

এমন সময় স্বপ্নার মা এসে শিশুকে তার ক্রোড়ে দিয়ে গেলেন, স্বপ্না তার গালে একটি দীর্ঘ চুম্বন দিয়ে আবার বলল—"একে দেখেও আমার ওপর তোমার বিশ্বাস হয় না?"

বরেণ হাতের চাবুকটা মাটিতে ফেলে খোকাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে চুম্বনে তাকে অস্থির করে তোলে—"আমার বাবা—আমার ব্যাটা—আমার—।" শিশু তার ক্ষুদ্র হাত দিয়ে পিতার গালে আঘাত করতে থাকে।

"প্রদীপ দা, পুলিসে খবর দিলে হয় না?"—বরেণ আমাকে অকস্মাৎ প্রশ্ন করে।

"ওটা ঠিক আইনের গণ্ডীতে পড়ে না ভাই; সৌন্দর্য্যকে শুধু দেখা বোধ হয় আমাদের পুরুষ আইন-প্রণেতারা জন্মগত অধিকার মনে করেছিলেন।" বরেণ এবার হেসে ফেলে।

"পুলিসে যদি এর জন্যে খবর দিতে হয়, আর তারা এজন্যে কষ্ট করে,
।হ'লে কলকাতায় চব্বিশ ঘণ্টাই পুলিসকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়—
।ক্, এবার তুমি বাজার যাও দেখি—রেগে ভাল বাজার করে' আন,
প্রদীপ আজ এখানেই খাবে —যাও।"

কাবুলীওয়ালা সমস্যায় যবনিকা পড়ে, সেইদিন সেদিকটায় একটা চিক টাঙ্গিয়ে বেচারা কাবুলীওয়ালার লুব্ধ দৃষ্টিকে জব্দ করা হয়।

কালেব গতিতে পৃথিবী অগ্রসব হয় তিলে তিলে বোধ হয় তার অনিবার্য্য ধ্বংসেব দিকে, পুবাতন স্থান ছেড়ে নূতনেব জন্য, নূতন ইঙ্গিত কবে ভবিষ্যৎকে, স্বপ্নাব সংসাব ও জীবন ধীবে ধীরে চলে, আমি যাতাযাত কবি, সিতাংশু নিয়মিত এসে তাঁব ব্যবহারের চর্চ্চিত চর্ব্বণ কবেন, কোন উদ্দেশ্যেব প্রতি তাঁর দৃষ্টিও নাই, ইচ্ছাও নাই। আমাব জীবনেও ঘটনা ঘটে তবে তাব কোন বৈচিত্র নাই যাব কাহিনী লিপিবদ্ধ কববার কোন হেতু আছে, যথাসময়ে পূজাব ছুটি হ'ল, আমি ও স্বপ্না আমাদের বাড়ী এসে ছুটিটা সম্পূর্ণ উপভোগ করে গেলাম মা ও বাবাব স্নেহচ্ছায়ায়, তার বিশেষ কোন বিচিত্রতা নাই, সুতরাং সেটা দ্বারা আপনার অনাবিল চিন্তাধারাকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। ছুটিতে বরেণ, স্বপ্নার মা ও তার শিশু পুত্র কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিল।

আমাব বাড়ীতে গিয়ে একটা সংবাদ পেলাম যেটা আমাকে সাময়িক ভাবে আঘাত করল, যেটা আমাকে আমার স্থিবীকৃত জীবনযাত্রা থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, যে তরঙ্গের আঘাত আমাকে এখনও মাঝে মাঝে উন্মত্ত করে তুলবাব চেষ্টা করে, যেটার জন্য এখনও সময়ে অসময়ে আমি

অর্থহীন দৃষ্টিতে অতীতের দিকে তাকিয়ে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠি—আমি এখনও বিশ্বাস করি যে সে আঘাতে আমি অতলে তলিয়ে যেতাম যদি স্বপ্না সস্নেহে আমার হাত না ধরত, মানুষ হতে পারতাম না কিন্তু পশু আমি অতীব সহজে হ'য়ে যেতাম।

ছুটিতে বাড়ী এসে শুনি যে শ্রীলেখার বিবাহ স্থির হয়েছে। সুন্দর, সুশ্রী শিক্ষিত পাত্র, তদুপরি পাত্রের অর্থ তার ঔজ্জ্বল্যকে শতগুণে বর্দ্ধিত করেছে। পূজার পরেই কলকাতায় বিবাহ—সংবাদ শুনে আমি খুসী হলাম, শ্রীলেখার বাড়ীতে গিয়ে আগামী প্রয়োজনের আয়োজন দেখে নিশ্চিন্ত হলাম—মা ও বাবার অনুরোধে আমার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সদিচ্ছা কলকাতায় করব বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

শ্রীলেখার সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম :

"স্বামী পুত্র নিয়ে সুখী হও এই আমার আশীর্ব্বাদ লেখা—"

"আশীর্ব্বাদ করো যেন আমি তোমার যোগ্য হতে পারি,"—শ্রীলেখা নতশিরে বলে।

"মানে ? আমাকে পরিহাস করবার সুযোগ তুমি ছাড় না দেখছি—চমৎকার !"—আর কোন কথা না বলে আমি চলে আসি, পশ্চাতে শ্রীলেখার অবস্থা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন।

আপনি পুনরায় বলবেন যে আমাদের বিদায় দৃশ্যটা খুব সস্তা নাটকীয় হ'ল ; আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার কাহিনীতে যথাযথ ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য।

কলকাতায় যথাসময়ে নির্বিঘ্নে শ্রীলেখার বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল ; আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করে ও আনন্দে বিবাহ-বাসরে যোগ দিলাম, যাত্রার

সময় হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীলেখার নিকটাত্মীয়ের মধ্যে আমি অন্যতম রূপে উপস্থিত ছিলাম, ট্রেন ছাড়বার সময় আমি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শ্রীলেখা বধূবেশে আমাকে এসে প্রণাম করল, আমার কম্পিত হস্ত তার আবৃত মস্তকের উপর রাখলাম। প্রণাম করে উঠে বাষ্পাচ্ছন্ন চাপা কণ্ঠে বলল, "প্রদীপ দা—আমি তোমারই থাকলাম—"

শ্রীলেখার কথা শুনে আমার সমস্ত অন্তর যেন পাগলের মত অহেতুক হেসে উঠল, ট্রেন ছেড়ে গেল, আমার সঙ্গে তখন ষ্টেশনের সমস্ত আলোর মালা, লোকজন, যানবাহন যেন একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

মেসে ফিরবার পথে আমি জীবনে প্রথম মদ পান করলাম, সম্পূর্ণরূপে নিজেকে না ভুলা পর্য্যন্ত আমি পান করলাম, হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় উচ্চ হাসতে হাসতে একটা ট্যাক্সি ধরলাম, হোটেলের লোকগুলো বিস্মিত হ'য়ে আমাকে দেখতে লাগল, ট্যাক্সিতে উঠেও আমার হাসি থামে না, ড্রাইভার বিন্দুমাত্র বিচলিত বা বিস্মিত হয়নি, ওরা হয়ত সে দৃশ্যে অভ্যস্ত। ট্যাক্সিতে চড়ে আমি সোজা চলে এলাম স্বপ্নার বাড়ী, আমি এখন বুঝতে পারি যে সে অবস্থায় স্বপ্নার বাড়ীতে আসা আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু হয়ত সে অবস্থায় মানুষ সেখানেই যেতে চায় যেখানে সে আশা করে সহানুভূতি,- সুশীতল করতল স্পর্শ।

স্বপ্নার বাড়ীতে এসে কী অবস্থায় পৌছেছিলাম জানি না, জ্ঞান হ'ল পরের দিন সকালে—গুরুভার মাথা ও মন নিয়ে জেগে দেখি স্বপ্না ও রবেণের রাত্রি জাগরণে ক্লিষ্ট মূর্ত্তি।

"স্বপ্না, মাসীমা জানেন ?"—আমার সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন।

"না,"—সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

সেদিন বৈকালেই আমাব জিনিষপত্র মেস থেকে স্বপ্নাব বাড়ী চলে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব কী স্বপ্না– ?"

"তুমি আমার এখানেই থাকবে। মেসে তোমাব একা থাকা হবে না।"

"সে কী হয়। আমাব কলেজ এখান থেকে অনেক দূর হবে স্বপ্না, এমনি আমাব পাবসেনটেজ খুব কম—আমি মেসেই যাব—।" সে ব্যবস্থায় আমি চঞ্চল হ'যে উঠি।

"দেখ স্বপন, আমি বেশী কথা বলতে ভালবাসিনে, যদি তুমি মেসে ফিরে যাও তবে আমি সব কথা খুলে মাসীমা ও মেসোমশাযকে লিখে দেব, তাঁরাই যা হয় গুণধর পুত্রের ব্যবস্থা করবেন।"—স্বপ্না অভিভাবকের মত মতামত প্রকাশ করে, আমি দোষীব মত চুপ কবে থাকি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকাব পর স্বপ্না আমাব মাথাব চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলে, "স্বপন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?" শয্যায় শুযেই আমি উত্তর দিলাম—"বল কী প্রশ্ন তোমার।" প্রশ্নের ধারাটা আমি কিছু অনুমান করতে পাবলাম।

"তুমি এমন করলে কেন? এ কী দলে পড়ে না কোন দুঃখে? প্রশ্নটা যদিও খুবই ব্যক্তিগত হ'যে গেল তবুও সে অধিকার আমাব আছে মনে কবে' আর এই বিদেশে তোমার এ গতি আমি সহ্য কবতে না পেরে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম—যদি আপত্তি থাকে বোল না, আর যদি দলে পড়ে কবে থাক তবে তার ব্যবস্থা করতে পারব।"—স্বপ্না আমার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল।

ধীরে ধীবে আমি শ্রীলেখাব কাহিনী বললাম, আদ্যোপান্ত শুনালাম, শেষের দিকে আমি শিশুর মত কেঁদে ফেললাম। স্বপ্না স্তব্ধ হ'য়ে

শুনে গেল, আমি যখন কাহিনী বলছিলাম তখন সে একটি কথাও বলল না।

"তুমি তাকে এখনও ভালবাস প্রদীপ?"—সর্ব্বশেষে স্বপ্না জিজ্ঞাসা করে।

"না, কাল থেকে বাসি না। কাল থেকে আমি তাকে ভুলে গেছি স্বপ্না, শ্রীলেখাব মৃত্যু হয়েছে জীবনে আমার—"

"ভুলতে তুমি পাবনি, পারবেও না কোন দিন—মনে রাখাটা পাপ নয়, হয়ত ভালও, কিন্তু ভুলবার জন্য এ পথ বেছে নিয়ে নিজেব সর্ব্বনাশ ডেকে এন না প্রদীপ, তোমার কাছে আমি অনেক কিছু আশা কবি। তাকে ভুলতে আমি তোমাকে সাহায্য কবব।" স্বপ্না কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে, আমি তার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকি।

"তুমি কী চাও? বল তুমি কী চাও স্বপন, আমি তোমাকে সব দিয়ে সাহায্য কবব, কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ আমি হ'তে দেব না—বল—।" স্বপ্নার দৃষ্টিতে সে সময় আমি যে অতলস্পর্শী ভিক্ষা দেখতে পেয়েছিলাম সেটা যে তার মত মেয়ের চোখে দেখতে পাব এ আশা আমি করিনি, সেদিন স্বপ্নার আমি সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেখলাম, আমি স্তব্ধ হ'যে গেলাম, সে ধীরে ধীবে আমাব একখানা হাত নিজের কোলের উপর তুলে নিল।

"বল স্বপন, কী হ'লে তুমি এ পথে আর যাবে না। এ বড় ভীষণ পথ, আমি বহু লোককে এমন ভাবে মরতে দেখেছি—তোমার মধ্যে আমার আশা এমন ভাবে নষ্ট কোর না—সে আমি সহ্য করতে পারব না; একজন সামান্য মেয়ের জন্য তুমি এ আমার ধারণাতীত প্রদীপ। বল কিসের পরিবর্ত্তে তুমি এপথে আর পা দেবে না-বল।"—সে আমার দেহ ঝাঁকিয়ে দেয়।

"শ্রীলেখাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে ভুলতে চাই স্বপ্না, তুমি আমায় সাহায্য করো—"

"করব। আপ্রাণ করব ; বল, প্রতিজ্ঞা কর আর তুমি এ পথে পা দেবে না··· আমায় ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর—"

আমি স্বপ্নাকে স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করি ; অতি আধুনিক সভ্যতায় স্নাতা হলেও স্বপ্না নারী, নারীর সব দুর্ব্বলতা তার ছিল, স্পর্শ করে' প্রতিজ্ঞাকেও সে বিশ্বাস করত এবং সেদিনও সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। —নারী গড়ে' তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, এটা তার জন্মগত, কিন্তু পুরুষ ধ্বংসকামী - আমি সে প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারিনি শেষ পর্য্যন্ত, অথচ স্বপ্না আমায় ক্ষমা করেছিল, ব্যথা অবশ্য পর্য্যাপ্ত পেয়ে, তবুও সে হাল ছাড়ে নি।

এমন সময় বরেণ ঘরে এসে প্রশ্ন করল—"কেমন আছ প্রদীপ' দা ? তুমি কাল যা ভাবিয়ে তুলেছিলে, উঃ।"—বরেণ আমার পার্শ্বে বসে পড়ে' আমার কপালে হাত রাখে।

"ভাল আছি ভাই। তোমাদের বড় কষ্ট দিলাম।"

"প্রদীপ, ওকে তোমাদের কাহিনীটা বলি,"—স্বপ্না বলে।

"না না, কী ছেলেমানুষী করছ স্বপ্না।"—আমি ত্রস্ত হ'যে উঠি।

"তুমি চুপ কর। এটার দরকার আছে।"

স্বপ্নার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পারলাম। সে বরেণকে শ্রীলেখার কাহিনী সব বলে দিল, শেষ পর্য্যন্ত। বরেণ অতীব মনোযোগে শুনে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার উগ্র দেশে যে কোন কাহিনীর জন্য দীর্ঘশ্বাস থাকতে পারে আমি ভাবিনি, তাকে আমি একটি প্রচণ্ড রুক্ষ বস্তু-তান্ত্রিকই ভাবতাম।

"না; বুঝলে প্রদীপ দা, এই মেয়েমানুষগুলোই আমাদের সর্ব্বনাশ করবে,"—বরেণ দুঃখের সহিত জানায়।

"তুমি ও কথা বোল না! প্রদীপ, সেদিন তুমি প্রেমিকের দুটি শ্রেণী ভাগ করেছিলে, আমি এখন দেখছি তৃতীয় শ্রেণীও আছে, সেটা শিশু-প্রেমিক শ্রেণী…যেমন তুমি!"—স্বপ্না বলল।

আপনিও হয়ত বা অভিমত প্রকাশ করবেন যে আমার ব্যাপার ও ব্যবহারটি অকালপক্ক ডেঁপোমি কিংবা আমার কাহিনীর এ অংশটুকু নিছক নাটকীয়; অন্য দু' শ্রেণীর প্রেমিকরা আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারেন; কিছুতেই আমি দুঃখিত নই, পৃথিবীতে আমার মত এমন হতভাগ্য সহস্র সহস্র আছে, তাদের জর্জ্জরিত বুকের উপর একবার কান পেতে শুনুন—হৃদয় থাকলে বুঝতে পারবেন।

নতুবা আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।

"দেখ, প্রদীপদাকে নিয়ে তুমি সাড়ে নটায় সিনেমায় যাওনা, মেট্রোতে ভাল বই আছে, প্রদীপদার মনটাও একটু ভাল হবে,"—বরেণ তার স্ত্রীকে হৃষ্ট চিত্তে প্রস্তাব করে। "প্রদীপদা, লক্ষীটি যাও—মনটাকে ঝেড়ে ফেল দেখি—মেয়ে মানুষ! আরে ছোঃ! ঐ যে একটা কথা আছে না—"

"থাক্, সে অনেকদিন শুনেছি। তুমিও চল না"—স্বপ্না বরেণকে অনুরোধ করে।

"না না, আমি বাড়ীতে থাকি। মা একা থাকবেন—খোকাটা বড় বিরক্ত করে তাঁকে—আমি খাবার দিতে বলি, উঃ ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।"

আহার পর্ব্ব শেষ করে' আমরা মেট্রোর দিকে রওনা হই।

ইহাই সত্য

যথা সময়ে ছবি আরম্ভ হ'ল, আমি ও স্বপ্না নির্জ্জন একটা স্থানে বসে সম্মুখের কাহিনী দেখতে থাকলাম। আমাদের চতুর্দ্দিকে মেট্রোর স্বপ্নময় ক্ষীণতম আলো সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটিকে যেন অবশ করে রেখেছিল, পার্শ্বে স্বপ্না তার অপূর্ব্ব রূপ ও বেশভূষায় সুসজ্জিত, স্বপ্নময় সে আবহাওয়ায় স্বপ্নাকে সত্যই 'স্বপ্না' মনে হচ্ছিল, আমার চতুর্দ্দিক সম্পর্কে মুগ্ধ হ'য়ে দূর রূপালী পর্দ্দার বুকে কাহিনী দেখে যাচ্ছিলাম।

কখন যেন স্বপ্না আমার একখানা হাত টেনে নিল তার কোলের উপর, নিজের উষ্ণ ক্রোড়ের উপর রেখে সে আমার হাতখানাকে তার দু'হাত দিয়ে চেপে রেখে দিল।

ছবি শেষ হ'তেই উজ্জ্বল আলোকমালা আমাদের অকস্মাৎ স্বপ্নময় পৃথিবী থেকে বাস্তবে, রূঢ় সত্যে আনল, তখন স্বপ্নার হাতের মধ্যে আমার হাত সিক্ত হ'য়ে স্তিমিত হ'য়ে পড়েছে।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম।

তিন

সেদিন অপূর্ব্ব আবেষ্টনে, স্বপ্নময় প্রেক্ষাগৃহে স্বপ্নার প্রাণের স্পর্শ পেয়েছিলাম তার সিক্ত হস্তে ; সে স্পর্শে আমি সেদিন কী ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, এখনও বুঝে উঠতে পারিনি ; আমার সেই দুর্দ্দিনে স্বপ্না যে দানের জন্য আমার সান্নিধ্যকে নিমন্ত্রণ করেছিল, সে দানকে আমি আজও শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানাচ্ছি।

স্বপ্নার সে আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম।

স্বপ্নার বাড়ীতে আমার স্থিতি সাময়িকভাবে স্থাপিত হ'ল, তার সংসারে অন্যতম সদস্য হলাম নিবিড় ভাবে। দ্বিতলে আমার বাসের জন্য একটি ঘরে পৃথকভাবে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হ'ল ; আমি আমার ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে নিভৃত নির্জ্জন কক্ষে আশ্রয় নিলাম, স্বপ্না তার সান্নিধ্য দিয়ে সতর্ক মনোযোগ দিয়ে আমার মনের ক্ষতকে আরাম করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। বরেণের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম, সে যে স্নেহ, যে ভালবাসা দিয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার উৎস আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই ; স্বপ্নার মার কথা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। সকাল থেকে রাত্রি অবধি স্বপ্না আমার প্রতি মুহূর্ত্তের গতি বর্ণময় করতে চেষ্টা করে, বিগত ক্ষত দিনগুলোকে ভুলাবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করে, বৈকালে কলেজ যাবার জন্য কিছুক্ষণের অবসর পাই, যদিও তার

কঠিন আদেশ ছিল যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরতে হবে, আমি তার অনুরোধ আদেশ অমান্য করবার সাহস পাই নাই, স্বপ্নার দৃষ্টিতে সে শক্তি ছিল।

ঘূর্ণ্যমতী পৃথিবী তার গতিতে অগ্রসর হ'য়ে গেল হয়ত বা অদৃশ্য নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। আমরা দিন গণনা করতে পারি মাত্র। বিন্দুমাত্র বিপরীত ইঙ্গিত দেবার সামর্থ্য মানুষের নাই। সিতাংশু যথারীতি সন্ধ্যায় যাতায়াত করে, বারান্দার সান্ধ্য মিলনে যোগদান করে' নিজের চর্ব্বিত-চর্ব্বন করে' স্বপ্নার মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। পৃথিবীর কোন উদ্দেশ্য থাকলেও, সৌরজগতের গতিবিধির বা আয়োজনের কোন অজ্ঞাত শক্তি ও হেতু থাকলেও, সিতাংশুর যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল আমার মনে হয় নাই, সিতাংশু সম্পর্কে স্বপ্না যে মতামত প্রকাশ করেছিল সেটা আমার প্রায়ই মনে হত, সিতাংশুর কিসে আনন্দ আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারি নাই। একদিন তাঁকে অকস্মাৎ অনুপস্থিত দেখে আমি বিস্মিত হলাম, স্বপ্নাকে প্রশ্ন না করে' পারলাম না—

"আজ সিতাংশুবাবুকে দেখছিনা স্বপ্না। তাঁর কোন অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

"দেহের কোন অসুখ করেছে কিনা জানিনে, তবে মনের কোন অসুখ করেনি এটা আমি জানি, তিনি আর আসবেন না।"

স্বপ্নার কথায় আমি অধিকতর বিস্মিত হলাম, বরেণের রুদ্রমূর্ত্তি আমার চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠল।

"আসবেন না! হঠাৎ! কোনকিছু গোলমাল হয়নি ত? বরেণের সঙ্গে কিছু...।" বারান্দায় বরেণ অনুপস্থিত থাকায় কথাটা বলতে আমি সাহস পেলাম।

স্বপ্না মৃদু হেসে উত্তর দেয়—"না, তোমার ভয়ের কিছু নাই, সে কিছুই বলেনি। আমিই মানা করে দিয়েছি।"

"তুমি নিজে! কেন তিনি কি কিছু—"

"না, সে ছেলেই নয় সে। এবার একটু পড়াশুনা আরম্ভ করব ভাবছি, রোজ সন্ধ্যেটা আর বিভিন্ন ভাবী প্রেমিককে দিতে পারব না, তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে যে শুধু শনিবার সন্ধ্যেটা তাঁর জন্য রাখলাম—মুখের ওপর না বলে আর উপায় ছিল না প্রদীপ—বড় ক্ষতি হচ্ছিল।"

"বেচারা! ভদ্রলোক হয়ত কিছু মনে করলেন,"—আমি সত্যই দুঃখিত চিত্তে বললাম।

"একটুও না। ভদ্রলোক সানন্দচিত্তে সে প্রস্তাবে রাজী হয়েছে, সাতটা মেয়ে পেলে তার সপ্তাহ অনায়াসে কেটে যাবে। মনে করবার মত ধাতু দিয়ে তার সৃষ্টি হয়নি, কোন বিশেষ মেয়ের মন পাবার জন্য সে প্রাণও দেয় না -ভুলবার জন্য মদও খায় না—প্রথম শ্রেণীর প্রেমিক সে, তোমাকে প্রথম দিনই আমি বলেছিলাম।" স্বপ্নার কথাগুলোর নিহিত অর্থ আমি বুঝতে পেরে কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকার পর আমি বললাম—

"আমি দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রেমিক। প্রেমিকের পুরুষাকারে আমি বিশ্বাস করি, মেয়েকে কোন উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে তাকে কবলিত করাকে আমি বিশ্বাস করি; আমি এই শ্রেণীর প্রেমিক।"

"তুমি প্রেমিকের প্রেতাত্মা। পুরুষের ছায়া মাত্র!" স্বপ্নার গম্ভীর মতামত আমি লক্ষ্য করলাম।

"এবার আমি আর সঙ্কুচিত হব না, আমার পরিচয় দেব।"

"কী, আমার ওপর নাকি? তাহ'লে বল সিতাংশুকে রোজ আসতে বলে পাঠাই," —স্বপ্না হেসে বলে।

আমি কোন উত্তর দিতে পারি নাই।

স্বপ্না সত্যই প্রতি সন্ধ্যায় তার পাঠ্যপুস্তক নিয়ে রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ করল। ক্ষুব্ধ চঞ্চল তরঙ্গের মতই তার উদ্দেশ্য কিন্তু তীরের দিকেই সর্ব্বদা থাকত, চূর্ণ বিচূর্ণ হতে হ'লেও উদ্দেশ্যে এসে হওয়াকেই সে প্রিয় মনে করত, জীবনের পূর্ণপ্রকাশই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমি বহুদিন পর পুনরায় সাহিত্য সাধনায় মন দিলাম, স্বপ্নার বাড়ির স্নেহ, সাহচর্য্য, স্নেহময় ব্যবহার, নিভৃত কথা ও আমার মানসিক অবস্থা আমাকে পুনরায় আমার প্রিয় জগতে জাগরিত করে তুলল। আপনার কী মতামত জানি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, লেখকের রচনার উপর তদ্‌কালীন তাঁর মানসিক ছায়া বহুলাংশে পড়ে এবং সে রচনাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। প্রাকৃতিক প্রভাব যেমন ফুলকে যথেষ্ট সাহায্য করে আকারে, বর্ণে, ঐশ্বর্য্যে, তেমনি। আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন কিন্তু রচনার অন্তর দেখে আমি বলতে পারি, সে সময়ে লেখকের মানসিক অবস্থা কি প্রকার ছিল।

স্বপ্না কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সীমায় আমি নিজেকে আরও সীমাবদ্ধ করে ফেললাম, একমাস আমাদের পৃথিবী তার গতিপথে অগ্রসর হল। কোন কোনদিন স্বপ্না আমাকে সঙ্গে করে সিনেমায় যেত কিংবা বেড়াতে যেত; সেইদিন শুধু আমরা সাময়িক আনন্দ পেতাম। বরেণ কোনদিন আমাদের সঙ্গ নিত কোনদিন বা বলত—"ওঃ তোমরাই যাও, তোমাদের সঙ্গে গিয়ে আমার আনন্দ হয় না।" সিতাংশু প্রতি শনিবার যথারীতি এসে নিজের স্বভাবটা অক্ষুণ্ণ রাখত।

এই একমাসে আমি স্বপ্নাকে যদিও অতীব সান্নিধ্যে পেলাম, প্রায় প্রতি মুহূর্তেই তার সেই সান্নিধ্যের উষ্ণতার পরিচয় পেতাম তবুও যেন তার ইঙ্গিতের অর্থ আমি বুঝতে পারতাম না, আজও আমি স্বীকার করছি যে এখনও বুঝতে পারি নাই। দিগ্‌চক্রবাল যেথায় অসীমের সহিত সীমাবদ্ধ পৃথিবীর চুম্বন আমরা দেখতে পাই, সেটা নিজের অস্তিত্বের মতই সত্য মনে হয়, কিন্তু মনীষীরা বলেন যে সেটা আমাদের অস্তিত্বের মতই মিথ্যা, অলীক। বৈজ্ঞানিকেরা এমনই মত প্রকাশ করেন, তাদের জন্য আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি রাখলাম কিন্তু তাঁরা স্বপ্নকে নগ্নরূপে উদ্ঘাটিত করে' যে ভাবে কল্পনাকে হত্যা করেন সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

স্বপ্নার সান্নিধ্য আজও আমার কাছে দিগন্তের চুম্বনের মতই কল্পনাময় থেকে গেছে, তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের বৃথা প্রয়াস পাই না। তার নাম যে স্বপ্না রেখেছিল তাকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। আজ শুধু আমি এইটুকু বলতে পারি যে স্বপ্নার প্রসারিত হাত আমাকে ভরা-ডুবি থেকে আকর্ষণ করেছিল, সে হাতে তখন সুধাভাণ্ড ছিল না, আজও আমি তার অনুসন্ধান করি না।

• কলকাতার কোন রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষরা আমার নাটকখানা মঞ্চস্থ করবেন বলে স্থির করলেন, আমি আমার রচনা দিতে স্বীকৃত হলাম। মঞ্চস্থ হবার দিন স্থির হওয়ার পর নাটকের মহড়া আরম্ভ হল। প্রতিদিন যথারীতি নিয়মে মহড়া চলতে থাকল। রঙ্গালয়টি স্বপ্নার বাড়ীর নিকটেই অবস্থিত। মহড়ার সময় নাট্যকারের উপস্থিতি আবশ্যকীয় না হলেও বাঞ্ছনীয়, সুতরাং আমাকেও উপস্থিত থাকতে হত। স্বপ্নার অনুমতি

নিয়ে আমি মহড়ায় উপস্থিত থাকতে আরম্ভ করলাম। অনুমতি দেবার পূর্ব্বে স্বপ্না কিছুক্ষণ চিন্তা করেছিল।

"কী স্বপ্না? এত ভেবে বলছ যে?"—আমি মৃদু হেসে প্রশ্ন করেছিলাম।

"না, ভাবছি না। তবে এইটুকু ভাবছি যে জায়গাটা বিশেষ ভাল নয়, কি জানি কেন থিয়েটারের মেয়েগুলোর উপর আমার বিশেষ ভাল ধারণা নেই।"—সে বিশেষ গম্ভীরভাবে আমাকে বলে। আমি তার অভিমত শুনে হেসে উঠলাম।

"কী হাসলে যে! তোমার কী ধারণা যে তারা—"

"না, আমার কোন ধারণাই নাই। থিয়েটারের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।"

"সেইজন্যেই ত আমার আরও ভয়। যা হোক, তোমার ভাল তুমি বুঝবে।"

স্বপ্নার অনিচ্ছার অনুমতি নিয়ে আমি মহড়ায় যাওয়া আরম্ভ করলাম। প্রথমে অধিক রাত্রি হবার পূর্ব্বেই আমি বাড়ী ফিরতাম, মঞ্চস্থ হবার দিন যত সন্নিকট হ'তে লাগল ততই আমার বাড়ী ফিরবার সময় রাত্রির গভের দিকে অগ্রসর হল। রাত্রি বারটার সময় একদিন বাড়ী ফিরে দেখি স্বপ্না তখনও পড়ছে, সকলেরই আহার বাকী।

"উঃ, এত পড়া! এবার তুমি ফার্ষ্ট না হয়ে ছাড়বে না দেখছি।"

"কী করব, আমার ত আর থিয়েটার নাই, সাহিত্য থেকেও কিছু পয়সা আসার আশা নাই—খেটে খেতে হবে ত!"—তার গম্ভীর মুখ, আঁখির স্থির দৃষ্টি দেখে আমি ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ বুঝলাম।

"ও! এটা রাগের কথা। হঠাৎ রাগ হল যে? সিতাংশু আজ

এসেছিল নাকি ?"—আবহাওয়াকে তরল করবার চেষ্টা করলাম, বদ্ধ হাওয়ায় আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে।

"ওসব কথা থাক এখন। এবার খাবার চেষ্টা করা যাক, আর একটু পরে বোধ হয় ভোর হ'য়ে যাবে।"

"সে কী তুমি এখনও খাওনি ? এমন ত কোনদিন হয়না, এ ব্যবস্থা ত হবার কথা নয়। তুমি কেন বসে থাকবে, ছিঃ—ছিঃ,"—লজ্জিত হ'য়ে আমি বললাম।

"শুধু আমি নয়, সেও খায়নি, শুধু মা খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। সেও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ল—চল।"

পরদিন আমি কিঞ্চিৎ কঠিন হ'য়েই বললাম—"আমার ফিরতে এখন কয়েকদিন দেরী হবে স্বপ্না, তোমরা এমন করে' না খেয়ে থাকলে আমাকে আজ রাত্রেই পাততাড়ি গুটোতে হবে- এটা আমার ধাতে সয় না। আমার খাবারটা আমার ঘরে ঢেকে রেখ। বইটা নেমে গেলে আর আমাকে যেতে হবে না।"

"বেশ সেই করা যাবে। কিন্তু রিহার্সালের শেষ পর্য্যন্ত থাকতে হবে এমন কোন নিয়ম আছে কী ? শেষ না হ'লেও ত' তুমি চলে আসতে পার।"

"তা হয়না স্বপ্না। এখন সূক্ষ্ম টেকনিক্গুলোর দিকে আমাকে নজর দিতে হচ্ছে কিনা তাই, বই ভাল না হ'লে দশজনে আমাকেই বলবে, কোম্পানীকে বিন্দুমাত্র দোষ দেবেনা।"

"হবে! টেকনিকের আমি কিছু বা বুঝি!"—স্বপ্নার অভিমান স্তিমিত হ'লেও নির্ব্বাপিত হয়নি আমি বুঝতে পারলাম, স্তব্ধতা তার একমাত্র প্রতিষেধক ভেবে আমি নিরুত্তর হ'য়ে গেলাম।

ইহাই সত্য

সেদিন রাত্রেও নাটকের যথারীতি মহড়া চলছে। রঙ্গমঞ্চে নাটকের একাংশের অভিনয় চলছিল, প্রেক্ষাগৃহের প্রথম শ্রেণীতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বসেছিলেন; আমিও তাঁদের মধ্যে বসে অভিনয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ছিলাম। আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখানে অন্য কেহ ছিল না, আমার পার্শ্বে বিশিষ্ট অভিনেত্রী লেখা দাস বসে সম্মুখের দৃশ্যের অভিনয় দেখছিলেন এবং কোন অংশ সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আমার নিকটস্থ অন্য আসনগুলো শূন্যই ছিল, দ্বারের কাছে একখানা আরাম কেদারায় শুয়ে পরিচালক মহাশয় নিমীলিত নেত্রে গড়গড়ার ধূম ছড়িয়ে পরিচালনা করছিলেন, কখন কখনও তিনি ক্ষিপ্র গতিতে রঙ্গমঞ্চে উঠে গিয়ে কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর ত্রুটি সংশোধন করছিলেন, অর্থাৎ যখনই তাঁর নিমীলিত আঁখির দৃষ্টি জাগ্রত হচ্ছিল তখনই অভিনয় সম্পর্কে কিংবা মঞ্চ-ব্যবস্থার বিষয়ে কোন না কোন ত্রুটি তাঁর দৃষ্টিকে নিপীড়ন করছিল, তিনি কলিকাত নাট্য-জগতের একজন খ্যাতনামা পরিচালক, তাঁর সৃষ্টি ও প্রতিভার সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশ আজ ত্রিশ বৎসর পরিচিত, বর্তমান অভিনয় জগতের বহুলোক তাঁর কাছে ঋণী—রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তিনি সচেষ্ট ও সতর্কভাবে পরিচালনায় মন দেন পরে তাঁর নেশাটা তাঁকে বাধা দিতে আরম্ভ করলে তিনি এইরূপভাবে স্তিমিত হ'য়ে শুয়ে পড়েন। পরিচালক মহাশয়ের কাছে পুরাতন ভৃত্য শ্যামা বসে কখনও মহড়া দেখে, কখনও অভিনেত্রীকে দেখে কিন্তু তার দুটি কান সর্বদা পরিচালকের জন্য সতর্ক রাখে, মাঝে মাঝে তিনি অস্ফুটস্বরে বলেন, "বদলে দে"—শ্যামা গড়গড়ার কল্কেটা বদলে অন্যটিতে অগ্নিসংযোগ করে।

মহড়া চলছে, রাত্রি তখন এগারটা।

আমি লেখা দাসের সঙ্গে মৃদুভাবে কথা বলছি, কখন অভিনয় সম্পর্কে, কখনও অন্য বিষয়ে—গল্পের স্রোত উদ্দেশ্যহীন। বেশ মেয়ে এই লেখা দাস। রঙ্গমঞ্চের উপর উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সম্মুখে অভিনেত্রী মাত্রই পরমাসুন্দরী বলে প্রতীয়মান হয়, তারা দর্শকের চাঞ্চল্য আনে দেহের ছন্দে, আঁখির ইঙ্গিতে, দেহের সুরে সুরে তরঙ্গ তুলে, সৌন্দর্য্যের ঔজ্জ্বল্যে। অভিনেত্রীকে মঞ্চের উপর দেখে বহু কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, বহু রাজৈশ্বর্য্য, বহু মহামূল্য জীবন ধূলি-ধূসরিত হ'য়ে আজও বাংলার বুকে আর্তনাদ করছে। আপনিও হয়ত কোনদিন আকৃষ্ট হ'য়ে থাকবেন, যদিও সাময়িক ভাবে, কিন্তু তাও আপনি হতেন না যদি আপনি উজ্জ্বল লীলাময়ী, চঞ্চলা নৃত্যময়ী অভিনেত্রীকে তার প্রকৃতরূপে একবার দেখতেন। প্রথমে আমি দেখে শুধু বিস্মিত নয় রঙ্গমঞ্চের রূপকারকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

লেখা দাস বর্তমান অভিনয়-জগতে একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী, বিড়ির দোকান থেকে কলেজের ছাত্রদের ঘর পর্য্যন্ত, বাটার দোকান থেকে হীরা জহরতের দোকান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তার ছবি মুদ্রিত বর্ষ-পঞ্জিকা। সে বৎসর টাটা কোম্পানী পর্য্যন্ত লেখা দাসের ছবি দিয়ে নিজেদের ইস্পাতের বিজ্ঞাপন দিয়েছে, অথচ টাটার যেমন বিজ্ঞাপন নিষ্প্রয়োজন তেমনই লেখা দাসের। সুযোগ্য পরিচালক মহাশয় লেখা দাসের বিজ্ঞাপন দেন যে সে সম্মানিত বংশোদ্ভূতা, নাট্যামোদী জগতও তাই জানে, আমিও পূর্ব্বে তাই জানতাম, আজও তার অধিক কিছু জানিনা। বংশপরিচয় কোন জিজ্ঞাসা করি নাই, কিন্তু এইটুকু আমি আজও বিশ্বাস করি যে তার জন্মেতিহাসে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করবে।

ইহাই সত্য

সুন্দরী যুবতী লেখা দাস চঞ্চলা নয়, বরঞ্চ বিষাদময়ী। সে আমাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

সেদিন আমরা দু'জন বসে গল্পব ছলে অভিনযের মহড়া দেখছিলাম, আমাদেব তন্ময়তা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, মহড়ায় নয়।

"প্রদীপবাবু, ইনি আপনাকে খোঁজ করছেন"—আহ্বানে তাকিযে দেখি পার্শ্বে দাঁড়িযে পরিচালক মহাশয স্বয়ং এবং তাঁর পার্শ্বে স্বপ্না।

"স্বপ্না, তুমি? বাড়ী থেকে একা চলে এলে নাকি? সব ভাল ত?"—আমি ভীত প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ, সব ভাল। ভাল লাগছিল না, তাই ভাবলাম তোমাদেব বিহার্সাল দেখি - আমি এঁব অনুমতি নিযেছি।" স্বপ্না পরিচালকেব দিকে তাকাতেই বুঝতে পাবলাম যে তাঁব একটুও তন্দ্রা তখন নাই।

"নিশ্চয নিশ্চয—আপনি আনন্দে দেখুন, এ ত আমাব আনন্দেব কথা।" – পবিচালক মহাশযের দৃষ্টি উজ্জ্বল হযে ওঠে।

"স্বপ্না, এঁব সঙ্গে তোমাব পবিচয কবিয়ে দি—"

"ওঁব সঙ্গে আমি পবিচয কবে নিযেছি, ওঁকে কে না চেনে—শুধু আমাব পবিচযটা দিই নাই—"

"ও!—ইনি হচ্ছেন আমাব "

আমাকে বাধা দিযে পরিচালক মহাশয বলে ওঠেন "ওঃ, এও এতক্ষণে বুঝাতে হবে? তবে বৃথাই আমি মাথাব চুল পাকালাম—আমার বৌমা। এ আপনারই বই বৌমা প্রদীপ আমাব ছেলের বযেসী।" চলনা চলনা—বলেই তিনি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে মঞ্চের উপর উঠে

দৃশ্যের কি একটা ত্রুটি সংশোধন করবার প্রয়াস পান। আমি কিঞ্চিৎ অবসর পেয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করি।

"আপনি ত আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না প্রদীপবাবু? আমি পাশে বসে অথচ একটি কথাও বলতে পারছিনে,"—লেখার কথায় আমার যেন তন্দ্রা ভাঙ্গে।

"ও মাপ করবেন। স্বপ্না, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত—"

আমাকে বাধা দিয়ে লেখা বলে ওঠে—"ওটা আর শুনতে ভাল লাগে না, আমার কী পৃথক কোন পরিচয় নেই?"

"ও। ইনি শ্রীমতী লেখা দাস আর ইনি—"

এবার স্বপ্না বাধা দিয়ে বলে "আমি ওঁর স্ত্রী, আমার নাম স্বপ্না।"

স্বপ্নার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'ল যেন সম্মুখে ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয় দেখছি। স্বপ্নার পরিচয় দানটা আমার কাছে শুধু আশাতীত নয় যেন ব্যঙ্গ রূপে প্রতীয়মান হল। দ্বিতীয়বার পরিচয় দানে বাধা পেয়ে আমি নির্বাক হ'য়ে গেলাম।

"আপনার নাম শুনেছি এত, সিনেমাতে ও ছবিতে দেখে কত ভাল লেগেছে, আজ মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে খুবই আনন্দিত হলাম—এটা আমার সৌভাগ্য বলতে হবে।" স্বপ্নার সৌজন্য সর্বদাই রুচিমার্জিত।

"এটা আপনি কী বলছেন স্বপ্না দেবী—বরং আপনার পরিচয় লাভই আমার সৌভাগ্যের কথা, আপনার স্বামী বহুদিন থেকে আমার প্রিয় লেখক, আপনার মত সৌভাগ্যবতী এমন স্বামী "—শেষের দিকে লেখা যেন বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারলনা, কিসে যেন বাধা দিল, হয়ত বা আনন্দই।

মহড়া শেষ হ'লে আমরা বাড়ী ফিরলাম।

"এটা তুমি কী করলে স্বপ্না? ও সব জায়গায় কী তোমার যাওয়া উচিত, আমি যেন নেহাৎ দায়ে ঠেকে যাই,—আমি ত হঠাৎ ভাবলাম কারো অসুখ বুঝি।"—স্বপ্না আমার ঘরে বসে আমার শয্যার উপর, আমি অদূরে খেতে খেতে তাকে সেখানে যাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম।

"এমনিই ইচ্ছে হল তোমার বইএর অভিনয় দেখবার।"

"আর ত দু'দিন পরেই হবে—রিহার্সাল দেখে কী আনন্দ হয়? আমার যেন তা ছাড়া যদি সখ ছিল বললেই পারতে, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। ক'মিনিটই বা দেখলে "

"কিছুই দেখিনি। পরিচয় দানেই সময় কেটে গেল, হঠাৎ এগারটার সময় ইচ্ছে হল—পড়ছিলাম, ওকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম "

"বরেণও সঙ্গে গিয়েছিল? ওকে ভিতরে নিয়ে গেলে না কেন?"

"নাঃ, তুমি আছ দেখেত ও দরজা থেকে ফিরে গেল, মা একা ছিল বাড়ীতে," কোন উত্তর না দিয়ে আমি নিঃশব্দে খেতে থাকলাম,—"ঐ বুঝি বিখ্যাত লেখা দাস। বাস্তবিকই মেয়েটি সুন্দরী—বাংলাকে পাগল করবার মত রূপ আছে ওর।"

"হ্যাঁ, বেশ মেয়েটি, এত নামের কোন অহংকার নেই, আর খুব স্থির এবং স্বল্পভাষী—ওর ভিতরে কিছু সঞ্চয় আছে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে—।" এই কথাটা বলে আমি স্বপ্নার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার অর্থপূর্ণ স্থির দৃষ্টি আমার পূর্ব্বের কথা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল। স্বপ্নার দৃষ্টি দেখে আমি থমকে গেলাম, তার ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি আমার ভাষার পথ হারিয়ে দিল।

"কী ভাল কথা মনে পড়েছে প্রদীপ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ। কী যেন ঠিক মনে পড়ছে না এখন—যাক, বিশেষ দরকারী নয়।" আমি উঠবার চেষ্টা করতেই স্বপ্না বাধা দিল।

"ওকী! দুধ পড়ে থাকল যে? খেয়ে ফেল।"

"আর পারছিনে—পেট দেখ।"– আমি জামা তুলে নিজের অক্ষমতা জানাবার বৃথা চেষ্টা করি।

"দেখ রোজ খাবার সময় বউএর মত 'এটা খাও' 'ওটা খাও' বলতে আমার ভাল লাগে না– কাল থেকে চাকরটাকে বসিয়ে দেব।" কৃত্রিম ক্রোধের আভাষ পাই তার দৃষ্টিতে।

"ও! এবার মনে পড়েছে। তুমি লেখার কাছে নিজের ও পরিচয় দিলে কেন- ছিঃ– আমার এমন লজ্জা করছিল।"

"এমনি দিলাম। এত বড় লেখকের স্ত্রী এবার গৌরবটুকু ছাড়বি কেন। মেয়েদের চেন ত। তোমার মনে আছে প্রথম রাত্রে এই বাড়ীতে এসে আত্মীয়দের কাছে তুমি নিজে কী পরিচয় আমায় দিয়েছিলে? মনে আছে ত?"

"হুঁ।" দুধটুকু নিঃশব্দে পান করে উঠে পড়ি।

আমার নাটক মঞ্চস্থ হবার কথা নির্দ্ধারিত দিন এসে উপস্থিত হল।

প্রভাত থেকেই স্বপ্নার অসীম আনন্দ আমি লক্ষ্য করলাম, সে আনন্দ তার হৃদয়ের কোন গোপন উৎস থেকে আত্মপ্রকাশ করছিল যেটা অকৃত্রিম, যে উৎসটি হয়ত বা প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় অতল, তার সেরূপ আনন্দ দেখে আমার যে আনন্দ হয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হব না। বিদেশে জর্জ্জরিত মন ও দেহ নিয়ে নির্জ্জন নিভৃত জীবনে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আরও একজন যে ছিল সেটা আমার শুধু আনন্দের

নয়, কতবড় গর্ব্বের, কতখানি সান্ত্বনার আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম ; সেদিন স্বপ্নার সেই শিশু-সুলভ চাঞ্চল্য আমাকেও হাত ধরে যেন আমার বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, আমরা দুজন শিশু যেন হাত ধরাধরি করে' সমুদ্রের বালুতটে ছুটোছুটি করে বিভিন্ন ঝিনুক সংগ্রহ করছি, সে সঞ্চয়ে স্বপ্না তার ক্ষুদ্র অঞ্চল পূর্ণ করে নেবার চেষ্টা করছে, আমার যে-কোন সংগ্রহে সে পূর্ণ দাবী করে' সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করছিল ; সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তার সৈকতভূমিতে নিজের ধন কেড়ে নেবার বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু গর্জ্জন করে' আক্রমণ করছে, তার গর্জ্জনের ভাষায় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে বেলাতটে অসীমের সংগ্রহ নেবার কাহারো অধিকার নাই, গ্রহণ করলেও ফিরবার পূর্ব্বে পুনরায় সে ধন তারই পাদদেশে অঞ্জলি দিয়ে যেতে হবে। এক একবার সংগ্রহ হারাবার ভয়ে স্বপ্না যেন আমার হাত আপ্রাণ শক্তিতে চেপে ধরছিল।

সেদিন সকালে চা পানের পর বরুণকে বাজারে পাঠিয়ে দিল— "আজ একটু ভাল বাজার করে এন ত! সন্ধ্যেবেলা আজ আর একটুও রান্না হবে না—"

স্বপ্নাকে প্রতিবাদ করে আমি বললাম—"কেন? রাত্রে না খেয়ে থাকব! ও বাবাঃ, আমি সে পারব না, শেষ রাত্রে আমার অবস্থা কাহিল হোক আর কি!"

"উঃ, কী পেটুক! একবেলা সংসারের খরচ বাঁচুক এও সহ্য হয় না,—অর্দ্ধেক মা বষ্ঠী, অর্দ্ধেক—"

"মাসীমাকে বলে আসব? ডাকব মাসীমাকে!...মাসীমা ও মাসীমা ..."—স্বপ্নার মা হয়ত নিকটেই কোথাও ছিলেন তিনি এসে উপস্থিত

হলেন। "দেখছেন মাসীমা, স্বপ্না আমাকে পেটুক ত বলছেই আবার রাত্রে ব্যবস্থাও করছে হবিষ্যিব—রাত্রে কী খাব বলুন ত ?"

"কেন ওকে বারবার পেটুক বলিস স্বপ্না ? হঠাৎ কোন সময়ে নজর লেগে যেতে পারে, তাও ত কলকাতায় ওর খাওয়া নাই বললেই হয়।"—স্বপ্নার মা মৃদু হেসে মতামত প্রকাশ করেন—"কেন রাত্রে সব খাবিনে কেন, কোথাও নিমন্ত্রণ আছে নাকি ?"

না মা, আজ প্রদীপের নাটকের আরম্ভ কিনা, সাড়ে সাতটায় আরম্ভ, ফিরতে ফিরতে রাতও হবে, প্রদীপের অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রভৃতি পালা শেষ করে' কত রাত্রে ফিরতে পারি কে জানে- তাই কিছু ছাই খাবার করে আমার শোবার ঘরে ঢেকে রাখতে বলেছি - চাকরটারও আজ একটু ছুটি হয়,"—স্বপ্না ব্যবস্থা প্রকাশ করে।

"এটা আগেই বলে ফেল্লে পারতে! তবে ত কিছু ব্যবস্থা আছে, আমাকে যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল, উঃ!" মাসীমা হেসে ফেলেন। "হ্যাঁ মাসীমা, আপনি যাবেন ত ? আপনি না গেলে কিন্তু আমার সব আনন্দই মাটি হয়ে যাবে।"

"আমার আজ যাওয়া হবে না বাবা! বাচ্চাটাকে নিয়ে থাকব, আর একদিন স্বপ্না থাকবে ওকে নিয়ে আমি যাব। আজ আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ যাবে তোমার সঙ্গে,"—তিনি অকৃত্রিম স্নেহে শেষের কথাগুলো বলেন।

"চল, একটু মার্কেটে বেড়িয়ে আসি, কিছু কিনতে হবে।"—চা পান শেষ হবার পর করুণ বাজার করতে গেল, স্বপ্না তার প্রস্তাব করে বসল।

"এই সকালে মার্কেটে! কী এমন দরকারী জিনিষ আজ কিনতে হবে বলত ?"—আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করি।

"আজ আমার বড় শুভদিন স্বপন! ভেবেছি আজ তোমার নাটক দেখতে যাবার সময় নতুন সাড়ী ও জামা প'রে যাব, তোমাকেও তাই প'রে যেতে হবে, আজ আমি কোন কথা শুনব না, আমার এ অনুরোধটা আজ রাখতেই হবে প্রদীপ।"

"তুমিও এসব মানো স্বপ্না। এর কোন মানে আছে?"

"হয়ত নাই। মন কোন জিনিষ মানবার সময় মানে খোঁজে না, মন লজিক জানে না প্রদীপ, আমরাই তাকে জানবার আপ্রাণ চেষ্টা করি। আর তাছাড়া আনন্দের সঙ্গে নতুনত্বের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে মানো ত! আজ তুমি আমার এ কাজে বাধা দিওনা।"—তার অনুরোধের পর আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম, সে চিন্তা অবশ্য স্বপ্নার অভিমতের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যতা বা অসত্যতা উপলব্ধি করবার জন্য নয়।

"একটা সর্ত্তে রাজি হতে পারি, তুমি যদি সে সর্ত্তে রাজি হও।"

"কী সর্ত্ত বল। একটু মার্কেটে যাবে তাতেও সর্ত্ত আছে, মানুষ এত 'প্রোভাইডেড' দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। বল, এদিকে বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।"

"আজকার দিনে তোমাকে সাড়ীখানা আমি উপহার দেব, কোনদিন এমন কথা বলিনি, তোমার মুখে মনের ভাষা প'ড়ে বলবার সাহসও পাইনি, কিন্তু 'না' বললে খুবই আঘাত পাব স্বপ্না।"

আমার কথা শুনে চঞ্চলা কন্যা যেন একটু থমকে দাঁড়াল, আমার দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে বোধ হয় আমার অন্তরের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করে সক্ষম হ'য়েছিল, নিজের আঁখির দৃষ্টি কুহেলিকাময়ী করে' উত্তর দিল—"তোমার উপহার আজ আমি মাথায় করে' নেব প্রদীপ, এ আমার গর্ব্ব!"

এই সত্যটি উদ্ঘাটনের পর আপনি হয় ত কিঞ্চিৎ বিস্মিত হবেন, কিংবা হয়ত আমার দিকে তাকিয়ে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসবেন, কিন্তু এটা নগ্ন সত্য। স্বপ্নার সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, সে পরিচয় ক্রমশঃ কি ক'রে লোকের ঔৎসুক্য জাগিয়ে, কুৎসিৎ সন্দেহ জাগিয়ে সান্নিধ্যের সাহায্যে নিকটতম হয়েছে তার বিস্তারিত ও সত্য ইতিহাস আপনাকে জানিয়েছি, আমি বিন্দুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করি নাই সুতরাং এ সময়ে সামান্যের জন্য সত্যের উপর কালিমা লেপন ক'রে স্বপ্নার স্মৃতিকে আমি মলিন করতে চাইনা। এতদিনেও আমি স্বপ্নাকে কিছুমাত্র দ্রব্য উপহার স্বরূপ দিতে পারিনি, এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আমি স্বপ্নার হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তা'তে আমি এ সাহস পাই নাই, হয়ত বা স্বপ্নার গোপন হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় আমি পাইই নাই।

সুতরাং সেদিন আমি প্রস্তাবটা অতীব সঙ্কোচে বলে ফেলে উত্তরের জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম।

সেদিন স্বপ্না আমাকে সাহায্য করেছিল।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে স্বপ্না বেশভূষা সমাপ্ত করে নিল, তার সাজসজ্জা আমার আজও মনে আছে, এখনও মাঝে মাঝে আমার মন বিস্মৃত-প্রায় স্মৃতিকে আঘাত ক'রে স্বপ্নার স্বপ্নকে অন্য বর্ণে চিত্রিত করবার প্রয়াস পায়, পর মুহূর্ত্তেই পরবর্ত্তী ইতিহাস এসে সে বর্ণকে মুছে ফেলে অন্য রং দিয়ে চিত্রিত করতে চেষ্টা করে, আমার অন্তরের পরস্পর বিরোধী দুই চিত্রকর যে দ্বন্দ্ব তোলে তার জন্য আমি বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠি। স্বপ্না সেদিন নতুন গৈরিকবর্ণের সিল্কের শাড়ী ও ব্লাউজ পরে, আপাদমস্তক আধুনিক প্রসাধনে চর্চ্চিত করে, তার স্বভাবজাত বঙ্কিম ভ্রূকে চিত্রিত ক'রে আরও সূক্ষ্ম ও বঙ্কিম করে, চম্পককলির ন্যায় অঙ্গুলির সুন্দর

নখরকে ঈষৎ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে' পায়ে দিল আলক্তক, সারাদেহে ছড়িয়ে দিল মৃদু সুগন্ধি—স্বপ্না নিজের প্রসাধনে বরাবরই সতর্ক ও রুচিমর্জ্জিত, সেদিন যেন সে তার সমস্ত বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা নিজেকে অপূর্ব্ব করে' তুলল, দীর্ঘ কেশকে সুন্দর একটি এলো খোপায় পরিণত করে' তার শীর্ষবদ্ধ কালো রেশমগুচ্ছকে এলায়িত করে' বিলম্বিত করে' দিল, মাথার উপর সামান্য কাপড় তুলে দেওয়ায় রেশমগুচ্ছ ও তার উজ্জ্বল পুঁতিগুলো স্বচ্ছ বস্ত্রের অন্তর থেকে বাহিরের পৃথিবীকে আকর্ষণ করছিল, সেদিন আমি লক্ষ্য করলাম যে স্বপ্না তার সিঁথিতে রক্তবর্ণের সিন্দুরে দীর্ঘ রেখাঙ্কিত করে' শুচির শুভ্র কপালে কৃষ্ণ বঙ্কিম ভ্রূর মাঝে উজ্জ্বল একটি কুমকুমের টিপ দিয়ে তার সুসম্পন্ন সাজসজ্জাকে সুন্দর করে' তুলল। নারীর রূপ বর্ণনায় আমি বিশেষ নিপুন নই, এ অক্ষমতা আমি সর্ব্বদা স্বীকার করে এসেছি সুতরাং সে সন্ধ্যার স্বপ্নাকে কল্পনা করবার দায়িত্ব আমি আপনার উপর দিলাম, সেজন্য আপনি মহাকবি কালিদাসের কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের মহামূল্য রূপবর্ণনার সাহায্য নিতে পারেন, কিংবা অনুমান করতে পারেন যে আপনি আপনার জীবনে যে মেয়েকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে মনে রেখেছেন স্বপ্না তার চেয়ে সুন্দরী, কিংবা আপনি প্রথম জীবনে যে মেয়ের সঙ্গে প্রথম প্রেমে পড়েছিলেন, স্বপ্না তার চেয়েও সেদিন স্বপ্নময়ী হয়েছিল।

আমি মুগ্ধ হ'য়ে তার দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকলাম।

"কী, হাঁ করে তাকিয়ে আছ যে? সং দেখছ নাকি?"—স্বপ্না বুকের পর পিনটা সন্তর্পনে লাগিয়ে বলে।

"সং নয়, রং দেখছি---রং-এর বিভিন্ন ছন্দে হয়ত ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত হবার চেষ্টা করেন স্বপ্না।"

"ওঃ—বেশীক্ষণ তোমার সম্মুখে থাকা নিরাপদ নয় দেখছি, তুমি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমিক কিনা হয়ত বা আমার মতামতের অপেক্ষাই করবে না—"

রূপের প্রশংসা করলে খুসী হয়না এমন নারী আমাদের পৃথিবীতে নাই অন্য কোন গ্রহে আছে কিনা জানা নাই আমার।

"এ মূর্ত্তিকে দেখে পশুও তার পশুত্বকে দমন করে স্বপ্না, দেখনা দুর্গার পদতলে পশুরাজ সিংহ—"

"ও বাবাঃ—সিতাংশু দেখছি তোমাকে প্রমোশন দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, হয়ত বা সক্ষমও হয়েছে।' স্বপ্না মৃদু হেসে বলে।

"তা হয়ত হয়েছে, তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু ভাল, হ্যাঁ খুব ভাল দেখালেও যৌবনে তোমার এই যোগিনী বেশ আমাকে পীড়াই দিচ্ছে স্বপ্না—অন্য একটা রং পছন্দ করলে পারতে।"

"যোগিনী না সেজে উপায় নাই, তোমাদের হাত থেকে বেঁচে থাকতে হ'লে গৈরিকই শ্রেষ্ঠ রং,"—স্বপ্না বলে।

"বিশেষ আশা নাই, সিতাংশু শুনেছি প্রেমের বলশেভিক সৈন্য, আর আমি—? আমি ত দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখ হবে বেচারা বরেণের। যাক, এবার চলো, বরেণত আগেই এগিয়েছে, আমাদের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, আমি আজ না উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত ওরা আরম্ভ করতে পারবে না।"

স্বপ্নার ইচ্ছায় রীতিমত হিন্দুমতে যাত্রা সম্পন্ন করে' আমরা গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম, স্বপ্নার উজ্জ্বল সহাস্য আঁখির দৃষ্টি আমার আজও মনে পড়ে।

বরেণ পূর্ব্বেই আমার অনুমতিপত্র নিয়ে রঙ্গালয়ের একটি মূল্যবান আসন গ্রহণ করেছিল, কোথায় ছিল আমি অন্বেষণ করবার সময় পাই

নাই, প্রথম রজনীর আনুসঙ্গিক ব্যবস্থায় আমার বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না।

আমরা উপস্থিত হ'তেই কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করে' পাদ-প্রদীপের সম্মুখে নির্দ্ধারিত আসনে বসিয়ে দিল, নাটক আরম্ভ হতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল, অত্যুজ্জ্বল প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহে সমবেত নরনারী আমার প্রথম নাটককে দেখতে এসেছিল, তাদের জনতায়, আলোকের তীব্রতায়, জনতার বিচিত্র ও বিভিন্ন ভাবে, রসে ও রূপে তাদের তদকালীন অসহিষ্ণুতায় আমি যেন স্বেদসিক্ত হয়ে উঠলাম, মনে মনে আমার ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানালাম যে আমার দেশের রসপিপাসু ভাই-বোনকে আমার প্রথম প্রণাম যেন সার্থক হয়, যখন আমি আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম তখন আমার পার্শ্বে বসে স্বপ্না উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল।

কলকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নাটকের প্রাথমিক যবনিকা উন্মোচন করলেন, ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা দ্বারা সমবেত রসপিপাসু দর্শক মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করলেন, পরে আমি কম্পিত কণ্ঠে সকলকে আমার প্রণতি জানিয়ে আসন গ্রহণ করলাম। তারপরই সকলের দৃষ্টি আমার প্রতি, বিশেষতঃ স্বপ্নার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রেক্ষাগৃহে মৃদু গুঞ্জনের সৃষ্টি করল, আমি যেন যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম।

শুভ মুহূর্ত্তে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল।

প্রথম অঙ্কের পর পরিচালক মহাশয় সেদিন উপস্থিত ও নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় করিয়ে দিলেন, বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তি, লেখক, কবি, দার্শনিক, সাংবাদিক ও নেতাকে আমার প্রাণের নমস্কার জানালাম,—তাঁদের স্নেহ আমার জীবনের একমাত্র পাথেয় হ'য়ে থাকবে।

আমাদের ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ আছে যে বহু লোককে একসঙ্গে দেখা পুণ্য, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই ভগবানের প্রকাশ আছে, তাঁদের সমষ্টির নামই ঈশ্বর, সেইজন্য পূর্বের জ্ঞানীরা তীর্থক্ষেত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন, তীর্থক্ষেত্রে দেবতার মন্দিরে ভগবান জাগ্রত কি স্বপ্ন জানিনা, তবে এইটুকু আমি বিশ্বাস করি তীর্থক্ষেত্রকে লক্ষ্য করে দেশবিদেশ থেকে যারা আসে তাদের মিলনেই ঈশ্বর মূর্ত হয়ে ওঠেন, ঈশ্বর-দর্শনকামী তীর্থকামীদের অন্তরে সে সময় ভগবান পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হ'য়ে ওঠেন, পূর্ণকুম্ভে শত সহস্র সন্ন্যাসী যে পথে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে স্নানার্থে যান সে পথের ধূলিকণা লোকে ভক্তিভরে মাথায় গ্রহণ করে, সে ধূলি পূত হয় সন্ন্যাসীর পদরেণুতে নয়, পূত হয় সহস্র মানুষের পদরেণুতে। আপনি হাসতে পারেন কিন্তু আমি এটাকে বিশ্বাস করি।

সেদিনও সমবেত মানুষের আন্তরিক স্নেহে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

যথাসময়ে নাটক শেষ হ'ল, আমার সে রচনা রসপিপাসু দর্শককে স্পর্শ করতে পেরেছিল দেখে আমি কলালক্ষ্মীকে শত সহস্র প্রণাম জানিয়েছিলাম।

সে রাত্রি আমার স্মরণীয় রাত্রি।

আপনার আশীর্বাদে আমার নাটক প্রতি রাত্রি অভিনীত হ'তে থাকল সকলের মনস্তুষ্টি করে'।

প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর আমি স্বপ্নাকে তার নিজের মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তখন সন্ধ্যা, পূর্বের মত স্বপ্নার বারান্দায় অনুজ্জ্বল সবুজ আলোর বুকে আমরা বসেছিলাম, দু'জনের মধ্যে বিশেষ

কোন কথাবার্তা ছিলনা, চাপচাপ স্তব্ধতাই যেন আমাদের মনের ভাষা প্রকাশ করছিল, আমি তাকিয়ে ছিলাম সম্মুখের রাজপথের দিকে, চঞ্চল জনতা সেখানে মহানগরীর ভাষারূপে ভাব প্রকাশ করছিল, সুতীব্র প্রতিযোগিতা সেখানে মানুষের অন্তরের কথা বলছিল, জানিয়ে দিচ্ছিল তার সমূল ধ্বংসের দিকে যাত্রার কথা। আমাদের বারান্দায় মৃদু স্নিগ্ধ আলো স্তব্ধতার বুকে ভাষার জন্য আর্তনাদ করে বেড়াচ্ছিল, অন্তর তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল স্থির হ'য়ে বহির্জগতের চাঞ্চল্য দেখবার জন্য অনুরোধ করে।

আমিই প্রথম সে মৌনতাকে ভঙ্গ করলাম—"স্বপ্না, নাটক কেমন লাগল তুমি ত বললে না কিছু "

"আমি। ওঃ, আমার মতামত এখনও তুমি পাওনি ন ? আমার মতামতে তোমার কী লাভক্ষতি হবে? অত লোকে আকণ্ঠ সুখ্যাতি করল তাতেও তোমার মন ভ'রল না। মনটাও তোমার ভীষণ পেটুক দেখছি।"

"হুঁ! করলে স্বপ্না। মনটা আমার পেটুক নয় বরঞ্চ ক্ষুধিত, কোন-দিনই সে কিছু খেতে পায়নি, রোগীর রুগ্নশরীরে তাকে খুব খানিক খেতে দিলে সে বল ত পায়ই না বরং তার অসুখ বেড়ে যায়, তার দরকার রোগ অনুযায়ী পথ্য, বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন পথ্য, সাধারণ প্রচুর খাদ্য ত তখন তার অনিষ্টই করে— "

"ও বাবা! এ যে একেবারে সিতাংশুর দ্বিতীয় সংস্করণ, তোমার বুভুক্ষু মন কী এখন আমার প্রেম-পথ্যের জন্য মুমূর্ষু ? তা যদি হয় তবে ত এতদিনে কিছু সুস্থ সবল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল—কিন্তু কোন উন্নতিই দেখছিনা, মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেব নাকি— ?'

"স্বপ্না - স্বপ্না—"—আমি স্বপ্নার কথার নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে যেন হঠাৎ তার হৃদয়ের মণিকোঠার সন্ধান পেলাম, এতদিন যে ইঙ্গিতের আশায় আমি রুদ্ধশ্বাসে মুহূর্ত গণনা করেছি।

"হ্যাঁ, তুমি আমার মতামত চাচ্ছিলে না? তাহ'লে বলি শোন—" —স্বপ্না হয়ত আমার অন্তরের উচ্ছ্বাস বুঝতে পেরে আমাকে নির্বাপিত করবার জন্য বলল, প্রদীপের শিখাটি যেন তারই করায়ত্ত, ইচ্ছামত অনুজ্জ্বল ও উজ্জ্বল করতে পারে।

"শোন, একটা কথা তোমাকে বলি, নিজের জীবনকে নাটকে পরিণত করবার ইচ্ছা থাকলে নাটক লিখে তোমার অবসর থাকবে না, বিশেষ তোমার মত দুর্বলচিত্তের লোকের জীবনে এক একটি সপ্তাহেই হয়ত বা নাটকীয় ঘটনা ঘটতে পারে যাতে পড়ে'ও তোমার জীবনে কত যে উত্থান পতন হবে তা ভেবে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠছি। নিজের মনকে যদি সবল না করতে পার তবে তোমার জীবনে শ্রীলেখা কিংবা স্বপ্নাকে কেন্দ্র করে' নাটক লিখে তুমি এখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারবে না।"

"তার মানে? তুমি কী বলতে চাও যে তোমাকে কিংবা শ্রীলেখাকে কেন্দ্র করে আমার এই নাটক হয়েছে? এ তোমার ভুল ধারণা।"—আমি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করি।

স্বপ্না মৃদু হেসে ওঠে "তুমি কী আমাকে শিশু মনে কর? আমিই যে স্বপ্না একথাও তুমি ভুলে যাচ্ছ স্বপন। এতে আমি দুঃখিত হইনি কারণ স্বপ্নাকে নাটকে তুমি যেমন মহিমান্বিতা করে সৃষ্টি করেছ, তাতে আমার নিজের উপর কাল থেকে বিশেষ একটা শ্রদ্ধা হয়েছে, সম্মুখে উজ্জ্বল পবিত্র একটা আলো অন্ধকারে সাহায্যই করে, আমাকেও তোমার 'স্বপ্না' যথেষ্ট সাহায্য করবে, কিন্তু আমি একটা জিনিষ দেখে

খুবই দুঃখিত হয়েছি প্রদীপ, আমাকে কাল থেকে খুবই ব্যথিত করে রেখেছে।"—শেষের দিকে অতি আধুনিক শিক্ষিতা স্বপ্নার কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হ'লে আমার কাছে মনে হল, আমি সচেতন হ'য়ে তাকে প্রশ্ন করলাম—

"কী স্বপ্না? তোমাকে আঘাত দেবার মত কিছুই ত লিখি নাই—।" তখন আমি একমুহূর্তে নাটকের আদ্যোপান্ত ভেবে নেবার চেষ্টা করলাম, আমার দৃষ্টির সম্মুখে গত রাত্রের অভিনয়ের প্রত্যেকটি দৃশ্য যেন পুনরায় অভিনীত হ'য়ে গেল।

"কৈ, আমি ত কিছু খুঁজে পেলাম না, স্বপ্না—"

স্বপ্না কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে আমার উদ্বিগ্নতা অধিকতর বর্দ্ধিত করে' দিল।

"তোমার অত ব্যস্ত হবার কিছু নাই, সেটা আমাকে কেন্দ্র করে' নয়, সেটা হচ্ছে তোমার নাটকের নায়কের দুর্ব্বলতা—স্বপ্নার সাহায্য ছাড়াও দাঁড়াবার জন্য তার মেরুদণ্ডের আরও শক্তি থাকা উচিত ছিল।"—স্বপ্না কিছুক্ষণ চুপ করে' থাকে, পরে কিছু ধীর কণ্ঠে পুনরায় বলে—"তোমাকে অত দুর্ব্বল ভাবতে আমি বড় দুঃখ পাই স্বপন, তোমাকে আমি দীপ্ত ভাস্করের মত মহীয়ান দেখতে চাই, পরের আলোয় আলোকিত চন্দ্রের মত নয়, সে আলো যতই মধুর হ'ক আমার মনকে স্পর্শ করে না— একটা মেয়ের সাহায্যে নিজের ভরাডুবি বাঁচান' পুরুষের যোগ্য নয়, নাটকীয় মর্য্যাদা তার যত অধিকই হোক।"

"কিন্তু আমার জীবনে যে এটাই সত্য স্বপ্না।"

"সেইজন্যই বললাম, নাটকের ঐশ্বর্য্য তাতে অনেক বেড়েছে সন্দেহ নাই। তোমার আর একটা ভুল হয়েছে—"

"কী—?"

"নাটকের শেষটা ঐভাবে মিলনান্ত না করে বিয়োগান্ত করলে হয়ত দর্শকের মনকে আরও স্পর্শ করতে পারতে—"

"তাতে যে আমার ভরাডুবি হ'ত স্বপ্না—"

"তোমার?"—স্বপ্না যেন চমকে ওঠে। "অর্থাৎ তোমার নাটকের নায়কের বল।" সে যেন জোর করে' আমার কাছ থেকে সেই উত্তর চায়।

"হ্যাঁ, বল।" আমি যেন মৃতের মত শেষ উত্তর দিই। স্বপ্না সেটা উপলব্ধি করতে পারে, সময়ের চাহিদা উপলব্ধি করে' তাকে সামলানো স্বপ্নার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

"আচ্ছা, এই রকম সমাপ্তিই থাক, স্বপ্না যদি তোমাকে পৃথিবীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করে' তুলতে পারে তবে সে তার জন্মকে সার্থক মনে করবে। আমি পারি তো, হলে শেষটা একটু বদলে দিতাম, অবশ্য মিলনান্তই রাখতাম তবে রংটা অন্য প্রকারের দিতাম।"

"অর্থাৎ আরও সুন্দর রং দিতে?"

"হ্যাঁ, সে রংটা উজ্জ্বল না হ'লেও সুন্দরতর এইটুকুই বলতে পারি।"

"বেশ ত স্বপ্না, নাটকে না হলেও তুমি আমার জীবনে সেই রংই দাও—"

"আমারও সেই ইচ্ছা থাকল।"—স্বপ্না অন্যদিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে নিজের মনের অভিমত প্রকাশ করে।

আমি সেই আবহাওয়ার স্বপ্নাচ্ছন্ন মোহচ্ছন্নতায় স্বপ্নার মুখ দেখবার চেষ্টা করি, আমার দৃষ্টির সম্মুখে তার মুখ যেন বারবার কম্পিত হ'য়ে ওঠে, যেন আলোর অস্পষ্টতায় তার মুখখানি যেন আমার আরও সান্নিধ্যে চলে আসে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার আঁখিপল্লব নিমীলিত হয়।

আমার নাটকের কিছুদিন পর আমি স্বপ্নার অনুমতি পেয়ে পুনরায় আমার পুরাতন মেসে ফিরে আসি। স্বপ্না সানন্দচিত্তেই অনুমতি দিয়েছিল, বোধ হয় তার মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে আমার ক্ষতবিক্ষত মনের ক্ষত পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করেছিল, সুতরাং আমাকে আর একাকী বাস করতে দিতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না।

আমি পুনরায় পুরাতন দীন মেসে জীর্ণ মন নিয়ে সংসার পাতলাম। নাট্য-জগতের স্বাদের চাপেই হ'ক, নির্জ্জনতাপ্রিয়তার ক্রমবর্দ্ধমান স্পৃহার জন্যই হ'ক, স্বপ্নার বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যায় যাবায় পরিবর্ত্তে সপ্তাহে দু'একদিন যাবার ব্যবস্থা করলাম, এ পরিবর্তন সেও লক্ষ্য করে' একদিন বলেছিল

"কী, একেবারে ডুমুরের ফুল হলে যে—সপ্তাহে একদিন তোমার দর্শন পাওয়া যায় যে!"

"তোমার পড়াশুনার চাপ পড়েছে, এখন রোজ সন্ধ্যাটায় গল্প করলে আমার ভালই কাটে অবশ্য, তবে তোমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলের নয়; তাই ঠিক করেছি সপ্তাহে একদিন আসব—।"

"ওঃ, সিতাংশুর মত? কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় এস না, ক্লাশ করবে, তুমি অন্যদিন বেছে নাও—"

"তা নিয়েছি—আমি রবিবার সন্ধ্যায় আসব ভাবছি—সিতাংশুর সঙ্গে ক্লাশ করলে আমার মার্কেট খারাপ হবে—প্রতিযোগিতায় ওর সঙ্গে পারব কেন? ও যে জহুরী!" দু'জনেই হেসে উঠি।

"রোজ সন্ধ্যে বেলা কী কর? থিয়েটারে আস বোধ হয়।"—স্বপ্নার জিজ্ঞাসু নেত্রের নিহিত ভাষা আমি বুঝতে পারি।

"তুমি ভুল করছ স্বপ্না, আমি থিয়েটারের অভিনেতা নই,

নাট্যকার, আর তা ছাড়া থিয়েটার রোজ হয় না, সপ্তাহে দু'দিন হয় মাত্র।"

"থিয়েটার অর্থাৎ অভিনয় দু'দিনই হয় বটে, কিন্তু থিয়েটার-হল্ রোজ একই জায়গায় থাকে।"

"ও, না তোমার [illegible]

"না [illegible] বাড়ি, ওর [illegible], তুমি ওদের সম্পর্কে খ্যাতি [illegible] দাও। আর [illegible] থাকে ভগবান [illegible]

"[illegible] আর [illegible] না ঠিক জানে, আমি [illegible] আপ [illegible]।

"[illegible]। আমার [illegible] স্বপ্নের [illegible]

[illegible] কিনা [illegible], কোনদিন সিনেমা [illegible] কোনদিন [illegible]—আমি [illegible]।

সেদিন [illegible] প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র [illegible] পার্কের দিকে তাকিয়ে

বসেছিলাম আরাম কেদারায়, রাজপথের জনতা তখনও বিশেষ চঞ্চল হয়নি সুতরাং আমার মনটাও নিস্তব্ধ পুষ্করিণীর কালো জলের মতই স্থির ছিল, তাতে আঘাত দিল দু'চারটি যুবক এসে জলের বুকে লাফিয়ে প'ড়ে, আমাকেও তেমনি সচেতন করল ক্ষুদ্র একখানা চিঠি এসে।

"প্রদীপ বাবু, একজন লোক আপনার একখানা চিঠি এনেছে,"— ম্যানেজার বন্ধ একখানা চিঠি আমার হাতে দিল। আমি আমার বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে এলাম।

"কে বলুন ত? লোকটা আছে না চলে গেছে?"—চিঠির খামখানার বহিরাবরণ দেখে আমি ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করি।

"চিনি না মশাই, খুব তকমাটকমা এঁটে এসেছে দেখলাম, ওখানে আছে, পাঠিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ দিন।" - সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম। তখন আমি চিঠিখানা খুলে পত্রপ্রেরকের নাম দেখেছি। পত্রবাহক এসে আমাকে আভিজাত্য-মার্জ্জিত রীতিতে সেলাম করে' দাঁড়াল. তার দিকে তাকিয়ে বললাম—"ও. তুম্! আচ্ছা মিসিবাবাকো বোল দেনা ম্যায় সামকো যায়ুঙ্গা।"-- আমার দৃষ্টি তখনও চিঠিখানার প্রতি ছত্রের উপর আবদ্ধ ছিল।

"জী হুজুর। মিসিবাবা হুজুরসে মেহেরবানি কর্ জবাব মাঙ্গিন্ হায়. হুজুরসে ক্যা হুকুম হোবে?" শীবাসিং তার স্বভাবসিদ্ধ বিনীত উত্তর দিল।

"ওঃ আচ্ছা লে যাও।" ক্ষুদ্র পত্রের ক্ষুদ্রতর উত্তর দিলাম, পত্রবাহক পুনরায় সেলাম করে বিদায় নিল। যে পত্রখানার উত্তর আমি দিলাম সেখানা অতীব ক্ষুদ্র বলে' আপনাকে তার প্রতিলিপি উপহার দিলাম।

"প্রদীপ,

কী হয়েছে? আজ তিনদিন তুমি আসনি। জোর করে' আনতে চাইনা, আজ খোকনের জন্মদিন, আজ এস। ইতি—শ্রীলেখা।

পুঃ—এটা খোকনের অনুরোধ।"

পত্রখানা এমন কিছু মহামূল্য নয় যে আপনাকে তার প্রতিলিপি দিতেই হ'ত, তথাপি দিলাম এই চিন্তা করে' যে ক্ষুদ্র পত্রখানা আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে, আপনার রসপিপাসু দৃষ্টির সম্মুখে বিচিত্র বর্ণচ্ছটাময় একখানি ছবি অঙ্কিত হ'য়ে উঠবে। কাহিনীর পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি করে' আপনার ধৈর্য্যকেও অযথা আঘাত দিলাম না।

ইতিমধ্যে ম্যানেজার আমার ঘরে প্রবেশ করে' আমার সম্মুখের চেয়ারটায় অনায়াসে বসল, আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম।

"কী ম্যানেজার বাবু, কিছু দরকার আছে? টাকা কাল ঠাকুরের হাতে দিয়ে দিয়েছি, দেয়নি আপনাকে?'

"দিয়েছে। টাকাই কী পৃথিবীর সর্ব্বস্ব হ'ল মশাই! এমনি কী আসতে নাই আপনার কাছে?"—ম্যানেজার নিজেই আমার সিগারেটের কৌট থেকে একটা সিগারেট নেয়, আমি তার কথায় লজ্জিত হ'য়ে দেশলাইটা তার হাতে তুলে দি'। ও লোকের অবশ্য অর্থের উপর বিশেষ কোন লোভ ছিল না কোনদিনই, অর্থ মিথ্যা ব্যবহারে সে বিশ্বাস করত এবং তার সে তথ্যকে নিজে প্রতি অক্ষরে পালন করত, তবে অর্থের প্রয়োজনীয়তায় তার তেমনই বিশ্বাস ছিল। ম্যানেজার আমার দৃষ্টির সম্মুখে রাশি রাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ত্যাগ করে' নির্লিপ্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা মশাই প্রদীপবাবু, ঐ তকমাপরা

চাপরাসীটি কে এসেছিল ?" তার এই প্রশ্নে আমার দৃষ্টির সম্মুখের ধূমাবরণ কেটে গেল।

"ওঃ, সেই লোকটা ? যে চিঠি দিয়ে গেল ?"—কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম, ম্যানেজারকে কী উত্তর দেওয়া সঙ্গত হয়, কয়েক মুহূর্ত মাত্র —"ও হচ্ছে লেখা দাসের চাকর—সিনেমার লেখা দাস।" দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সত্যটাই প্রকাশ হ'য়ে গেল।

"ও—ও—ও—!"—ম্যানেজার সিগারেটের ধোঁযায় তিনটি বৃত্ত বাতাসে উড়িয়ে দিযে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করে, "তার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি ?"

"হ্যাঁ আছে।"—আমার উত্তরে ম্যানেজার বিস্মিত হ'যে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, হাতের প্রায়-দগ্ধ সিগারেটটি ফেলে দিযে আর একটি তুলে নিযে দিযাশলাইএর জন্য হাত বাড়িযে দিল, আমি তুলে দিলাম।

আপনি বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান, আমি জানি সে সমযে লেখা দাসের সহিত পরিচয় থাকা বাংলার যে কোন যুবকের গর্ব্বের কথা ছিল, আমি লেখাকে উদ্দেশ্য করে' প্রেরিত বিভিন্ন স্থান থেকে পত্র দেখেছি, সেগুলোকে একত্র করে' প্রকাশিত করলে আপনি বাংলা সাহিত্যের উপর শ্রদ্ধাবান হ'তেন। সব চিঠিই অবশ্য যুবকের নাও হ'তে পারে, হযত বা তার অনেকগুলোই আপনার মত প্রৌঢ়ের ; কয়েকখানা পত্র এখনও আমার নিকটে সঞ্চয়ের তালিকাভুক্ত দ্রব্যের সঙ্গে আছে, আপনাকে গোপনে দেখাতে পারি। মেয়েরা যা চিঠি লিখে পাঠাত' সেগুলো শুধু বাংলা নয় বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পেতে পারে ; তখন সমগ্র বাংলার যুবতী ও ভাবী-যুবতীরা লেখার পদনখাগ্র থেকে অলকগুচ্ছের ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত অনুকরণ

করেছিল, পরজীবনে আমার বিবাহের পর তার তরঙ্গের আঘাত আমি রীতিমত অনুভব করেছি।

"হ্যাঁ দেখুন, ম্যানেজার বাবু, আমি এবেলা খাবনা, আমাকে এখনি বের হ'তে হবে," বলে' আমি উঠে পড়লাম, কারণ আমার ভয় হচ্ছিল যে তার পরই হয়ত সে বলে বসবে—'আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন?' কিংবা আমার সাধ্যাতীত কিছু। অবশ্য সে প্রকার কোন প্রশ্নেরই অবসর না পেয়ে বলল—"রাত্রে খাবার রাখবে—?" এ প্রশ্নে তার দিকে ফিরে তাকালাম, কিছু রাগও হল।

"হ্যাঁ, রাত্রে খাব।" অবশ্য আমি নিজেই জানতাম না যে রাত্রে মেসে খাব কিনা।

স্নানান্তে বেশভূষা সমাপ্ত করে' আমি লেখার বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

লেকের উপর আধুনিক কায়দায় সুন্দর একখানা বাড়ী তার নিজের। বাতায়নের আবরণ থেকে ঘরের কার্পেট পর্য্যন্ত সমগ্র দ্রব্য মূল্যবান ও আধুনিক। আমি দিতলে লেখার ঘরে পৌঁছে দেখি সে স্নান শেষ করে' কী একখানা বাংলা উপন্যাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ছে—আমি ঘরে প্রবেশ করতেই সে সেখানা বন্ধ করে' আরাম কেদারার উপর সোজা হ'য়ে বসল।

"এই যে এস, উঃ বাবুর এক বছর পরে আসা হল।"—লেখা মৃদু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করল।

"তোমার যদি অবশ্য তিনদিনে এক বছর হয়! কী বই ওখানা?"—আমি তার সম্মুখের আসনটায় বসে প্রশ্ন করি।

"তোমার যে বইখানা সূর্য্যোদয় সিনেমা নিয়েছে—কেমন হবে কে জানে, ঠিক তোমার ভাবকে ফোটাতে পারব কিনা কে জানে, আমার এত ভয় কখনও হয়নি।"

"ভাব ফোটাবার দরকার নেই, তুমি নামলেই বাংলা দেশ লুফে নেবে। বাংলা দেশে ক'টা ছবিতে ভাবের ধার ধারে ?"—আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার আন্তরিক মত বলি।

"তোমার ত ঐ এক বাঁধা বুলি হয়েছে—"

"যাক, এখন আর্টের চর্চ্চা করবার ইচ্ছা নাই, খোকন কোথায়—তাকে দেখছি না ?"—আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলি।

"স্নান করতে গেছে, আজ তার মাষ্টারের ছুটি, সুতরাং ভাবী ফুর্ত্তি—দেখ না এসেই আমি আজ যা উপহার দিয়েছি তার ব্যাখ্যা করতে বসে যাবে, তুমি তৈরী হও।"

"আমি তৈরীই আছি, তবুও একটা হাসি-খুশি মুখ দেখতে পাব।"—লেখার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে আমার কথা শুনে।—"চিঠিতে খোকনের মা নিমন্ত্রণ করলে আসতাম না নাকি ?"

"কি জানি, খোকনের মা'র ভরসা হ'ল না, আমি কিন্তু আশা করিনি যে তুমি সন্ধ্যার আগে আসবে—"

"এইখানেই ত গোলমাল। তুমি ঠিকমত আশাই করতে পার না—তাই ফল পাও না।"

"হবে। আশা করতে আর জীবনে ভরসা হয় না। যাক্ খোকন কিন্তু বলেছিল তুমি এক্ষণি আসবে ও তোমাকে আকর্ষণ করতে পারে দেখছি! এই যে খোকন এসেছে।"—লেখার দৃষ্টির অনুসরণ করে' দেখলাম যে খোকন স্নান শেষ করে' ঘরে প্রবেশ করল, লেখার প্রিয়

পুরাতন ভৃত্য রঘু তার দেহে একটি জামা অর্দ্ধেক পরিয়ে দিয়ে বাকী অর্দ্ধেকের জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে, বালকের একটি হাত তার মুঠার মধ্যে, বালকের চাঞ্চল্য বাধা দিচ্ছে।

"খোকন, জামা পরে নাও, ছিঃ, দুষ্টুমি করে না, রঘুমামা তা হ'লে বকুনি দেবে,"—লেখা বালককে মৃদু তিরস্কার করে।

"মা-মণি, কাকু—" বালক আমাকে ইঙ্গিত করে' বলে।

"হ্যাঁ কাকু এসেছেন, উনি ত পালিয়ে যাচ্ছেন না, তুমি জামা পরে' মাথা আঁচড়িয়ে নাও তার পরে কাকুর সঙ্গে গল্প খেলা যা ইচ্ছে কর। লক্ষ্মী ছেলে!"—মাতার আদেশ পালন করে' বালক এসে আমার কাছে বসে।

বালকটি লেখার পুত্র, বয়েস প্রায় সাত আট হবে, দেহকান্তিতে, অঙ্গসৌষ্ঠবে, মুখশ্রীতে বালক সর্ব্বাংশে লেখারই প্রতিচ্ছবি, পার্থক্য শুধু এই যে সে সর্ব্বদা হাস্য-মুখর, সর্ব্বদা চঞ্চল।

"রঘুদা, তোমার দাদাবাবুর জন্য খাবার পাঠাও, নয়ত আবার গিয়ে নিন্দে করবেন।"—লেখা প্রৌঢ় ভৃত্য রঘুকে আদেশ করে এবং আমার দিকে তাকায়।

"এই যে দিদিমণি এক্ষণি পাঠিয়ে দিচ্ছি, খোকনবাবুকে স্নান করা-চ্ছিলুম কিনা তাই একটু দেরী হ'ল নিন্দে আমার দাদাবাবু করেন না।"

রঘু চলে যাবার পর খোকন আমাকে দখল করল—সে আমার গলা জড়িয়ে আমার গালে চুমু খেয়ে বলে- "কাকু, ঐ ঘরে চলুন, দেখবেন আমাকে আমার মা কত·· কত · কী মা-মণি— ?"

"প্রাইজ!"—লেখা পুত্রকে সাহায্য করে।

"—হ্যাঁ, প্রাইজ, প্রাইজ দিয়েছে—চলুন আপনাকে দেখাব বলে সব

সাজিয়ে রেখে দিয়েছি—চলুন।" এবার সে দাঁড়িয়ে আমাকে টানতে আরম্ভ করে।

"দাঁড়াও, খোকন, তোমার কাকুর খাবার খাওয়া হ'ক, তারপর নিয়ে যেও—উনি এখন থাকবেন।"

"থাকবেন কাকু? বাঃ খুব মজা! আজ সমস্ত দিন, সমস্ত রাত থাকতে হবে- বলুন না কাকু? মা তুমি বল না। আজ আমি কাকুর কাছে শোব, কেমন? রঘু মামার বড় নাক ডাকে—ঘোঁ-ঘোঁ—।"—আমরা দু'জনেই হেসে উঠি।

"তোর কাকুরও ভীষণ নাক ডাকে—এ নাক আবার পোঁ-পোঁ করে—"

"ধেৎ! তুমি জান না মা-মণি - আমি শুনেছি!"

নাসিকা গর্জ্জনের সুখ্যাতি যে কোন যুবকের কাছে অপ্রীতিকর, বিশেষ একজন নারীর কাছে পাওয়া, সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলাম।

"যার নাক ডাকে সে শুনতে পায় না।"—লেখা গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়। রঘু খাবার ও ওভলটিনের সরঞ্জাম দিয়ে গেল, চায়ের উপর লেখার শুধু বিতৃষ্ণা নয় রীতিমত জাত-ক্রোধ ছিল, আমি চা-প্রিয়, প্রথমে প্রথমে প্রতিবাদ করেছি, বলেছি—"চায়ের নেশা ও পিপাসা ওভলটিনে যায় না লেখা।"

"আমার এখানে ও সামনে এই ভাবেই মেটাতে হবে।"

এখন আর বৃথা প্রতিবাদ করি না।

জলযোগের পর খোকন আমাকে ও লেখাকে তার উপহার দেখাতে নিয়ে গেল তার নিজের শোবার ঘরে, দু'হাতে আমাদের দু'জনকে আকর্ষণ

করে' অবিরাম কথা বলতে বলতে পার্শ্বের ঘরে পর্দাটা সরিয়ে প্রবেশ করল।

"আমি ত অনেকবার দেখেছি খোকন, এবার তোমার কাকুকেই দেখাওগে,"—যাবার পূর্ব্বে লেখা বলে। কিন্তু সে অনুরোধ রাখবার পাত্রই নয় খোকন।

"কাকুর সঙ্গে ত দেখনি মা-মণি!" সেটা অবশ্য সত্য।

বালক আমাদের দু'জনকে নিয়ে একটা বড় টেবিলের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিল, টেবিলটার উপর বিভিন্ন প্রকারের উপহার সুসজ্জিত, খেলনা বহু প্রকারের, বই, পোষাক পরিচ্ছদ, বালকচিত্তপ্রিয় সব প্রকার দ্রব্যই প্রায় আছে। বালক আমাকে প্রত্যেকটি দ্রব্যের গুণাগুণ বা পরিচয় দিতে আরম্ভ করল।

"আচ্ছা আগে দাঁড়ান। বলুন ত প্রাইজ বানান করুন আগে—মা-মণি তুমি কাকুকে বলে দিও না যেন।"—গম্ভীর হ'য়ে বালক আমাকে প্রশ্ন করে আমিও যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলি- "একবারেই ত বিপদে ফেললে খোকন —তাই ত!" খোকন কিছুক্ষণ শিক্ষকের মত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ইংরাজি প্রাইজ বানান করে' পুনরায় তার কর্ত্তব্যে মন দেয়। তার বক্তৃতা শেষ হবার পর আমি তার জন্য আমার উপহারটা তার হাতে দিলাম, সামান্য উপহার—ক্ষুদ্র একটি রূপার দোয়াত-দানি। লেখা তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার নগণ্য উপহারটির দিকে তাকিয়ে ছিল; বালক সেটাকে হাতে পেয়েই আনন্দে চিৎকার করে' উঠল। তার অকস্মাৎ আনন্দের হেতু বিশেষ কিছুই নয়, তার একমাত্র হেতু যে সেটা তার কাকুর স্নেহোপহার!

"কাকুকে প্রণাম করো খোকন।" মাতার আদেশে খো-

আমাকে প্রণাম করল, আমি শিরোচুম্বন করে' আশীর্বাদ করলাম—

"তোমার রূপোর দোয়াত যেন সোনার হয় খোকন!"—তাকিয়ে দেখি লেখার দুটি আঁখিতারাই বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, সে আঁখির মুগ্ধ দৃষ্টি যেন আমার আঁখির তারায় খোকনের ভবিষ্যৎ প্রতিমূর্ত্তি অন্বেষণ করছিল।

"তোমার আশীর্ব্বাদই যেন খোকনের দেবতার আশীর্ব্বাদ হয়। আর যাই হ'ক যেন জীবনে ফিল্ম ডাইরেকটর না হয়।" লেখার মুখে আমি বহুবার বহুদিন চিত্রপরিচালকদের বিরুদ্ধে এমন মতামত শুনেছি, মত প্রকাশের সময় তার সুন্দর মুখচ্ছবিতে যেন একটা ঘৃণার কৃষ্ণবর্ণ ছায়া আমি সুস্পষ্ট দেখতে পেতাম। কোনদিন তার হেতু জিজ্ঞাসা করিনি, একদিন সাহস করে' জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পাই নাই। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করি নাই।

সেদিন রাত্রে আমি লেখার অতিথি রূপেই সেখানে অতিবাহিত করে' প্রভাতে পুনরায় আমার জীর্ণ পৃথিবীতে ফিরে গেলাম।

লেখার পুত্রের যেদিন জন্মতিথি উৎসব ছিল সেদিন ছিল শুক্রবার, পরদিন শনিবার সন্ধ্যায় লেখার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হ'ল রঙ্গালয়ে। আমি সেদিন কিছুক্ষণ অভিনয় দেখলাম, কিছুক্ষণ পরিচিত অভিনেতাদের সাজঘরে গল্প করে' কাটালাম, তখন নাটকের বোধ হয় চতুর্থ অঙ্কের অভিনয় চলছিল—আমি অভিনেতাদের সাজঘরে বসেছিলাম, সেখানে পৃথিবীর যত প্রকার গল্প সম্ভব সবই পূর্ণ জোয়ারে চলছিল, তখন রঙ্গমঞ্চে যাদের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না তারা সকলেই নিজের অভিনয়-পোষাক পরে' ক্রমাগত সিগারেট ও বিড়ির ধূম উদ্গিরণ করছিল এবং রঙ্গমঞ্চের অভি-

নেত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা করে' অস্বচ্ছ হাসিতে ঘরের ধূম্ররাশিকে চঞ্চলতর করে' তুলছিল, ঘরটি লম্বা ধরণের এবং সেখানে প্রায় সমস্ত অভিনেতারাই নিজের একটি আসন দখল করে থাকে, প্রত্যেকের একখানা চেয়ার, দীর্ঘ টেবিলের সামান্য অংশ ও সম্মুখে একখানা দর্পণ অভিনেতার স্বরূপ দেখবার জন্য, টেবিলের অংশটুকুতে একখানা দেরাজ থাকে এবং সেই ক্ষুদ্রতর দেরাজে অভিনেতার কৃত্রিম গোঁফ দাড়ি কিংবা বিড়ির বাক্সটি লুক্কায়িত থাকে। অধিকাংশ অভিনেতাদেরই সেই দীর্ঘ ঘরটিতে অবস্থিতি, যাঁরা বিখ্যাত অর্থাৎ অধিক বেতন পান, তাঁরা পৃথক ঘর ও ব্যবস্থা পান—যদিও তাঁদের সংখ্যা খুবই কম।

অভিনেত্রীদেরও অনুরূপ ব্যবস্থা।

আমি যতদূর জানি সমস্ত রঙ্গালয়ে এইরূপই ব্যবস্থা, সুন্দর ও সুন্দরতর, এইটুকুই পার্থক্য!

অভিনেতাদের এই ঘরটি একটি অপূর্ব্ব স্থান, আপনি অনায়াসে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করতে পারবেন অথচ সময়ের অগ্রগতির গুরুভার আপনি বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারবেন না, অপেক্ষাকৃত নতুন অভিনেতাদের অন্য একটি একই প্রকারের ঘর আছে—আমি সেটায় প্রায়ই গিয়ে বসি এবং সেদিনও বসেছিলাম, সেটাকে অভিনেতাদের মধ্যমশ্রেণীর সাজঘর বলা যেতে পারে। কোন অভিনেত্রী কার সঙ্গে হেসে কথা বলেছে, কোন অভিনেতা কার বাড়ী সম্প্রতি যাতায়াত করছেন, কোন বিখ্যাত অভিনেতা অপেক্ষাকৃত নূতনাগতা অভিনেত্রীর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করেছেন—সবারই উন্মুক্ত আলোচনা হয় এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর পানের অযোগ্য চা ও নিজের বিড়ি সিগারেট পান করে' আহ্বানের ইঙ্গিতে ক্ষিপ্রগতিতে রঙ্গমঞ্চের উপর অবতীর্ণ হয়ে প্রেমের, হিংসার, পাশবিক ক্রূরতা কিংবা

হৃদয়-বিগলিত করুণ দৃশ্যের অভিনয় করে' সম্মুখের সহস্র দর্শকের অভিনন্দন ও করতালির অভ্যর্থনা পেয়ে ফিরে আসছে। আশ্চর্য্য এই অভিনেতারা এবং ততোধিক আশ্চর্য্য তাদের এই সাজঘর। বিখ্যাত নাট্যকার যখন কোন থিয়েটারের এই প্রকার সাজঘরের কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন হয়ত তিনি বহুদিনের অভিজ্ঞতায় রচিত করেছিলেন অমর দুইটি কথা যে,—পৃথিবী একটি বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ এবং মানুষ সে রঙ্গমঞ্চের উপর শুধু অভিনেতা মাত্র। প্রত্যেকের স্ব স্ব অভিনয়ের জন্য অংশ আছে, সেই অংশটুকু অভিনয় করে' তারা প্রস্থান করে।

আমি সেই সাজঘরে সমগ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম সংস্করণ দেখতে পেতাম। সেইজন্য সে স্থান আমার বড় প্রিয় ছিল, সেখানে উপস্থিত ও প্রতিদিন আগত অভিনেতারা আমাকে খুবই প্রীতির চোখে দেখতেন, তাঁদের সে প্রীতি, সে স্নেহময় ব্যবহার আজও আমার অন্তরকে দোলা দেয়।

সে রঙ্গালয়ে আমার যতদিন যাতায়াত ছিল ততদিন আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে অভিনেতাদের বিশ্বগ্রাসী আলোচনায় লেখা খাস স্থান পায় নাই, লেখার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সকলের চিত্তেই তার প্রতি অজ্ঞাত একটা শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করত, লেখাকে বিখ্যাত ও অখ্যাত সকল অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রীই স্নেহ করত, শ্রদ্ধা করত এবং প্রীতির চোখের লক্ষ্যবস্তু ছিল, লেখার জন্য একটি পৃথক নিভৃত ঘর ছিল, সেখানে সে তার সাজসজ্জা করত এবং তাকে সাহায্য করবার জন্য একজন পৃথক দাসী ছিল। লেখা যতক্ষণ রঙ্গালয়ে থাকত ততক্ষণ সে নিজের ঘরে নির্জ্জনে থাকত, রঙ্গমঞ্চের উপর প্রতিভাসম্পন্ন অভিনয় করে' দর্শকের চিত্তহরণ করত এবং অভিনয় শেষ হ'লে নিঃশব্দে নিজের মটরে বাড়ী চলে যেত। এই তার রঙ্গালয়ের দৈনন্দিন কার্য্যসূচী। আমার সহিত

পরিচয় নিগূঢ় হবার পরও সে কোনদিন রঙ্গালয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করে নাই।

সেদিন রাত্রে আমি যথারীতি অভিনেতাদের সাজঘরে বসেছিলাম, এমন সময় আমি সাজঘরের ভৃত্যের কাছ থেকে ক্ষুদ্র একখানা পত্র পেলাম, পত্রে লেখা তার ঘরে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছে। পত্রখানি পেয়ে আমি কিছুক্ষণ পর নিঃশব্দে উঠে গেলাম, ঘরের কেহই আমার যাওয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারল না। আমি নিঃশব্দে লেখার ঘরের দ্বারের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

"আসতে পারি?"—চাপা কণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। ভিতর থেকে আমি কোন উত্তর পেলাম না, লেখার দাসীটি [illegible] অভ্যর্থনা করে ভিতরে ফিরে গেল, লেখার [illegible] বাতিটি বাড়িয়ে চলে গেল। লেখা [illegible]।

"[illegible] ব্যাপার লেখা? হঠাৎ এখানেই ডেকে আনলে?"—আমি তার [illegible] জিজ্ঞাসা করলাম। লেখা তার আসনটি আমার [illegible] উঠে দাঁড়াল, আমি কিন্তু বসলাম না। লেখা অভিনয়ের পোষাক ত্যাগ করে নিজের শাড়ী ব্লাউজ পরছিল।—"একী তোমার আর কোন সিন নেই? পোষাক ছেড়ে ফেলেছ যে?"

"সে কী, তোমার নিজের নাটক তুমি ভুলে গেছ? এখন শেষ অঙ্ক চলছে, এই তৃতীয় দৃশ্য, তোমার নাটকের শেষ অঙ্কে আমার প্রবেশ নাই, তার আগেই আমার শেষ—তোমার জীবনের—"

"অর্থাৎ আমার নাটকের নায়কের জীবনে বল"—আমি বাধা দিলাম।

"হ্যাঁ, তোমার নাটকে অভিনয় করতে করতে মনে হয় আমি যেন তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে কথা বলছি—"

"হ্যাঁ, সেই জন্যই অত ভাল হয়"—আমি হেসে বলি।

"ওঃ, নিজের ওপর যে ভারীই শ্রদ্ধা!"—লেখা দর্পণে নিজের মুখটা একবার দেখে নিয়ে বলে। "হ্যাঁ, যার জন্য ডেকেছি, কাল এখানে ম্যাটিনি, চিত্রায় একখানা ভাল ইংরেজী ছবি হচ্ছে, আওয়ার দি টু ফ্ল্যাগ্‌স্—সাড়ে ন'টার সো'তে যাব তোমার সঙ্গে, রাত্রে আমার ওখানেই তোমার নিমন্ত্রণ, খোকন নিমন্ত্রণ করেছে।"

"ও, কিন্তু এবার খোকনের মা না বললে আর যাবনা ঠিক করেছি,"—আমি যথাসম্ভব গম্ভীর হ'যে উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা—আচ্ছা খোকনের মা-ই বলল—তুমি এস কিন্তু, এখানেই এস, একসঙ্গে যাব। যাও এবার—আমি বাড়ী যাব।"

"আর একটু গল্প করি না। এখনও প্লে ভাঙেনি।"

"না না—আমার ঘরে বেশীক্ষণ থাকা তোমার পক্ষে বেশী সুখের নয়।"—আমার অনুরোধ শুনে লেখা যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"কেন? বাড়ীতে অতক্ষণ থাকি,"—আমি লেখার ভীতিতে মৃদু হেসে বললাম।

"বাড়ীতে লেখা দাস অভিনেত্রী নয়—! সুরমা—" লেখার আহ্বানে দাসী প্রবেশ করে।—"আমার গাড়ী এসেছে রে?"

"হ্যাঁ দিদিমণি।"

"তবে এই জিনিষগুলো নিয়ে চল্।"—সুরমা লেখার নিজস্ব দ্রব্যগুলো যখন তুলতে ব্যস্ত ছিল তখন লেখা আমাকে ইঙ্গিতে আগে থেকে বেরিয়ে যেতে বলল, আমি তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন রবিবারে থিয়েটার থেকে যথানির্দিষ্ট চিত্রায় গেলাম ছবি দেখতে, রাত্রে ফিরে গেথার বাড়ীতে আহারাদি সুসম্পন্ন করে' সেখানেই রাত্রি অতিবাহিত করলাম।

কয়েকদিন এমন কি গত রবিবারেও স্বপ্নার বাড়ী যেতে পারিনি বলে' পরদিন সন্ধ্যায় তার বাড়ী উপস্থিত হলাম। তার বাড়ী পৌঁছে দেখি স্বপ্না তার শয্যায় শুয়ে ছিল, ঘরে স্তিমিত একটি সবুজ আলো জ্বলছিল, নরেশ বাড়ীতে অনুপস্থিত। ঘরের ও বাড়ীর স্তব্ধতা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে' প্রতীয়মান হল, ঘরে প্রবেশ করে অসময়ে স্বপ্নাকে শুয়ে থাকতে দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও বেশ ভীত হ'লাম, অসুস্থ না হ'লে অসময়ে চঞ্চলা স্বপ্নার শয্যাগ্রহণ তার পরিচিতের কাছে নিতান্ত অস্বাভাবিক দৃশ্য। আমি তার শয্যার একপার্শ্বে বসে জিজ্ঞাসা করলাম—"কী, এমন সময়ে শুয়ে যে?" স্বপ্না কোন উত্তর দিল না, আমি তার কপালে আমার হাত রেখে সে অসুস্থ কি না অনুভব করলাম। স্পর্শে আমার চিন্তার বিশেষ কোন সমাধান পেলাম না।

"স্বপ্না, শুয়ে আছ যে? অসুখ বিসুখ করেনি ত? নরেশ কোথায়?" স্বপ্না ধীরে ধীরে হাতখানা তার কপালের উপর থেকে নামিয়ে দিল, আমিও বাধা দিলাম না।

"সে বেরিয়েছে—এবং আমি খুবই ভাল আছি।"—স্বপ্না আমার দিকে না তাকিয়েই গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, তার কথায় উষ্মতা আমি অনুভব করলাম, প্রাণের অভাবও লক্ষ্য করলাম। স্বপ্না শয্যা ত্যাগ করে উঠল, ঘরের সবুজ আলোটাকে নিভিয়ে সাদা আলোটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের পড়ার টেবিলের কাছে চেয়ারটায় বসে ভৃত্যকে ডেকে আদেশ দিল—

"দাদাবাবুর জন্যে চা করে' দাও, আর দেখত কিছু খাবার আছে কিনা—"

আমি বাধা দিলাম—"শুধু আমার জন্যে? তুমি? একা আমি চা খেতে কোনদিনই ভালবাসিনে সে ত তুমি জান স্বপ্না—!" স্বপ্না আমার দিকে ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল—"আচ্ছা, দু'কাপই নিয়ে এস।" ভৃত্য আদেশ পেয়ে চলে গেল।

"এ কয়দিন আসনি যে? রবিবারেও আসনি। খুব পড়াশুনার চাপ পড়েছে বুঝি?"

"পড়াশুনা? নাঃ, ওটা এখনও আরম্ভ করিনি"—আমি সহজভাবে স্বপ্নার প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

"ও! তবে বোধ হয় থিয়েটারে ব্যস্ত ছিলে! এখনও কী টেকনিকের পরিচালনার ভার তোমার ওপর? সত্যি, নাট্যকার হওয়া বড় বিপদের।"—স্বপ্না টেবিলের উপরে একটা পেনসিলকে তুলে নিয়ে বসে, তখন যেন বুঝতে পারলাম যে তার কথাগুলোর বুকে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে, আমি মনে মনে সতর্ক হ'য়ে গেলাম।

"না স্বপ্না, এখন আর থিয়েটারে আমার কোন কাজ নেই, তবে দু'একদিন যে যাই নাই তা নয়, সে নেহাৎ দর্শক হিসাবে।"—আমি আবহাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে' তাকে সহজ করবার জন্য চেষ্টা করলাম।

"কাল কোথায় ছিলে? অর্থাৎ দর্শক হিসাবেই অবশ্য—"

"কাল?—হ্যাঁ কালও ওখানেই গিয়েছিলাম।"—এবার আমি হাওয়ার গতি বুঝতে পারলাম কিন্তু তবুও শেষ অবধি অনুমান করতে পারিনি।

"কাল ত কাটিনি ছিল—তারপর একেই পাবলিক, গরমে [illegible] নাটক শেষ হয়ে যায়!"

স্বপ্নার কথায় আমি ভাবলাম যে রবিবারে ও আসার জন্য স্বপ্নার রাগ, আমি সেটাকে সমাধান করবার জন্য নিজেই বললাম, "হ্যাঁ, একবার ভেবেছিলাম, কিন্তু শরীরটা ভাল না থাকায় আর আসতে পারলাম না স্বপ্না, আর কাল যে শীতটা পড়েছিল, কলকাতায় এমন শীত আশ্চর্য্য! সেইজন্যই ত আজ এলাম।"

"সেজন্য ধন্যবাদ! কিন্তু অত শীতে শরীর খারাপ নিয়ে সিনেমায় না গেলেই পারতে—চা খাও!" ভৃত্য আমাদের চা ও খাবার দিয়ে গেল, স্বপ্নার শেষ কথাগুলো শুনে তার উদ্দেশ্য অনুমান করে' চমকে উঠলাম, কথার কোন উত্তর না দিয়ে চায়ে মনোযোগ দিয়ে পথের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হলাম।

"সিনেমা দেখে শরীর বেশী খারাপ হয়নি ত?"

"না। ভাবলাম সিনেমা দেখলে হয়ত একটু ভাল লাগবে। তুমি কী করে' জানলে যে আমি সিনেমায় গিয়েছিলাম?"

"বরেণও কাল চিত্রায় গিয়েছিল—ইন্টারভ্যালে তোমাকে সোডা ফাউন্টেনে দেখেছিল—তারপর তোমায় কত খুঁজল কিন্তু আর কোন চিহ্নই পেল না।"

স্বপ্নার ইতিবৃত্ত শুনে আমি সাহস পেলাম, বিরামের সঙ্গে আমি অবশ্য একাই একবার বাহিরে এসেছিলাম। ছবি শেষ হবার কিছুক্ষণ পর আমরা উপর থেকে নেমে গাড়ীতে চড়ি, কারণ নাবার সময় জনতার উৎসুক ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লেখাকে ও তার সঙ্গী বিরামকে আমাকে লজ্জিত ও ব্যস্ত করে' তুলেছিল, কোন প্রকারে আমরা উপরে

ফিরে নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসে ত্রাণ পাই। অনন্তার সেই ক্রেন দৃষ্টিকে পরিহার করবার জন্যই শেষে অনেকক্ষণ পর নীচে নেমে আসি। স্বপ্নার মুখে শুনে বুঝতে পারলাম যে বরেণ যদিও আমাকে দেখে থাকে তবে ঐ একটি মাত্র দৃশ্যেই দেখেছে; আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

"বরেণও গিয়েছিল? তুমি যাওনি?"—আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্য আমি শেষের প্রশ্নটি করলাম।

"না আমিই বা যাই কি করে? ভেবেছিলাম সব একসঙ্গে যাব। তোমার আশায় বসে থেকে থেকে প্রথম 'শো'র সময় চলে গেল, শেষে ও একাই গেল। বেশ ছবিটা ছিল, দেখা হলনা"—স্বপ্না খুবই দুঃখিতস্বরে বললে।

"বেশ তো। আমি খুবই দুঃখিত। চল'না আজ যাই।" আশান্বিত হয়ে স্বপ্নার দিকে তাকালাম।

"নাঃ, আমার ত জান। যেদিন ঝোঁক হয় সেদিন কিছু না হ'লে পরে আর কোন উৎসাহ পাই না, আর তাছাড়া তোমার দুদিন দেখতে ভাল লাগবে কেন?"—সে আমার দিকে বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, দৃষ্টিতে তার কি প্রকার যেন অর্থ।

"না না, আই য়্যাম এ গেম্—ও ছবিটি পাঁচবার দেখা চলে"—আমি খুবই উৎসাহিত হয়ে বলি। স্বপ্নার কাছ থেকে কোন উৎসাহ পাই না।

"একাই গিয়েছিলে, না সঙ্গে কোন কলেজ ফ্রেণ্ড ছিল? আমি তাকলাম আমাকে বোধ হয় সেই জন্যই সঙ্গে নিলে না, কিন্তু আমি ত লোকটাকে মোটেই কুৎসিৎ নই। কী বল?"

"কেন নিজের রূপের প্রশংসা শুনে কী লাভ? আনন্দ হয় বুঝি?"—

আমি প্রেম আবহাওয়াকে সহজ করে' তুলবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বিশেষ কোন সার্থকতা পেলাম না।

"তোমার মুখে শুনলে একটু গর্ব্ব হয় বই কী! এত বড় লেখক, নাট্যকার, কবি…"

"বাস্ বাস্—আর এগিওনা স্বপ্না। এর পরই হোয়াইটম্যানই বানিয়ে দেবে—"

স্বপ্না কিছুক্ষণ চুপ করে' থাকে।

"তা হলে' একাই গিয়েছিলে?"

"হুঁ"—আমি ক্ষিপ্রগতিতে শব্দটা উচ্চারণ করে একটা সিগারেট জ্বালাই। স্বপ্না স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি তার দৃষ্টিতে সন্দেহ ও ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখে সিগারেটের ধোঁয়ায় কয়েকটা বৃত্ত নির্মাণ করে' শূন্যে ছেড়ে দিলাম।

"ও! আমি জানতাম তুমি মিথ্যা কথা বলনা। কিন্তু দেখছি একটা সত্য কথা বলবার সৎসাহসও তোমার নাই।"

"তার মানে—?"

"মানে খুবই সরল। কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে অভিনেত্রী লেখা দাস ছিল না?"—স্বপ্না অভিনেত্রী শব্দটার উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বললে। তার দৃষ্টিতে তখন যেন আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেলাম, স্বপ্নার সমস্ত মুখখানা ডালিমের বর্ণ ধারণ করেছিল। তার সে মূর্ত্তি যদিও কদাচিৎ প্রকাশ পায় কিন্তু সে মূর্ত্তির সম্মুখে সাহস করে' দাঁড়াবার সাহস আমার কোন দিনই হয়নি, সে মূর্ত্তি প্রকাশ করে' স্বপ্না জেনারেল সমস্ত বিশ্ব শাসন করতে পারে, সে ভুলে যায় সে সময়ে যে সে একজন নারী, একজন ভারতের মহিলা—নম্রতা ও সহিষ্ণুতাই যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ভুলে, স্বপ্না ভুলে যায় যে সে একজন আভিজাত্য রুচিসম্পন্না সুশিক্ষিতা নারী।

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

"কী, উত্তর দিচ্ছ না যে? আমি বোধহয় মিথ্যা কথা বলছি?"

"না স্বপ্না, সে সঙ্গে ছিল।"—আমি আত্মসমর্পণ করলাম।

"তবে সে কথা লুকচ্ছিলে যে?"

"তোমার ভয়ে স্বপ্না"—আমি সত্য কথা বললাম এবার।

"চমৎকার। তুমিও অভিনয়ে পাকা হয়ে গেছ দেখছি,"—স্বপ্না মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসল, "চমৎকার! আমাকে বলতে ভয় হল! আর একজন বেশ্যাকে সহস্র লোকের সম্মুখে পাশে বসিয়ে সিনেমা দেখতে লজ্জা হল না! আশ্চর্য্য!"

স্বপ্নার কথা শুনে আমি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ও আহত হলাম, লেখাকে কেহ সামান্য বেশ্যাশ্রেণীর অভিনেত্রী বলে মনে করলে শুধু আমার মনেই আঘাত লাগত না, আমার বিশ্বাস তাতে লেখার প্রতিও যথেষ্ট অবিচার করা হত। স্বপ্নার অভিমতের প্রতিবাদ করলাম।

"ছিঃ স্বপ্না, লেখা বেশ্যা নয়। একজন মানুষ সম্পর্কে তোমার মুখে এরকম মতামত শুনব' আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। প্রত্যেক মানুষের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করা যে প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য এটা বোধহয় আমি তোমার কাছেই শিখেছি"—আমি দুঃখিত হয়েই স্বপ্নাকে বললাম।

"তাঁর মনুষ্যত্বকে, প্রতিভাকে আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় দিলে বোধহয় অন্যায় করা হবে না। তুমি বোধহয় শ্রীলেখাকে লেখার মধ্যে পাবার চেষ্টা করছ? বোধহয় শ্রীলেখাকে তাকে পেয়ে ভুলবার চেষ্টা করছ?"

যোমহয় ! আমাকে বাঁচতে হবে ত !"—আমি যেন এবার কঠিন হয়ে উত্তর দিলাম।

"বাঁচবার চমৎকার উপায় ! একথা তুমি আমাকে বলনি কেন ?"

"তোমাকে বললে কী করতে ? তুমিত সবই জান !"

"কী করতাম ? তোমার এমন প্রয়োজন জানলে আমি তোমার জন্ত যে কোন অভিজাত ঘরের মেয়ে এনে দিতাম—"

"অভিজাত ঘরের মেয়ের উপর আমার ঘৃণা হয়ে গেছে, স্বপ্না !"—আমার মুখ থেকে এত বড় কঠিন উত্তর স্বপ্না আশা করে নাই, নিজের মতটা আমার কাণকেও আঘাত করল। স্বপ্না আমার দিকে স্থির হয়ে কিছুকাল তাকিয়ে থাকল। তার দীপ্ত আঁখি যেন একমুহূর্তে নির্বাপিত হয়ে গেল।

"ওঃ। প্রদীপ, আমি যে সময়ে তোমার দীপ্তি দেখবার জন্ত খুব উঁচু দিকে তাকিয়েছিলাম তখন তোমাকে খুঁজবার জন্ত আমাকে খুবই নীচের দিকে তাকাতে হল ; সে আমার আশাতীত। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা।"—স্বপ্না কথাগুলো বলে' ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, আমি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলাম।

পথে আসবার সময় দেখি স্বপ্নার বাড়ীওয়ালা জমিদার কীর্তনে যোগ দিয়ে চিৎকার করে' ভগবানের নামকীর্তন করছেন।

রাজপথে নেমে চঞ্চল জনতার বুকে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলাম।

বিখ্যাত অভিনেত্রী ও ছায়াভিনেত্রী লেখা দাশের বিয়ে আপনি সম্প্রতিক খবরটা জেনে নিয়েছেন আশা করি, তার সম্পর্কে সুশিক্ষিত,

[illegible]

যে যে স্থানে এবং যে যে মুহূর্তে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছিল সেই সব মুহূর্তের সম্পূর্ণ নগ্ন চিত্র আপনার সম্মুখে উপস্থিত করেছি, অতিরিক্ত কিছু কোন কারণেই গোপন করি নাই। আমি স্বীকার করছি যে আজও আমি তার সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু জানি না, কিংবা অকপটে স্বীকার করছি যে তার সম্পর্কে কোন মতামতই আজও আমি রচনা করতে পারি নাই।

লেখার পূর্ব জীবনের বিন্দুমাত্র ইতিহাস আমি পাই নাই; নাট্যজগতে আবির্ভাবের পূর্বে সে কী ছিল কিংবা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের কোন প্রণালীর মধ্য দিয়ে সে আজ বিখ্যাত অভিনেত্রী হয়েছে তার কিছু মাত্র ইতিহাস আমি জানি না, কোনদিন জানবার ঔৎসুক্যও আমার হয় নাই, কিংবা লেখাও আমার নিকটতম সান্নিধ্যে এসেও নিজের কোন দুর্বল মুহূর্তে তার পরিত্যক্ত জীবনের কোন কথাই আমাকে বলে নাই। তার যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তাতে মাত্র এইটুকুই বুঝতে পেরেছিলাম যে সে শিক্ষিতা, রুচি-মার্জিতা এবং কোন গভীর জলাশয়ের মত স্থির ও অতল; তীরে বসে আপনি প্রস্তর নিক্ষেপ করে' যতই তার বুকে তরঙ্গ তুলবার চেষ্টা করুন, সে আঘাতে তার স্থির বুকে দু'একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হবে সত্য কিন্তু সে তরঙ্গ তার তলদেশ স্পর্শ করে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য

[illegible]

[illegible] দেখা এটাই বলত যে—"জেনানীর এই যে স্নেহ, ভালবাসা—এই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় প্রদীপ, আর আমি কিছু চাইনে।" আমি আপনাকে এইটুকু বলতে পারি যে এটা তার প্রাণেরও একমাত্র প্রার্থনা।

কলকাতার সেই নির্জন অংশে নিজের সুন্দর আধুনিক গৃহেই দেখা অধিকাংশ সময় নিজেকে আবদ্ধ রাখত, প্রয়োজন মত ফিল্ম কোম্পানী কিংবা থিয়েটারে যেত, সে সব স্থানেও তার গাম্ভীর্য্য এবং স্বাতন্ত্র্য সকলের আলোচনার বিষয় ছিল অথচ তার মধুর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল সকলেই, সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা তাকে ভালবাসত, স্নেহ করত।

নিভৃত নিজের সংসারে দাসদাসী ব্যতীত সে এবং তার পুত্র; পরিচিত পুরুষ নারী কদাচিৎ আসতেন, নতুবা সে তার বিশ্রাম সময় অতিবাহিত করত পড়াশুনায় কিংবা পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষায়। ভবিষ্যৎ জীবনে তার লক্ষ্য ছিল যে তার একমাত্র সন্তানকে প্রকৃত মানুষ করে' গড়ে' তুলবার, ভারতবর্ষের সুসন্তান করবার, নিজের এই স্বপ্ন সম্পর্কে সে বহুদিন আমার সঙ্গে আলোচনা ও মৃদু তর্ক করেছে, তার পুত্রের জন্ত তার অন্তরে যে পৃথিবী কল্পনায় রচনা করে রেখেছিল সে পৃথিবীর পরিচয় পেয়ে আমি শুধু আনন্দিত নয়, বিস্মিতও হয়েছি।

খোকন যখন বড় হবে, সিনেমা দেখে তার অর্থ করতে পারবে, তখন আমাকে সিনেমা ছেড়ে দিতে হবে প্রদীপ।"

"কেন?"

"কারণ খোকন যেন এটা বুঝতে না পারে যে সে অভিনেত্রীর ছেলে, আমাদের দেশ অভিনেত্রীকে যত ভালই বাসুক, তাকে উচ্চ আসনে বসায় না এটা ঠিক। অভিনেত্রীর ছেলে জানতে পারলে খোকনের নৈতিক অধঃপতন হবে—এটা আমি চাই না।"

"কিন্তু তোমার ছবি ত' থেকেই যাবে, সেগুলো দেখে সে জানতে পারবে।"

"সেটাও আমি ভেবেছি, তবুও সেটা হবে স্মৃতিকথা, গত কথার বিশেষ শক্তি থাকে না, কিন্তু সামনের ওপর অভিনয় করতে দেখলে বাড়ী এসে আমাকে মা না ভেবে লেখা দাসই ভাববে। আর তা ছাড়া পুরাণো ছবি দু' এক বছরেই বন্ধ হ'য়ে যায়—সব ভেবেই ঠিক করেছি। আমি বিখ্যাত খোকনের মা হ'তে চাই"—লেখা তার স্থিরীকৃত অভিমত জানাল আমাকে।

এই লেখা দাস আমাকে কি প্রকারে তার অন্দরে ও অন্তরে স্থান দিয়েছিল সেটা আমি আজও চিন্তা করে' কোন সীমা পাই না, আপনি হয়ত বা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাদের এরূপ মধুর ও নিকট সম্পর্ক দেখছেন এবং তার সত্যতা সম্পর্কে ইতস্ততঃ করছেন কিন্তু সেটা আমার অস্তিত্বের মতনই সত্য, সে ঘটনা সত্য না হ'লে আমার এই কাহিনীর ভিত্তি স্থাপনই সম্ভব হত না।

এ বিষয় সময়ে সময়ে আমার এবং প্রায়ই লেখার মনে উদয় হত।

"তুমি বাদ্র জান। আমার জীবনের গচিত আগামী পুজোয় তুমি

কয়েকটা দাগ রেখে যাবে মনে হচ্ছে—এটা আমার আশাতীত প্রদীপ—ধূমকেতুর মত তোমার উদয়”—লেখা একদিন আমাকে বলেছিল।

“ধূমকেতু ত পুড়িয়ে যায় লেখা, বল পূর্ণচন্দ্রের উদয়!”—আমি তার মতামতকে সংশোধন করে দিয়ে বললাম।

“ঠিক বলতে পারিনে। আমার বড় ভয় করে।”—লেখার দৃষ্টিতে তখন সত্যই আমি ভীতির চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখতে পেলাম।

লেখা দাসের জীবনের যেটুকু পরিচয় বা দৃশ্য আমি পেয়েছি তার যথাযথ চিত্র আপনাকে উপহার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

স্বপ্নার বাড়ী থেকে সেদিন সন্ধ্যায় চলে আসবার পর আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়লাম, জ্বর ও শরীরের বিভিন্ন প্রকারের অসুস্থতায় আমি আমার দীন মেসে শয্যা গ্রহণ করলাম। বিদেশে মেসে যেন মহাশত্রুরও কোনদিন অসুখ না হয়, তার যাতনা মরণাধিক, মর্মান্তিক! দুই দিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করবার পর আমার সেই পরিচিত ডাক্তারবাবুকে সংবাদ দিলাম, তিনি এসে আমার রোগ পরীক্ষা করে' ঔষধের ব্যবস্থা করলেন এবং আমাকে স্বপ্নার বাড়ীতে যেতে অনুরোধ করলেন।

“কেন এখানে থাকলে কী অসুখ সারবেনা? সামান্য ত অসুখ!”—আমি স্বপ্নার বাড়ীতে যাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি।

“সামান্য নয় ত কে বলছে সাংঘাতিক! ওষুধে শুধু কাজ হয় না, রোগে সেবারও প্রয়োজন; আপনি বেশী জিদ করলে বাধ্য হ'য়ে আপনার মা বাবাকে লিখতে হবে।”

ডাক্তারবাবুর কথায় আমি চাঙ্গা হ'য়ে উঠলাম।—“দোহাই আপনার অমন কাজও করবেন না, আমার অসুখের খবর পেলে

'তাদের ব্যবস্থা আমার অসুখের ওপর ভার হ'য়ে উঠবে।' আর দু' একদিন দেখি, যদি না কমে তবে যাওয়া যাবে, অনর্থক তাদের ঘাড়ে অসুস্থ হ'য়ে গিয়ে পড়ে ব্যতিব্যস্ত করা আমি পছন্দ করিনে।"

"তাদের খবর দিয়েছেন?"

"হাঁ—এইত এসে বরেণ দেখে গেল··"—ডাক্তারবাবুকে মিথ্যা কথা বললাম। ডাক্তারের ব্যবস্থার অন্যথা করবার অন্য কোন উপায় ছিল না, অথচ সেই রাত্রের বিপদের পর থেকে ডাক্তারবাবু তাদের বাড়ীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন এবং গৃহ-চিকিৎসকও হয়েছিলেন।

ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে' দিয়ে তিনি চলে যান, কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজের লোক দ্বারা আমার ঔষধ পৌঁছিয়ে দেন এবং কিছু ফলও কিনে পাঠিয়ে দেন।

সেইদিনই অপরাহ্নে বরেণ এসে উপস্থিত হয়, প্রথমে সেই আমাকে প্রচুর প্রশ্নে ও পর্য্যাপ্ত বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করে তোলে, আমি একটু হেসে কোন প্রকারে তাকে শান্ত করি।

"কী ব্যাপার বরেণ, তুমি যে একেবারে মারমুখো হ'য়ে এসেছ, এত রাগ ত তোমার সম্প্রতি ছিল না!"—হেসে তাকে বলতে বলি, সে আমার পাশে বসে আমার দুর্ব্বল হাতখানা নিজের হাতে তুলে নেয়।

"রাগ! তুমি কী বলছ প্রদীপদা? আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার সঙ্গে রীতিমত মারামারি করি, বড় ভাইয়ের মত তোমার গালে এক চড় বসিয়ে দি।"—সে তখন সত্যই ক্রোধান্বিত।

দোহাই ভাই, ঐটিই কর'না। ডাক্তার অমনি পথ্যের ব্যবস্থা করে' যায়নি—?"

"না বাবু! তোমার অসুখ, একটা খবর পর্য্যন্ত পাওনি, আমি এরকম করলে তুমি কী করতে বলত?"

"তা হ'লে অবশ্য আমি তোমার মতই চড় মারতে চাইতাম। তা নয় ভাই, সামান্য জ্বর, দুদিন পরে ত আজ ডাক্তারকেই খবর দিলাম, ওষুধ খাবার মতও এ দুইদিন আমার অসুখকে মনে করিনি। আর জান ত মেসে থাকি, একটি চাকর—সেও তোমাদের বাসা চেনে না। খবর দেওয়াও মুস্কিল।" আমি যথাসম্ভব ন্যায্য যুক্তি দিয়ে স্বস্তি বোধ করলাম।

"ও সব বাজে কথা, একখানা পোষ্টকার্ড লিখে ফেলে দিলেও ত পারতে"—বরেণের এ যুক্তিটার কোন সদুত্তর দিতে পারলাম না।—"আসল কথা তোমার যাবার ইচ্ছে ছিল না, ডাক্তারবাবু ত যেতে বলেছেন তাঁকেও তুমি এড়িয়ে গিয়েছ।"—বুঝলাম ডাক্তারবাবু এ সর্ব্বনাশটি আমার করেছেন।

"তিনিই বুঝি তোমাদের খবর দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, তিনি নিজে গিয়ে বলে এলেন যে আজই তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে। চল আর দেরী না, নীচে ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে, চাকর ডাকতে হবে না, তোমার বিছানা আমি বেঁধে নিতে পারব—নীচেও নিয়ে যেতে পারব। উঠে বস দেখি একটু,—এইটা তোমার সুটকেশ?"

বহু অনুরোধ করে' রাগ করে' মিনতি করেও বরেণ তার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতে পারল না, আপ্রাণ চেষ্টা করে বিষণ্ণচিত্তে চলে গেল। তার যাবার পূর্ব্বে আমি বললাম—"রাগ কর'না ভাই, এমন কিছু হয়নি যে তোমাদের বাড়ে গিয়ে চাপতে হবে, এখানে অসুবিধা হলে নিজেই খবর দেব। রোজ একবার এসে খবর নিয়ে যেও ভা

পড়তেই হবে।" বরেণ আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

বরেণের প্রস্থানের পর আবহাওয়াটার অন্তর এমন করুণ ও পরিচিত হ'য়ে উঠল যে তখন যেন অন্তরটা স্বপ্নার জন্ত আর্তনাদ করে উঠল।

আমি স্থির হ'য়ে শুয়ে পড়লাম, নিজের অজ্ঞাতেই চোখের কোণে ছু' ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল।

কতক্ষণ এমন নিস্তেজ হ'য়ে শুয়েছিলাম মনে নাই, ঘরে লোকের প্রবেশশব্দে যেন জ্ঞান হ'ল, দৃষ্টি মেলে দেখি আমার ঘরে, আমার সম্মুখে স্বপ্না ও বরেণ দাঁড়িয়ে, অদূরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার। আমি চকিত হ'য়ে উঠলাম।

"আপনাদের চাকরটাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন?"—স্বপ্না ম্যানেজারকে বলে।

"নিশ্চয়—নিশ্চয়! আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওঃ এ কয়দিন প্রদীপবাবুর কী কষ্টই গেছে···এমন লোক···আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ম্যানেজারের প্রস্থানের পর স্বপ্না বরেণকে আমার ঘরের বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলো একত্র করবার জন্ত বলে। বরেণ সাগ্রহে কাজ আরম্ভ করে দেয়।

"তুমি কি করছ স্বপ্না? আমি এখন যাব না। কী এমন হয়েছে?" —আমি ক্ষীণকণ্ঠে বাধা দিলাম।

"সে বিচার আমার ওপর। তোমার মত জিজ্ঞাসা করিনি।"

"তার মানে? তুমি কী আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে নাকি? আমি কিছুতেই যাব না"—দৃঢ়কণ্ঠে বললাম। এবার স্বপ্না আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

"এখন তুমি যদি আমার অবাধ্য হও তবে চিৎকার করে একটা কাণ্ড করব, এখানে দাঁড়িয়ে আমি মেসোমশায়কে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করব এবং যতক্ষণ না তাঁরা এসে পৌঁছান ততক্ষণ এইভাবে তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি স্বপ্নার জিদ্ জাননা প্রদীপ।"—কথাগুলো বলে স্বপ্না যেন কাঁপতে লাগল। ম্যানেজার ভৃত্যের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করল। ভৃত্য আমার সব জিনিষ একত্র করে দিল, বরেণ স্বপ্নার ইঙ্গিতে সেগুলো মোটরে রেখে এল, স্বপ্না তাকে বলল—"তুমি প্রদীপকে নিয়ে মোটরে বসিয়ে দাওগে, আমি বিছানাটা বাঁধিয়ে নিয়ে আসছি।"

"বিছানাটা এখানেই থাকনা। ময়লা হয়েছে, তাছাড়া আবার ত আসতে হবে"—আমি বহুক্ষণ পর কথা বললাম।

"না, অসুখের বিছানা রেখে গেলে অকল্যাণ হয়। তুমি ওকে নিয়ে গাড়ীতে বসাও—দেখ' ভাল ক'রে' ধরে নিয়ে যেও"—স্বপ্না বরেণকে পুনরায় বলে।

যথাসময়ে এসে বাড়ীতে উপস্থিত হলাম।

সে অসুখে আমি যদিও সামান্য দিন রোগ ভোগ করেছিলাম তবুও সে কয়দিনেই অসুখের জ্বালা ও জটিলতা সকলকে ব্যস্ত ও আমাকে জর্জ্জরিত করে তুলেছিল। ডাক্তারবাবু প্রায় দিবারাত্রিই আমার রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থেকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

স্বপ্না, বরেণ ও তার মা আমার সে অসুখে যে প্রকার সেবা ও যত্ন করেছিল তার বর্ণনা কাহিনীর জন্য নয়, সে স্মৃতি আমার অন্তরের জন্য। বিদেশে আমার অসহনীয় ব্যথায় স্বপ্না আমার বুকের উপর তার স্নেহময় স্পর্শ দিয়ে রোগের সমস্ত জ্বালা দূর করবার চেষ্টা করেছে; সর্ব্বদা আমার মুখের কাছে মুখ দিয়ে আমার কোথায় ব্যথা এবং কিসের জ্বালা জানবার

যখন তার জিজ্ঞাসু নেত্রকে সজাগ রেখেছে, যখনই আবার ক্ষীণ জ্ঞান হয়েছে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে স্মরণ করতে পেরেছি, তখনই দেখেছি আমার দু'পার্শ্বে স্বপ্না ও বরেণ স্থিরনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সুদূর বিদেশে রোগশয্যা পার্শ্বে এমন আঁখির দৃষ্টি যে কত মধুর, কত প্রাণের, একমাত্র ভুক্তভোগীই তার মূল্য বুঝতে পারবেন।

সে সময়ে স্বপ্নার সেই অকৃত্রিম আপ্রাণ যত্ন ও সেবার জন্য আমি আজও তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আরোগ্যলাভের পর শুনেছিলাম যে লেখাও প্রতিদিন আমাকে দেখতে ও সংবাদ নিতে আসত।

কয়েক দিনেই আমি আরোগ্যলাভ করলাম।

যতদিন আমি অসুখে শয্যাগত ছিলুম ততদিন স্বপ্না কলেজে যায় নাই, যাবার অবসর বা অনুকূল মনের অবস্থাও তার ছিল না। সে যেদিন থেকে কলেজে যেতে আরম্ভ করল তখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি এবং শরীরেও বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছি। প্রথম দিন কলেজে যাবার পূর্ব্বে আমার নিকটে সে অনুমতি প্রার্থনা করল—

"আজ থেকে আমি কলেজে যাব ভাবছি। তুমি কী বল প্রদীপ?" স্বপ্না আমার অতি সন্নিকটে এসে আমার কেশের ভিতর মৃদুভাবে আঙ্গুল সঞ্চালন করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, আমি তখন বারান্দায় একখানা আরাম কেদারায় শুয়ে সম্মুখের রাজপথের ক্রমবর্দ্ধমান জনতার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

"নিশ্চয়ই যাবে স্বপ্না, আমি ত এখন বেশ ভালই হ'য়ে গেছি, এ কয়দিনে তোমার না জানি কত ক্ষতি হয়েছে!"

"অতির খড়িয়াল তোমায় না ডাকলেও চলবে। একা একা থাকতে পারবে ত ?"

"তা পারব। বরেণ ত থাকবে, আর বিশেষ যদি খারাপ লাগে না হয় তোমাকে ডেকে পাঠাব, চাকর তোমার টিফিন নিয়ে ত যাবেই, তোমার জন্য না হয় তার হাতে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দেব",—আমি হেসে স্বপ্নাকে বলি।

"না না ঠাট্টা নয়, সত্যিই যদি খারাপ লাগে তবে চিঠি দিও, আমি চলে আসব, আজ আমার বিশেষ কোন ক্লাশ নাই"—স্বপ্না আমার গালে মৃদু একটা আঘাত করে' বলে।

সেদিন শনিবার ছিল, আমি জানতাম যে সেদিন তার বেশী কাজ নাই, স্বপ্নার সঙ্গে ঠাট্টা করবার জন্য আমি দ্বিপ্রহরে চাকরের হাতে ক্ষুদ্র একখানা চিঠি দিয়ে দিলাম—"খুব খারাপ লাগছে, শিগ্‌গির চলে এস—স্বপন –।" অবশ্য আমি আশা করি নাই যে সত্য সত্যই স্বপ্না কলেজ ছেড়ে সুস্থ লোকের জন্য বাড়ী চলে আসবে, কিন্তু আশাতীতই ঘটল। দ্বিপ্রহরে স্বপ্না এসে উপস্থিত হল, শীতের দ্বিপ্রহর, বারান্দার একটা কোণে কলকাতার মহামূল্য রৌদ্র আমার আপাদবক্ষ চুম্বন করে ছিল, আমি আরাম কেদারায় সর্বাঙ্গ একখানা চাদরে আবৃত করে ইংরাজী উপন্যাসে মগ্ন ছিলাম, দ্বিপ্রহরে কলকাতার একটা বিশিষ্ট রূপ ও তার কবিতা আছে, যেমন প্রভাতের ভিন্ন রূপ, যেমন সন্ধ্যার ভিন্ন রূপ, এবং যেমন গভীর রাত্রির ভিন্ন রূপ, মহানগরীর বিভিন্নরূপ ও ছন্দ দিবারাত্রির বিভিন্ন-সময়ে তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কলকাতার রূপ রাত্রিতে কতকটা মদমত্তা উৎসবমরী নারীর মত অথচ সেই নগরীর রূপই দ্বিপ্রহরে উদাসীন রূপে যায়, স্তিমিত হ'য়ে যায় চাঞ্চল্য, যেন একটা বিষাদ পরিব্যাপ্ত হ'য়ে

যতো ছুটে বর্ষাতে, নগরীর দ্বিপ্রাহরিক ভিড় ঠেলে আমার কাছে বড় মধুর লাগে। আমার উপন্যাসের এক বুকের ব্যথা দিয়ে সেই কথা উপন্যাসে করেছিলাম, এমন সময় স্বপ্না এসে উপস্থিত হ'ল, আর উপস্থিতির আগেই বিস্ময় প্রকাশ।

"ও কী? তুমি চলে এলে যে?"

"কী করব, তোমার চিঠি পেয়ে"—বলে দাঁড়িয়ে রইল।

"না না, ও আমি এমনই ঠাট্টা করেছিলাম—অনেক ছেড়ে—"

"তোমার ঠাট্টাই আমার কাছে মাঝে মাঝে কঠিন হ'য়ে ওঠে। সে কোথায়?"

"খুকুল? কোথায় যেন বেরিয়েছে, আমার কাছে বলেই গেছে।"

"আমি ভেবে আসছিলাম যে তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছ, অসুখ শরীরে দিনে ঘুমলে এমন বকুনি দিতাম…"

"তুমি না এলে ঘুমিয়েই পড়তাম। যাক, এসে পড়ে বকুনির হাত থেকে রক্ষা করেছ—যাও কাপড় ছেড়ে এস—।"

"ছাড়ব পরে। আমার কয়েকজন বন্ধু এসেছে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে—কৈ—আয় তোরা, এখানে আয়। একেবারে যে লজ্জাবতী লতা হয়ে গেলি—" স্বপ্না কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে ঘরের ভিতর থেকে কতকগুলো মেয়েকে টেনে আনে, তাদের উপস্থিতি আমি এতক্ষণ বুঝতেই পারি নাই। দশ-বারজন মেয়ে, বিভিন্ন প্রকারের, বর্ণের, রূপের ও বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত, তারা যখন আমাদের বারান্দায় এসে উপস্থিত হ'ল তখন আমি রীতিমত চঞ্চল হ'য়ে উঠলাম, আসন ত্যাগ করে' উঠবার চেষ্টা করলাম, স্বপ্না আমাকে বাধা দিল।

"তোমাকে উঠতে হবে না। আমি এদের অভ্যর্থনা করেছি। এদের

[illegible]

স্বপ্নার সহপাঠীদের মধ্যে তাঁরা অন্যতমা এবং স্বপ্নার নিকট বান্ধবী।

তাঁদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

"এদের কী করে এনেছি জান? তোমার ওপরে বাজি রেখে আমরা এখানে এসেছি—।"

"আমার ওপরে বাজী? সর্ব্বনাশ! এই দুর্ব্বল শরীরে—"

"ভয় নেই; তোমার দেহ নিয়ে আমার বিশেষ প্রয়োজন নাই—"

"কথাটা একটু অশ্লীল হ'ল স্বপ্না। এঁরা আপত্তি করতে পারেন।"

"ওঃ, আমি এমন কিছু মিন্ করিনি। কথাটা এই, আমাদের কলেজের কোন প্রফেসরের মৃত্যু উপলক্ষে কলেজ একটার সময় বন্ধ হয়ে গেল"—এই সময় আমি স্বপ্নার দিকে তাকালাম—"ওঃ, বুঝেছি, অবশ্য ছুটি না হ'লেও তোমার চিঠি পেয়েই চলে আসতাম—তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই; ছুটি হবার পর এরা ঠিক করল যে আমার বাড়ীতে"

চা খেয়ে তোমার নাটক দেখে বাড়ী ফিরবে ; ব্যবস্থা করে' আমাকে বলে। তখন অবশ্য জানেনা যে নাট্যকারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, আর এত আশাও করেনি যে স্বয়ং নাট্যকার আমার বাড়ীতে থাকতে পারে। ওরা ভাবলে যে আমি হয়ত ব্লাফ্ দিচ্ছি, এই মীনাটা ত আমাকে চ্যালেঞ্জই করে' বসল, শেষে বাজিও রাখল এই মীনাই, সকলে সমস্বরে মীনাকে সমর্থনও করল—এইবার ?"—স্বপ্না মীনার দিকে তাকিয়ে বলল।

"বাঃ, তুমি ত বেশ ! এত লোকের মধ্যে আমাকেই টারগেট্ করলে ? আর সকলে যে তখন···"—একটি মেয়ে স্বপ্নার কথার প্রতিবাদ করে।

"তুমিই প্রথম। তখন মনে ছিল না। এমন সময় তোমার চিঠি গেল, চিঠিটাও দেখালাম, তাও কী বিশ্বাস হয়, এই রেবা বলে যে—ছাঃ, প্রদীপ নামে তোমার সঙ্গে কত লোকের আলাপ থাকতে পারে, রীতিমত আমার চরিত্রের উপর ছায়াপাত করে তার কথায়—"

"স্বপ্না যেন কী ! আলাপ থাকলেই চরিত্রের ওপর দাগ দেবে, তা হ'লে ত প্রদীপবাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ করাই হয় না"—রেবা নামে মেয়েটি সহাস্য অভিমত জানায়।

"আপনারা নির্ভয়ে থাকতে পারেন ; আমার বিষয়ে আপনাদের কোন ভয় নেই—সুশীল সুবোধ বালক।" আমার কথায় সকলেই হেসে ওঠে।

"তোমার এ কথার প্রতিবাদ করলাম,"—স্বপ্না গম্ভীরভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করল, "মীনা, এবার তোমার বাজীর টাকা রাখ।"

"নিশ্চয় দেব। বাজি রেখে মীনা রায় বাকী রাখে না—আমি আজই প্রস্তুত।" মীনা রায় নিজের শক্তিমান অস্তিত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন।

"থামুন, স্বপ্নার কথায় কাপটে নকল হ'য়ে যাচ্ছেন ; স্বপ্না প্রমাণ করুন যে আমিই সেই প্রদীপ, প্রদীপ নামে কত লোক থাকতে পারে।"— আমার কথায় সকলেই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, কথাটা অকস্মাৎ আমার মস্তিষ্কে উদয় হয়, প্রস্তাবটা শুধু তাদেরই মনে উৎসাহের বাণী আনে নাই, আমাকে সচেষ্ট করে' তুলেছিল। স্বপ্নার বাড়ি তাদের কাছে সত্যই মধুর হ'ক আমার নিকট বিশেষ অভিপ্রেত নয়, আমি তখন নিজেকে নাট্যকার প্রদীপ থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। আমার আকস্মিক অচিন্তনীয় প্রস্তাবে স্বপ্নার প্রবল উৎসাহিত বাক্যস্রোত অকস্মাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। সে আমার প্রতি বিস্ফারিত নয়নে তাকাল।

"তার মানে? তুমি আমার ভরাডুবি করাবে দেখছি"—স্বপ্না বলে।

"ভরাডুবি আর কী? তুমি প্রমাণ কর যে আমিই সেই প্রদীপবাবু, এমন সহজেই হবে নাকি?"

"প্রদীপবাবু নম্বর দুই, আপনাকে আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ"— একজন মেয়ে আমাকে উদ্দেশ করে' বললেন।

"নম্বর দুই মানে—?"—আমি অবাক হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করি।

"অর্থাৎ যতক্ষণ নাট্যকার প্রদীপবাবু বলে আপনি প্রমাণিত না হন, ততক্ষণ আপনি নম্বর দুই।" সকলে হেসে উঠি আমরা।

"স্বপ্না, তুমি প্রমাণ কর।" আমাকে যিনি দু নম্বর বলেছিলেন তিনি স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"প্রমাণ করতে হলে' প্রদীপকে নিয়ে যেতে হয় থিয়েটারে, সেখানে নিয়ে গিয়ে একশ জনের সম্মুখে তোদের প্রমাণ দেব। আজ দেখি কে জেতে! আমি বাজি ছাড়ব না, আমাকে বোকা বানাবার মজাও ওঁকে দেখাব।"

"কিন্তু আমি? এই অসুস্থ শরীরে"—ক্ষীণকণ্ঠে বললাম।

"ওসব অসুখ বিসুখ শুনব না। হয় স্বীকার কর, নয়ত—"

"থাক্, ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি নেওয়া একেবারে বেআইনী।" মীনা বোধ হয় কোন ব্যারিষ্টারের প্রিয় দুহিতা। তাঁর আইনসঙ্গত অভয় বাণীতেও আমি বিশেষ ভরসা পাই নাই।

"না না, ভয়ে নয়, স্বেচ্ছায় বলছি আমিই সেই—আপনাদের কী বাজি ছিল বলুন ত?"

"বাজি ছিল যে আপনি সত্য প্রদীপবাবু হ'লে থিয়েটারের সম্পূর্ণ খরচ আমার। না হ'লে স্বপ্না—"

"ও: এই কথা। মীনাদেবী আপনি নেহাৎ হারলেন আজ, তবে থিয়েটারটা আপনিই কেন দেখাবেন, আমি দেখাচ্ছি, আপনি বরং সেই খরচে আমাদের একদিন আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে ফেলুন।"—প্রস্তাবটা আমার সকলে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুমোদন করলেন।

অবশেষে প্রস্তাব সত্য বলে গৃহীত হল যে আমিই প্রদীপবাবু, মীনাদেবী তাঁর পরাজয়ের পরিবর্তে সকলকে একদিন স্বগৃহে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করবেন।

"দেখলি মীনা, এমন কত প্রদীপকে আমি নাকে দড়ি দিয়ে টেনে রাখতে পারি—এ ত একটা"—স্বপ্না হেসে শেষ কথা বলে।

"আমি প্রতিবাদ করছি, এটা তোমাদের আধুনিক নারীদের বিজয়োক্তি হ'লেও পুরুষের পক্ষ থেকে আমি প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তোমার কথা তুলে নাও স্বপ্না।"

"আধুনিক নারীদের পক্ষ থেকে এ কথা তুলতে আমি অসমর্থ—কী

কথা বলুন ?"—স্বপ্না সমর্থনের জন্য উপস্থিত আধুনিক নারীদের দিকে তাকাল।

"বরেণ কথাটা শুনলে সে বিশেষ খুশী হ'তনা। উনি কুমারী, তোমার এ উক্তি সমর্থন করলেও বিশেষ আঘাত নারী-সমাজের উপর করবে না।" —সকলেই হেসে উঠল।

স্বপ্নার বাড়ীতে চা পান করে' আমরা সকলেই নাটক দেখতে গেলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বরেণ আসে নাই, সেইজন্য সে আমাদের সঙ্গলাভ করতে পারল না।

সেদিনের সন্ধ্যার কাহিনী আমার মনে পড়ে মাঝে মাঝে; আমি সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ কোন মেয়ের সম্মুখে একটু ত্রস্ত ও চঞ্চল হ'য়ে উঠি, সে চাঞ্চল্য আমার দুর্ব্বলতার লক্ষণ, তখন আমি যেন আমার নিজের সাধারণ কথাগুলোও সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যক্ত করতে পারিনা, সুতরাং একসঙ্গে অনেকগুলি মেয়ের সম্মুখে আমার অবস্থা অনুমেয়। অতএব সেদিন নবাগতাদের সম্মুখে আমার অবস্থা আপনি সহজেই কল্পনা করতে পারেন। অবশ্য এ যুগে আমার এই অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতার জন্য আমি নিজেই দুঃখিত ও লজ্জিত। কিছুদিন পর অবশ্য তাদের সঙ্গে পরিচয় অনেকটা সহজ হ'য়ে গিয়েছিল।

সে জন্য আমি স্বপ্নাকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য।

পরদিন প্রভাতে স্বপ্না পূর্ব্বসন্ধ্যার স্মৃতি আমার মনে জাগ্রত করবার চেষ্টা করল। আমি তখন বারান্দায় একখানা আরাম চেয়ারে নিজের দেহকে এলিয়ে দিয়ে শীতের রৌদ্র উপভোগ করছিলাম, স্বপ্নার প্রশ্নে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখালাম না, স্বপ্না কিন্তু আমার নিরুত্তরে নিরুৎসাহ হ'ল না।

"কই, আমার কথার উত্তর দিচ্ছনা যে ?"

"কী জিজ্ঞাসা করছ তুমি ?"

"আমি জিজ্ঞাসা করছি যে বলত তুমি আমার বন্ধুদের দেখলে—?"

"কেন ? আমার দৃষ্টিশক্তির বিষয়ে তোমার সন্দেহ আছে নাকি ?"

"সবচেয়ে বেশী আছে !"—স্বপ্না দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয়।

"ওঃ, তা তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, এ অসুখে আমার দৃষ্টিশক্তি বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই ; অবশ্য অতগুলো মেয়েকে একসঙ্গে দেখলে যে কোন পুরুষের দৃষ্টি একটু ঝাপসা হ'য়ে পড়ে, আমি সকলকেই দেখেছি, এবং বেশ ভাল ভাবেই দেখেছি—"

"খুবই সুখের কথা। আমিও সেইজন্য এনেছিলাম। এখন বলত কাকে তোমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ হ'ল ?" স্বপ্নার এ প্রশ্নে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম।

"সে কী ? তুমি কী আমাকে কনে পছন্দ করতে বলছ ?"

"তাও আমি ঠিক করে দিতে পারি। আপাততঃ প্রেমে পড়বার জন্য—"

আমি হেসে উঠলাম—"বিয়ের ঘটক শুনেছি, কিন্তু প্রেমের ঘটক আজ প্রথম শুনলাম। প্রেম সম্পর্কে তোমারও এত দুর্ব্বল অভিমত শুনে দুঃখিত হলাম স্বপ্না।"

"কেন—?"

"লোকে বলে, পৃথিবীর মনীষীরা বলেন যে প্রেমে এমন ভাবে তোড়-জোড় করে' পড়া যায় না, ওটা নাকি অনেকটা কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার মত।"

"সে প্রেম অনেকদিন মরে গেছে, ঈজিপ্টের মমির মত সে প্রেম

যেমন একবারই, লোকে এখন তার জীবনে সুযোগ—এ জন্মেই ঠিক যেমন ফুল একবারই ফোটে প্রদীপ। এখন ওদের ভালবাসা পুরুষের পরিচ্ছদ বদলাবার মত—"

"কিংবা মেয়েদের ব্লাউজ বদলানর মত।"

"পুরুষ হ'য়ে তুমি সে মত দিতে পার।"

"অর্থাৎ মেয়ে হ'য়ে তুমিও যেমন দিতে পার।"

"এখন প্রেমে পড়বার জন্যও মানসিক সূক্ষ্মতার প্রয়োজন হয় না। এবার বল আমার বন্ধুদের মধ্যে তুমি কাকে পছন্দ করলে?"

"কাউকে পছন্দ করলে তার মতামত কে দেবে?"

"প্রেমে অপর পক্ষের মতামতের প্রয়োজন নেই। এবার বল।"

"তা বটে! মতামতের সুযোগ মেয়েদের দেওয়া উচিত নয়। আসুরিক শক্তিটাকেই তারা চায়। কিন্তু আমি যদি সে মতামত চাই, স্বপ্না?"

"তাদের হ'য়ে আমি মতামত দিতে পারব।"

"প্রত্যেকের?"

"হ্যাঁ, প্রত্যেকের!"

এবার আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্থ হলাম, প্রেমে পড়বার জন্য একজনকে পছন্দ করবার জন্য নয়, স্বপ্নার প্রশ্নের উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে; অনুমান করলাম যে স্বপ্নার এ কথার অবতারণার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে।

"কী ব্যাপার খুলে বলত স্বপ্না। এখন আমার মনে হচ্ছে যেন তোমার কথার কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে। আবহাওয়া বিশেষ তরল নয়।"

স্বপ্না সম্মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, আমার প্রশ্নের কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উত্তর দিল।

স্বপন ! আজ তুমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছ, সেখানে সারা বাংলার দৃষ্টি তোমার উপর, প্রত্যেক ঘরে ঘরে তোমার নাম আজ সকলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে আলোচনা করে, তুমি জান না স্বপন, আমি জানি। আমি এখন সেদিকে তাকিয়ে আছি যেখানে তুমি দীপ্ত সূর্য্যের মত সারা বিশ্বের বিস্ময় হবে—এ অবস্থায় তোমাকে আমি এমন ভাবে নামতে দেব না।" স্বপ্নার তখনকার মূর্ত্তি বৈশাখী পৃথিবীর মত বুভুক্ষু, তার আকাশের মত উদাস। স্বপ্নার এ মূর্ত্তি কখনও কখনও প্রকাশিত হয় তখন তার পূর্ব্বপরিচিতেরা তাকে দেখে ভয় পাবে, সে মূর্ত্তি যেন প্রকৃত স্বপ্নার প্রেতমূর্ত্তি। মেয়েদের এ মূর্ত্তিকে আমি বড় ভয় করি।

"নেমে যাচ্ছি? তোমার কথা বুঝতে পারলাম না স্বপ্না। কাল তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কী কোন অসঙ্গত ব্যবহার করেছি?"

"না। তোমার লেখা দাসের কথা বলছি। তুমি তাকে যত বড় করেই এঁকে রাখ, আমিও মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু পৃথিবী তা মানবে না। তুমি এই দয়াটুকু আমাকে কর প্রদীপ।"

"ওঃ, সেই কথা। যাক্, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কিন্তু সেখানে ত এখন আর যাইনে।"

"এখন দুর্ব্বল শরীর বলে'। লেখা দাস চমৎকার মেয়ে, সত্যিই সুন্দর তার ব্যবহার, তোমার অসুখের সময় আসত মনে হ'ত যেন তার নিজের লোকের অসুখ করেছে, তার চোখ আমি সর্ব্বদা সজল দেখেছি প্রদীপ, তাকে আমি সত্যিই প্রাণের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি—কিন্তু লোকে কি তা মানবে স্বপন?

"তুমি লোকের মতামতকে এত শ্রদ্ধা কর স্বপ্না? তোমার নিজের কথা ভেবে দেখত।"

"জানি তুমি একথা বলবে। তোমাকে আজ এ আসনে কোন রাজা বসায়নি, লোকেই বসিয়েছে, সুতরাং তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করতেই হবে, নয়ত আমার স্বপ্ন সার্থক হবে না। অপকার করতে লোক-মত বেশী সময় নেয় না, আমার সম্বন্ধেও ত দেখলে।"

"কিন্তু অন্যায় হ'লেও তাকে মেনে নিয়ে এত বড় আঘাত দিতে হবে স্বপ্না ?"

"ঠিক সেভাবে দেখ'না। সামান্য একজন মেয়ের জন্য এত বড় ভবিষ্যৎ নষ্ট করা যায় না। আমি হ'তে দেব না।"

"লেখার বিষয়ে তোমার নিজের কী মত ?"

"আমার নিজের মতামত মূল্যহীন। হাজার হলেও সে এখনও একজন সাধারণ অভিনেত্রী।"

"অভিনেত্রী হওয়া কী পাপ ?"

"অভিনেত্রী হওয়া পাপ নয় প্রদীপ, পাপের জন্যই অভিনেত্রী হয় না। সমাজের স্তরকে আমি শ্রদ্ধা করি ; ওদের দেশে ছায়াভিনেত্রীর এত সম্মান কিন্তু তারও একটা সীমারেখা টানা আছে। আমি জানি তুমি শ্রীলেখাকে ভুলবার জন্য একটা আশ্রয় খুঁজছ, ও আশ্রয়ে তুমি আনন্দ পেলেও শান্তি পাবে না। তুমি আমার কালকার বন্ধুদের কাউকে বেছে নাও, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওদের যে কেউ খুসী হবে।"

"ওঃ, কিন্তু এটা তোমার বন্ধুদের বিষয়ে ভাল সার্টিফিকেট দেয় না ; তারা কী সেই জন্যই এসেছিলেন ?"

"না। তারা জানে না। আমি একটা শেষ পথ করবার জন্য তাদের টেনে এনেছিলাম ; তোমার নামের জন্যেই তারা মুগ্ধ ছিল।"

"মেয়েরা তা থাকে। কিন্তু তাঁরা সকলেই যে কুমারী দেখলাম। কুমারী মেয়েদের উপর আমার একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে স্বপ্না।"

"সেটা ভাল। কিন্তু লেখাও ত কুমারী!"

"হ্যাঁ, সে মিস্ লেখা দাস বটে, কিন্তু তার একটি ছেলে আছে—বছর ছয় সাতের—।" স্বপ্নার মুখ যেন আমার কথা শুনে পাংশু হ'য়ে গেল, সে আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

"তবে কী তার স্বামী তার সঙ্গেই থাকেন? তবে লোকে মিস্ বলে কেন?"

"স্বামী সঙ্গে থাকেন না। নাইও। তবে তার ছেলের বাবা বেশ সম্ভ্রান্ত লোক শুনেছি, এর বেশী আমিও জানি না স্বপ্না।" আমার কথা শুনে স্বপ্নার মুখে রক্তধারা যেন ফিরে আসে, তার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফিরে আসে। অভিনেত্রী সম্পর্কে নিজের মতামতের সত্যতা উপলব্ধি করে' সে মনে মনে খুশীই হ'য়ে ওঠে। স্বপ্নার ঠোঁটে সে হাসি দেখে আমি বিস্মিত হলাম, নারীর মন দুজ্ঞেয়।

"শ্রীলেখাকে ভুলবার জন্যই যদি আমার এ অধঃপতন তবে আমি ঘরের বাইরে যাব কেন? তোমার বন্ধুদের কী দরকার? শ্রীলেখাকে ত আমি ঘরে বসেই ভুলতে পারি স্বপ্না।" তার দিকে আমি তাকালাম, স্বপ্না আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে উত্তর দিল:

"সে চেষ্টাতেও আমি হার মেনেছি। বাইরের দিকেই তোমার টান বেশী দেখছি, তাছাড়া ঘরে বাধা বিপত্তিও অনেক আছে—।"

"সে বাধাকে খণ্ডন করবার অনুমতি পেলেই হয়—।" উত্তরের জন্য আমি স্বপ্নার মুখের দিকে তাকালাম, না পেলাম কোন ভাষার উত্তর,

না পেলাম তার দৃষ্টিতে কোন উত্তর; দ্বিতীয়বার প্রশ্নের সাহস আমি হারিয়ে ফেললাম।

"তুমি বিয়ে কর প্রদীপ। মীনাকে বিয়ে করনা। তোমার স্বজাতি আর তোমার সঙ্গে মানাবেও ভাল"—কিছুক্ষণ ভেবে স্বপ্না বলল।

"এটা তুমি অনভিজ্ঞের মত কথা বললে স্বপ্না; কয়েকবার প্রেমে ব্যর্থ হবার পর লোকে বিয়ে করে। আমার মাত্র একবার হয়েছে। মীনার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করতে পারি"—আমি হেসে বলি।

"তাই কর। মীনা খুব ভাল মেয়ে। পরে যদি বোঝ তবে ওকে বিয়ে ক'রো—ও তোমার প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী হয়ে—"

"সেটা পরের কথা। যার সঙ্গে প্রেম চলে তাকে বিয়ে করা যায় না। প্রেমের পরিণতি যদি বিয়ে হয় তবে সে প্রেম সত্য নয়। তুমি যেন আজ সব ভুল করছ স্বপ্না।"

"যা হয় কর। আমার যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু চাই যে তুমি আমার কাছে থাক, সবার ওপরে ওঠ—তোমার অবতরণ আমি সহ্য করতে পারব না স্বপন। বল তুমি আমাকে এ ভিক্ষা দেবে।—" স্বপ্নার কণ্ঠস্বর কম্পিত হয়ে উঠল, তার দৃষ্টি যেন সজল বলে' প্রতীয়মান হ'ল, এটা আমার আশাতীত, আমার চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবী যেন অকস্মাৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল, আমার অজ্ঞাতে প্রাণহীনের মত আমি বললাম—"আচ্ছা।"

"আমায় তুমি বাঁচালে—বাঁচালে প্রদীপ।"

স্বপ্না ক্ষিপ্র পদক্ষেপে উঠে চলে গেল।

পশ্চাতে আমি পাষাণের মত তার পরিত্যক্ত আসনটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

পথের জনতা তখন ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছিল।

[illegible] পর বড়দিনের ছুটি এল কলকাতায়।

মহানগরীতে এ ছুটিটার একটা বৈশিষ্ট আছে, সমগ্র বাংলায় হিন্দুর দুর্গোৎসবের যে সমারোহ দেখা যায় তার কণা মাত্র বাংলার রাজধানীতে দৃষ্ট হয় না, পূজার প্রাণ এ প্রাসাদ-নগরীতে অতীব নিষ্প্রভ, গলিতে গলিতে সার্ব্বজনীন পূজোৎসবে সমারোহ আছে, আলোকমালার বিচিত্র খেলা আছে। পুরুষ নারীর দেহসজ্জা তাদের প্রাণের দৈন্যকে আপ্রাণ আবরিত রাখবার চেষ্টা করে, পূজার যা কিছু প্রাণ দেখা যায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর ছুটির পর শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশনে, দেখা যায় পূজার পূর্ব্বে পোষাকের দোকানে, বাংলার বর্ত্তমান দারিদ্র্য পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে বিদেশী-দ্রব্যের বিপনীশ্রেণীর দ্বারে ক্রেতার ভীড়ের বুকে! আমি কয়েকবার বৃটিশসাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীতে বাংলার নিজস্ব পূজার আয়োজন দেখেছি, স্মরণ করেছি দুইশত বৎসরের ইতিহাস, ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে পলাশী প্রান্তরের গোধূলি-রক্ত-রঞ্জিত ছবিটি পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে, আঁখির কোণে দু'বিন্দু অশ্রু এসেছে, জর্জ্জরিত বুকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠে বাংলার আকাশে ও বাতাসে নিঃশব্দে মিশিয়ে গিয়েছে, পূজার সময়ে কলকাতায় থাকতে আমার প্রাণ যেন আর্ত্তনাদ করে ওঠে।

বড়দিনে উৎসবে সেই সহরের মূর্ত্তি অপূর্ব্ব অঞ্জন পরে তার আঁখিতে, যে অঞ্জন আজ সুদীর্ঘ দু'শতাব্দী তার দৃষ্টিকে মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে অঞ্জন তার নিজস্ব আত্মাকে বিস্মৃত করে' রেখেছে—মহানগরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, দিনে দিনে তার যে রক্তের ছন্দ হ'য়ে আসছে শিথিল, যে রক্ত-প্রবাহ ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে, যে রক্তে বিষের বীজ অঙ্কুর হ'য়ে গেছে, যে বিষ আজ তার সনাতনী প্রাণকেও নির্ব্বাসিত করছে

রয়েছে সেই জন্য যেন সাময়িক উত্তেজনার জন্য মদ্যপান ক'রে নৃত্য ক'রে ওঠে, তার শরীর হয় রক্তাক্ত, দৃষ্টির সম্মুখে সারা বিশ্ব নৃত্যরত মূর্তি পরিগ্রহণ করে, ক্ষণিকের জন্য সে নৃত্য ক'রে ওঠে প্রাণের সাময়িক আনন্দে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী বিদেশীর দৃষ্টিতে তাদের বিজয় সাফল্যের পরিচয় দেয়, তারা মহানন্দে আমাদের পিঠ চাপড়ে আদর করে। বড়দিনের পুণ্যময় দিনেও মহামানব বিশুখৃষ্টের উদ্দেশ্যে আমরা কাতর প্রার্থনা জানাই।

"স্বপ্না, ছুটি এসে পড়ল, চল একবার বাড়ী যাই, বাড়ীর জন্য মনটা ছটফট্ করছে"—স্বপ্নাকে আমার ইচ্ছা জানালাম।

"বেশত যাওনা। অনেকদিন বাড়ীও যাওনি তুমি, অসুখের পর মাসীমা তোমায় দেখবার জন্য খুবই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। বরঞ্চ বড়দিনে লোকে কলকাতায় আসে, কেউ বাইরে যায় না, ভেবেছিলাম ছুটিটাতে এখানে তোমায় নিয়ে একটু আনন্দ করব, মীনারাও ছুটিতে এখানেই থাকবে।"

"বড়দিনে কলকাতায় থাকতে আমার ভাল লাগে না স্বপ্না।"

"সে কী! এত স্ফূর্তি—!"

"হ্যাঁ এই স্ফূর্তিই আমার গলা চেপে ধরে। বড় বড় সাহেবদের বাড়ীতে চাকচিক্যময় তকমা আঁটা পোষাক প'রে এদেশের চাকরদের আনন্দ দেখেছ? ডিনারের শেষে ভুক্তাবশিষ্ট ও অবশিষ্ট মদ্যপান ক'রে তাদের স্ফূর্তি দেখেছ? বড়দিনে কলকাতার সেই আনন্দ। চল বাড়ী যাই।"

"আমিও?"

"ক্ষতি কী? দুজনে গেলে মা বেশী খুশীই হবেন।"

"বেশ চল।"—স্বপ্না সানন্দেই মত দিল।

ভিড়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমরা ছুটির দু'দিন পূর্ব্বেই যাত্রা স্থির করলাম; বড়দিনের কলকাতা ত্যাগ করে' যেতে বরেণ স্বীকৃত হল না, স্বপ্নার মা-ও শিশুকে নিয়ে কলকাতা থেকে গেলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি ও স্বপ্না যাত্রা করলাম।

বেলা দু'টার সময় আসাম মেল শিয়ালদহ থেকে ছাড়ে, এই গাড়ীটায় অপেক্ষাকৃত কম ভিড় হয় বলে' সেটাতেই যাত্রা স্থির করলাম। যথা সময়ে আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম, বরেণ আমাদের যাত্রার সুব্যবস্থা করতে এসেছিল। কম হলেও ষ্টেশনে বহির্গামী যাত্রীর যে ভিড় তা বেশ ভীতিপ্রদ; জনতার বুকে আমরা মধ্যম শ্রেণীর একখানা কামরায় স্থান নিলাম, সুব্যবস্থা করবার জন্য বরেণকে প্রাণের ধন্যবাদ দিলাম, শিক্ষিত হলেও স্বপ্না নারী, সুতরাং নারীর জন্মগত দৌর্ব্বল্য সবগুলোই তার আছে যেমন প্রত্যেকের থাকে, আবক্ষ অবগুণ্ঠন দিয়ে গ্রাম্যবধূর মত এদের হাতধরে' ট্রেণে তুলতে হয়না, নিজের পায়ে হেঁটে গাড়ীতে উঠতে পারে, নিজের নিজের মালগুলোর উপর সপ্রভ দৃষ্টি দিতে পারে, কিন্তু সহযাত্রীর বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারে না; আমি তখনও দুর্ব্বল, ভিড়ের চাপ সহ্য করবার মত শক্তি তখনও পূর্ণরূপে সঞ্চয় করতে পারি নাই, সুতরাং বরেণের ব্যবস্থা আমাকে বিশেষ সাহায্য করল, আর মেশে পথের পানীয় ও পাত্রে পথের খাবার বিশেষ করে' বন্দোবস্ত করে' দিয়েছিল।

আসাম মেলে সেদিন গাড়ীগুলোর সুব্যবস্থা ছিল। মধ্যম শ্রেণীর কামরাগুলোর ব্যবস্থা বিশেষ ভাল, কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা একত্রে গ্রথিত—সব কামরাগুলোর সম্মুখে দীর্ঘ একটি বারান্দা, যে ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ ইংরাজিতে 'কুপে সিস্‌টেম্‌' বলে; সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর জন্যই এরূপ ব্যবস্থা থাকে, কোন কোন দিন আসাম মেলে দ্বিতীয়

ও প্রথম শ্রেণী ব্যতীত মধ্যম শ্রেণীতেও এ ব্যবস্থা থাকে, সেদিন আমি রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলাম। কামরায় দু'টি আসন থাকে, দু'টি আসনে বরেণ আমাদের জন্য দু'টি শয্যা রচনা করে দিল—

"তুমি বসে পড় প্রদীপদা, তুমিও বসে পড় স্বপ্না, নিজের জায়গা বেশ করে' কায়েমী করে' নাও, গাড়ী ছাড়লে এই দরজাটা বন্ধ করে' দিও, পর্দাটাও টেনে দিও, চেকার ছাড়া অন্য কেউ এলে দরজা খুল'না, একবার একটা ঢুকলে পিঁপড়ের মত সব ঢুকে পড়বে, তখন দেখবে তোমাদেরই বসবার জায়গা নেই।"—বরেণ আমাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিল।

"কিন্তু কামরাটা আমরা রিজার্ভ করিনি বরেণ! যাত্রীকে বাধা দেবার শক্তি এখন আমার নেই ভাই"—আমি হেসে বলি।

আমার হাসিতে বরেণ রেগে উঠে উত্তর দেয়—"রিজার্ভ কী সেকেণ্ড ক্লাসের সাহেববাই করে যায়? ওঠন্ত' দিবে ওদের গাড়ীতে—! বাড়ীতে কেউ থাকলে আমি তোমাদের ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত পৌছে আমন্ডার গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসতাম। দেখতাম কে ওঠে গাড়ীতে—।"

"কেউ উঠতে পারতো না বটে কিন্তু বোধ হয় পুলিশের হেফাজতে সকলকেই অচিরে কলকাতায় ফিরে আসতে হ'ত মাঝ থেকে"—স্বপ্না গম্ভীর হ'য়ে বলে।

"কেন?" —বরেণ প্রশ্ন করল।

"মারপিটের মকদ্দমার আসামী হ'য়ে—।" এবার আমি ও স্বপ্না হেসে উঠি, বরেণ হাসল না।

"পথে নারী বিবর্জ্জিতা—শাস্ত্র-বাক্য মিথ্যা নয়।"—সময়ে সময়ে বরেণ শাস্ত্র-বাক্যটা বিশেষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করত।

"কিন্তু এখনকার নারী নয়"—স্বপ্না মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

ইহাই সত্য

"পৃথিবীর পরিবর্ত্তন হ'ল, সূর্য্যও শুনছি নিভে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়ে মানুষের কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি,—নাঃ, কিছুনা।" রবেণের মুখে গূঢ়তত্ত্বের কথা শুনে আমি তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকালাম, সস্মিত স্বপ্না কোন উত্তরই দিল না।

গাড়ী ছাড়বার সঙ্কেত-ঘণ্টা দিল।

"ঘণ্টা দিল, এবার আমি নামি প্রদীপদা, স্বপ্না, প্রদীপদাকে একটু সাবধানে নিয়ে যেও, শরীরটা এখনও বিশেষ সারেনি, আর মেসের জল ও ওভালটিন খাইও, চা খাবার ইচ্ছা হ'লে' সোরাজীর চা কিনে দিও, মাটির ভাঁড়ে করে' 'গরম চা' খাইও না, দু' পয়সার সস্তায় কাজ নাই। গিয়ে চিঠি দিও, মাসীমা মেসোমশায়কে আমার প্রণাম জানিও প্রদীপদা।" রবেণ যথাযোগ্য পথের উপদেশ দিয়ে অনর্গল বক্তৃতা দিল, পরে আমাকে প্রণাম করল, তার এ ব্যাধিটার আমি কোন প্রতিকার করতে পারি নাই, বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের না হ'লেও নিঃসন্দেহে বড়, কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে আমাকে প্রণাম সে করবেই, প্রথম প্রথম আপ্রাণ বাধা দিতাম, স্বপ্না বলেছিল, "ওর কোন কাজে বাধা দিওনা, অবাধ গতিই ওর জীবনের আনন্দ, বাধা পেলেই ক্ষেপে ওঠে—", সুতরাং পরে তার কোন কার্য্যে বিন্দুমাত্র বাধা দিই নাই। স্বপ্নাও স্বামীকে প্রণাম করল, রবেণ গম্ভীরভাবে সুযোগ্য স্বামীর মত স্বপ্নার মাথায় হাত রেখে নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদ করল। দৃশ্যটি আমাকে বড় আনন্দ দিল।

গাড়ী ছাড়ল।

গতির বেগ বৃদ্ধি পেল, ক্রমে ক্রমে ষ্টেশনের সব চিহ্ন দূরে চলে গিয়ে আমাদের মনের গতিও বৃদ্ধি করল, গতির যে ছন্দ তাতে মানুষের ভাষা স্তব্ধ হ'য়ে আসে, বিশেষ সে ছন্দের প্রথম মূর্চ্ছনায় কিছুক্ষণ মৌনভাবে

থেকে আমরা গতিকে প্রাণের নমস্কার জানালাম। ট্রেণ তখন প্রান্তরের বক চিরে' উদ্দেশ্যের দিকে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে, আমাদের দু'পাশে দ্বিপ্রহরের পৃথিবী ক্লান্তির অভিবাদন জানাচ্ছিল চঞ্চল মানুষকে তার গতির কৃত্রিম অনুকরণ করে'—

"বরেণের পরিবর্ত্তন দেখেছ স্বপ্না? এ বরেণ যেন এক নতুন মানুষ, ওর প্রাণের মহানুভবতাকে আমি শ্রদ্ধা না করে' পারি না।"– প্রথমে আমিই কথা বললাম। স্বপ্না উঠে আমার পিঠের নীচে একটা নরম বালিশ দিয়ে বলল "তুমি আরাম ক'রে বস, এই বালিশটার ওপর ভর দাও।" আমি তার আদেশ পালন করলাম, সে উঠে এসে আমার বুকের কাছে বসল। আমি ধীরে ধীরে তার একখানা হাত আমার হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। "বরেণকে আমি ভুল বুঝেছিলাম স্বপ্না। ওকে না জানি কত আঘাত দিয়েছি ভুল বুঝে"—বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমি বলি।

"ও কিছু মনে রাখে না। ও তোমাকে এত ভালবাসে! সত্যিই ওর মনটা খুব উঁচু, এই একটা জিনিসই ওর আছে, আর কিছু নেই, হয়ত অত বড় মন খুব কম লোকেরই আছে। আমি অবাক হয়ে যাই ওর মনের মহানুভবতা দেখে—তুমি আর ক'দিন দেখেছ' মাঝে মাঝে যে সে ক্ষেপে ওঠে সে ও নয়, ওর ভিতরের দুর্দ্দান্ত ভূতটা—এখন দেখ এইভাবে একা তোমার সঙ্গে যেতে দিতেও ওর বিন্দুমাত্র অমত নাই, হয়ত রাত্রে এক বিছানায় দেখলেও ও রাগ করবে না—অথচ দেখে—"

"সত্যিই সেটা ওর ভূতই ছিল।"

"সে ভূত তাড়াবার জন্য আমাকে কম বেগ পেতে হয়নি স্বপন, সে রাত্রের অসুখের কথা মনে আছে ত?"

"আছে। উঃ, সে তোমার নবজীবন স্বপ্না।"

"সত্যিই তাই। আবার সেই বিপদ মাথায় তুলে নিয়েছি—"

"আবার!" আমি বিস্মিত নেত্রে তার মুখের দিকে তাকালাম। স্বপ্নার আঁখিপল্লব আমার দৃষ্টিতে যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল। কিন্তু সম্মুখে তোমার পরীক্ষা স্বপ্না। এ সময়—"

"কী করব! তোমাকে কাছে রেখে ওকে শান্ত রাখতে হ'লে ওর অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করলে কুরুক্ষেত্র করত, এই ভাবেই তার ভূতটাকে আমি তাড়িয়েছি। আর তাছাড়া সেও ত মানুষ! এবং পুরুষ মানুষ। এখন তোমার ওপর ওর যা ধারণা হয়ত অন্য কোন লোকের এত উঁচু ধারণা তোমার ওপর নাই। তোমাকে এখন সে পুজো করে, বয়েসে ছোট হলেও সেইজন্য তোমায় প্রণাম করে, তাই আমি তোমাকে বাধা দিতে মানা করেছিলাম, সত্যিই প্রদীপ, ওর অন্তরটা খুবই উঁচু!"

স্বপ্নার কথাগুলো আমি নিবিষ্ট মনে শুনে গেলাম, অনুভব করলাম স্বামীর প্রতি স্বপ্নার শ্রদ্ধা, নমস্কার করলাম তার সুশিক্ষাকে, নারীকে জানালাম আমার প্রাণের প্রণতি। বরেণের মহানুভবতাকে আমিও কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে' আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম মনে মনে।

বরেণের কোন্ অংশটি সত্য সেইটুকুই শুধু সঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, স্বপ্নার কথায় আমি আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেলাম।

স্বপ্না পুনরায় সন্তানের ভাবী জননী শুনে আমি বিস্মিত পলকে পুনরায় তার দিকে তাকালাম।

স্বপ্না সত্যিই স্বপ্নময়ী!

গাড়ীর বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হ'ল, তার গতির সঙ্গে আমাদের

গতিও বৃদ্ধি পেল, বাহিরের পৃথিবীর গতির ছন্দের সঙ্গে আমাদের মনের গতির সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা করলাম ; বয়েসের অধ্যায় সংক্ষিপ্ত ভাবে শেষ করে আমরা দু'জনেই চুপ করেই ছিলাম, মনের চাপা মতামত শেষ করে' আমরা যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। অকস্মাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের কামরায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন, দ্বারের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—"প্রদীপ— !"

স্বপ্না ত্রস্তা হ'য়ে আমার কাছ থেকে উঠে গিয়ে নিজের আসনে বসল। আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম ; দ্বারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি আমার পরিচিত। তাঁর পরিচিত মুখ আমার উদ্দাম ক্রোধকে শান্ত করল। আগন্তুক রংপুর কলেজের আমার পুরাতন অধ্যাপক।

"স্যার— !" একটিমাত্র শব্দে আমার অভ্যর্থনা ও বিস্ময় দুইই এক সঙ্গে জানিয়ে দিলাম। এবার তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। আমি উঠে তাঁকে প্রণাম করে' সম্মুখের স্বপ্নাকে ডাকলাম।

"স্বপ্না—ইনি আমার প্রফেসর ! আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন।" স্বপ্না ইঙ্গিত বুঝতে পেরে আমার অধ্যাপককে প্রণাম করল।

"কল্যাণী হও মা ! ইনি, প্রদীপ—?"

"আমি আপনার পুত্রবধূ !" লজ্জাবতী পুত্রবধূরই মত স্বপ্না লাজ-নম্র দৃষ্টিতে উত্তর দিল, আমি হতবাক্ হ'য়ে তার লজ্জানত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে মুখে বিন্দুমাত্র পরিহাসের বা ব্যঙ্গের ছায়া নাই।

"বেশ বেশ ! বড় আনন্দের কথা। তুমি বস মা—আমিও একটু বসি, প্রদীপকে কতদিন পর দেখলাম বৌমা, বড় আনন্দের কথা।"

অধ্যাপক আমার পাশে বসলেন, স্বপ্না নিজের আসনে বসল।

"তোমায় আমি এই গাড়িতে উঠতে দেখলাম প্রদীপ, দেখেই চিনেছি, তুমি কিন্তু আমায় দেখতে পাওনি প্রদীপ, কিংবা চিনতেই পারনি—"

"সে কী কথা স্যার! আপনাকে কী ভুলতে পারি? আপনাকে দেখতেই পাইনি—।"

"তাই হবে বাবা। যে ভিড় আজ ছিল—জান বৌমা, তোমায় আমি তুমিই বলছি মা, কিছু মনে কর না, বুড়ো মানুষ—বুঝলে বৌমা, প্রদীপ আমাদের বড় প্রিয় পাত্র ছিল, সকলেই ওকে ভালবাসত। বুঝলে প্রদীপ, কলকাতায় পৌঁছে শুনি তোমার নাটকের অভিনয় হচ্ছে, কে যেন আমাকে বলল—বুড়ো বয়সে গেলাম নাটক দেখতে, আমি ওসব কখনো দেখিনে, কিন্তু তোমার বই ছাড়ি কী করে? একী আমার কম গর্ব।"—গর্ব হয়েছিল কিনা জানি না কিন্তু অধ্যাপক নন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বপ্নার দিকে একবার তাকাল, স্বপ্না এতক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে গল্প শুনছিল, তাঁর শেষের মতামত শুনে লজ্জায় দৃষ্টি আনত করল।

"কেমন লাগল স্যার?"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"চমৎকার। খুব ভাল লাগল প্রদীপ। আশির্ব্বাদ করি তুমি বড় হও, দেশের একজন হও।" হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রাণের আশীর্ব্বাদ।

তারপর তিনি অনেকক্ষণ গল্প করলেন, পুরাতন স্মৃতির আবরণ উন্মোচন করলেন, আমি ও স্বপ্না সে গল্পে যোগ দিয়েছিলাম।

"তুমি দেশেই যাবে ত প্রদীপ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"বেশ! পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমি এই কামরার দুটো কামরার পরেই আছি।"

"আমি আমতলা হ'য়ে যাব স্যার। ওটাই সুবিধে কিনা।"

"ওঃ। আচ্ছা, ঈশ্বরদিতে নামবার আগে আর একবার তোমাদের দেখে যান।"

"আমরাও আপনাকে প্রণাম না করে নামব না।" স্বপ্না বেশ সময়োচিত উত্তর দিল; স্নেহপরায়ণ অধ্যাপক পরম তুষ্টি লাভ করলেন স্বপ্নার কথায়।

"বেশ লোকটি প্রদীপ"—তিনি নিজের কামরায় গেলে স্বপ্না অসংলগ্ন ভাবে বলল। সেটা যেন নিজের অস্তিত্বে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য।

"হ্যাঁ। আমায় বড় ভালবাসেন। পরম পণ্ডিত লোক।"—সংক্ষেপে স্বপ্নার কথার উত্তর দিয়ে আমি আমার পুরাতন অধ্যাপকের আগমন, স্থিতি ও প্রস্থানের মুহূর্ত্তগুলি মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম, স্বপ্নার অভিনয়টি আমাকে বিশেষভাবে সচেতন করে তুলল।— "ওটা তুমি কী করলে স্বপ্না?"

"কোনটা?"

"স্যারের কাছে তোমার পরিচয় দানটা।"

"ওঃ। তুমিও দু' একবার দিয়েছ, এবার না হয় আমিই দিলাম, তা ছাড়া আমরা যে ভাবে বসেছিলাম তাতে ও পরিচয় ব্যতীত উপায় ছিল না। বন্ধু বলে পরিচয় দিলে তাঁর তোমার ওপর এমন সুমত নষ্ট হয়ে যেত প্রদীপ।"

"কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কখনও আমার বউয়ের সঙ্গে সত্যিই দেখা হয়। তখন কী বলব?"

"বল যে তোমার প্রথমা স্ত্রী মারা গেছে। তখন যা হয় একটা বল।" স্বপ্নার মৃদুহাসি ব্যাপারটাকে তরল করবার চেষ্টা করে।

ঈশ্বরদি ষ্টেশনে অধ্যাপককে প্রণাম করে' আমরা আসাম মেলকে ত্যাগ করে' আমজুড়ার ট্রেন ধরলাম, বিদায়ের সময় অধ্যাপক পুনরায় আশীর্ব্বাদ করলেন, বিশেষ স্বপ্নাকে। ঈশ্বরদিতে আমি বরেনের উপদেশানুযায়ী সোরাবজীতে চা খেয়ে নিলাম, স্বপ্না বরেনের উপদেশের উপরেও কঠিন কঠিন তত্ত্বাবধানের আদেশ জারী করে' দিল, সুতরাং পথে আমার নিজস্ব মতামত বিশেষ ছিল না।

পরদিন যথাসময়ে দেশে পৌছলাম। ছুটির কযদিন মা'র স্নেহাঞ্চলেব তলে থেকে ফিবে এলাম। ফিরবার সময পথেব প্রায একই প্রকার কাহিনী, কোন বৈচিত্র নাই, সুতবাং পথের গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনী লেখা আমাব এ কাহিনীব উদ্দেশ্য নয এবং আপনাব রসপিপাসাকে ভারাক্রান্তও করতে চাই না। মাত্র একটি ঘটনাব সামান্য উল্লেখ কবব, যেটা খুব প্রয়োজনীয বা বিশিষ্ট নয তবুও ভবিষ্যতেব উপর তাব কিছু আলোক-সম্পাত আছে বলে' নিঃশব্দে সেটাব সামান্য উল্লেখ করে' রাখা উচিত।

কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনেব সমযও আমবা আমজুড়া দিযে আসি, কাটিহাবে এসে বেলা আড়াইটাব সময ট্রেন ধবতে হ'ত, আমজুড়াব ট্রেন অপেক্ষাই কবছিল আমবা এসে একখানা কামবায আশ্রয নিলাম।

ট্রেন ছাড়তে তখনও আধঘণ্টা দেরী ছিল।

আমাদেব কামবায তখন আব একজন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন, স্বপ্না বিবক্তিপূর্ণ দৃষ্টি তাঁব প্রতি নিক্ষেপ করে' জিনিস পত্র গুছিযে বেখে এককোণে একটি চাদব পেতে আমাকে বসতে বলল ও নিজেও বসে পড়ল আমার পাশে। তৃতীয ব্যক্তি আমাদের দিকে প্রথমে মুহুর্মুহু তাকাতে লাগলেন পবে তাকিযেই থাকলেন। তিনি যুবকই তবে

ভদ্রলোকটির কিঞ্চিৎ প্রৌঢ় হয়ে ছিলেন, মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা এবং রুক্ষ ও অবিন্যস্ত, মুখের আবহাওয়া সহাস্য ও স্নিগ্ধ, গায়ে সাদা ও পরিষ্কার একটি লংক্লথের পাঞ্জাবী, পরণে ময়লা ধুতি, কিঞ্চিত কোঁচার খুঁটিতে পানের দাগ, বেঞ্চের উপর পা তুলে আসন করে' বসেছিলেন, নীচে বাটার ময়লা ক্যানভাসের পাদুকা উল্টাভাবে শ্রীচরণের স্পর্শ প্রার্থনা করছিল, ভদ্রলোকের ক্ষৌরকর্ম বিষয়ে তাঁর গণ্ডস্থল পরিচয় দিচ্ছিল। অনুমানে বুঝতে পারলাম যে স্বপ্না সে যাত্রীটির জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে অপরিসীম অভিশাপ দিচ্ছিল।

"দেখছ লোকটা কী ভাবে তাকিয়ে আছে? চাষা!"

"লোকটার সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে স্বপ্না। বোধহয় আমাকে হিংসা করছে। এখানে পরিচয়টা আমিই দেব নাকি?"

"দিতে পার! আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।" স্বপ্না অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

"আপনারা কতদূর যাবেন মশাই?"--রেলযাত্রীর গতানুগতিক প্রথম প্রশ্ন ভদ্রলোক করলেন।

"কোলকাতা।" সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, ট্রেনে বেশী কথা বলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ বিশেষ পুরুষ সহযাত্রীর সঙ্গে।

"ওঃ। আমি যাব মুর্শিদাবাদ, আসছি ছাপড়া থেকে। যাক্ আপনাদের সঙ্গে বহুদূর যাওয়া যাবে।" তিনি যেন বেশ একটু উৎফুল্ল হন।

"আমরা রাজসাহী হ'য়ে যাব।"

"ওঃ, তবুও আমনূড়া পর্য্যন্ত যাওয়া যাবে।" তিনি যেন আমাদের ছাড়বার পাত্র ন'ন।

আমি বেশী উৎসাহ দেই নাই, তবুও তাঁর কথার স্রোতে যতটুকু যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম তাতে তাঁর সামান্য পরিচয় পেলাম। ভদ্রলোকের নাম প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্য, সসম্মানে বি এ পাশ করে' ছাপড়ায় চাকরী করেন; তাঁর যেটা বৈশিষ্ট্য সেইটুকু আমাকে ও স্বপ্নাকে আকৃষ্ট করল, তিনি একজন হস্তরেখাবিদ্। এ বিদ্যার পরিচয়টুকু তিনি নিজেই ব্যক্ত করলেন, উদ্দেশ্য কী ছিল জানি না, তবে সে বিদ্যায় তিনি যে বিশেষ পারদর্শী সে পরিচয় তিনি নিজেই দিলেন এবং কবে কোথায় কার হস্তরেখা বিচার করে' নির্ভুল ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছিলেন তার একটি সুদীর্ঘ তালিকা মুখে মুখেই দিলেন।

হস্তরেখা বিচারের একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ আছে, বোধহয় তার মূলে আছে অন্ধকার ভবিষ্যৎ জানবার অন্ধ মানুষের বদ্ধমূল স্পৃহা। সকলেই আধুনিকতার বাতাসে পাল তুলে এ বিদ্যাটাকে পরিহাস করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পরিহাসের ছলে নিজের ভবিষ্যৎ জানবার জন্য অতীতের জর্জ্জরিত রুক্ষ ইতিহাস থেকে ত্রাণ পেয়ে ভবিষ্যতের বিন্দুমাত্র উজ্জ্বল আলো দেখবার জন্য নিজের হাতটি নিঃশব্দে এগিয়ে দেন, পথের বুক থেকে ডেকে সামান্য বিদেশী পেশাদার হস্তরেখাবিদ্‌কে কেন্দ্র করে' এমন দৃশ্য হয়ত অনেকেই দেখেছেন।

প্রমথবাবুর কথায় স্বপ্নাও কিঞ্চিৎ বিচলিত হ'ল, তাঁর প্রতি বিরক্তির ভাবকে চাপা দিয়ে বোধহয় তাঁকে পরিহাস করবার জন্যই স্বপ্না প্রশ্ন করল—

"বলুন ত আমাদের কটি ছেলেমেয়ে ?" স্বপ্না প্রমথবাবুর পাশে বসে নিজের হাতটি তার সম্মুখে প্রসারিত করে' দিল। তিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

"দেখুন কাল আমার একাদশী গেছে, আজ এখনও জলস্পর্শ করিনি,. চঞ্চল ও ক্ষুধিত দেহ নিয়ে এসব সূক্ষ্ম বিচার করা কঠিন—তবে এসব সহজ প্রশ্ন, আপনার হাত না দেখেই কিছু বলতে পারব। বলব শুধু আপনার সন্দেহ ভাঙ্গাবার জন্য, আমার গুরুর আদেশ আছে—।"

তখন ট্রেন চলতে আরম্ভ করল।

"হাত না দেখে বলবেন ? কেমন করে ?"—স্বপ্না প্রশ্ন করে।

"আপনার কপাল দেখে। সুস্থ চিত্তে আপনার হাত, কপাল ও নির্ভুল ঠিকুজী পেলে গুরুর আশীর্ব্বাদে আপনার ভবিষ্যতের প্রতি লেখেও হয়ত বলতে পারব। যাক, এখন আপনি তাকান আমার দিকে, ঠিক আমার চোখের দিকে।"—স্বপ্না তাঁর চোখের দিকে তাকাল, তিনি স্থির দৃষ্টিতে স্বপ্নার কপালের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলের নীচে তাঁর চোখের ও মুখের উজ্জ্বল্য, আকস্মিক পরিবর্ত্তন আমি মুগ্ধ নেত্রে লক্ষ্য করলাম, প্রমথবাবু যেন ধ্যানস্থ হলেন। তাঁর সারা শরীরে অপরিচ্ছন্নতার মাঝেও যেন একটা দীপ্তি ফুঠে উঠল। আমি বিস্মিত হলাম।

"আপনার একটি ছেলে। আর ওঁর একটিও নয়" তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন।

"তার মানে ?"—স্বপ্না কিঞ্চিৎ রূঢ় স্বরে বলল।

"মানে আপনার বিয়ে হয়েছে আর ওঁর হয়নি।" প্রমথবাবুর কথা শুনে স্বপ্না লজ্জিত হ'য়ে চোখ নামিয়ে নিল। আমি স্বপ্নার অবস্থা দেখে মৃদু হাসছিলাম।

"প্রমথবাবু, বলুনত উনি আমার কুগ্রহ না সুগ্রহ, ঘাড়ে কদিন চেপে থাকবেন!"—এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম। প্রমথবাবু আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন—"উনি আপনার সুগ্রহ মশাই! উনি না থাকলে

এতদিনে আপনি কোথায় চলে যেতেন! ঘাড়ে যতদিন থাকেন ততই আপনার মঙ্গল।" এবার স্বপ্না আমার দিকে তাকাল, দৃষ্টির কাণায় কাণায় ফুটে উঠেছিল অর্থপূর্ণ গর্ব্ব-চিহ্ন।

"আপনাকে খুব বিরক্ত করছি, কিছু মনে করবেন না। আমি এবার পরীক্ষা দেব, কেমন হবে?"—স্বপ্না এবার সত্য প্রশ্ন করল।

"কী পরীক্ষা?"

"বি টি।"

"কোন মাসে হয় বি টি. পরীক্ষা?"

"মার্চ্চ মাসে হবে।"

প্রমথবাবু সে প্রশ্নের উত্তরে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন স্বপ্নার কপালের দিকে, পরে বললেন—"আমড়তায় আপনি নামবার আগে এর উত্তরটা দিয়ে দেব।" উত্তরটা বিশেষ উৎসাহজনক নয়, ভবিষ্যৎবক্তা অশুভ কিছুর ইঙ্গিত দিলে যদি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না তবুও যেন মন বিশেষভাবে বিচলিত হ'য়ে পড়ে। আধুনিকা স্বপ্নাও সে কথায় যেন অকস্মাৎ দীপ্তিহীন হ'য়ে পড়ল।

কামরায় কিছুক্ষণ বিশ্রী স্তব্ধতা সকলকে ন্যস্ত করে' তুলল, আমি ভাবলাম যে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় না হ'লেই ছিল মঙ্গল, পথের মাধুর্য্যটুকুই তিনি বিনষ্ট করে দিলেন, এবার আমারই রাগ হ'ল ভদ্রলোকের উপর।

"আচ্ছা বলুনত এর বিয়ে হবে কিনা?"—স্বপ্না আমাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে' ঘরের বদ্ধ স্তব্ধতাকে তরল করবার চেষ্টা করল, সে জন্য তাকে ধন্যবাদ।—"এর ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা!"

প্রমথবাবু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

"এটার কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎবাণীও কোন ফল করতে পারবে না প্রমথবাবু"—আমি বললাম।

"আগে শুনুন কী বলি! জন্ম মৃত্যু বিয়ে—জানেন ত?"

"জানি, শেষের কিন্তু আমি নিজেই বিধাতা!"—আমি দৃঢ়স্বরে বলি।

"হ'তে পারে। কিন্তু আমি বলে' রাখছি আজ থেকে তিন বছর পর মাঘ মাসে আপনার বিয়ে অনিবার্য। তখন আমায় নেমন্তন্ন করবেন, ঠিকানা দিয়ে যাব।" স্বপ্না তাঁর কথা শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। "এ তিন বছর আপনি এঁকে একটু ঘিরে' থাকবেন।" স্বপ্নাকে বললেন।

"ঘিরে মানে? আষ্টে পৃষ্ঠে পেঁচিয়ে আছেন, আপনার আর বলে' দিতে হবে না মশাই!"—আমি বললাম।

"কোথায় হবে একটু বলে দিন না।"—স্বপ্নার অনুরোধের কণ্ঠ।

"হবে এই কাছাকাছি—"

"তার মানে? কতদূরে? কলকাতার কাছাকাছি?"—স্বপ্না বোধহয় মীনার কথা স্মরণ করে' উৎসুক হ'য়ে উপর্যুপরি তিনটি প্রশ্ন করে।

"না এই আমাদের কাছাকাছি!"

ট্রেন তখন খুব একটা ছোট ষ্টেশনে থেমেছে, ষ্টেশনটার দিকে তাকিয়ে নাম পড়লাম—হরিশ্চন্দ্রপুর। ষ্টেশন থেকে একটি কাঁচা পথ সোজা বোধহয় গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে, দু' একখানা মহিষের গাড়ী সে পথে ধূলো উড়িয়ে চলেছে, ষ্টেশনটি প্রায় জনমানবহীন, দু' তিন জন সাধারণ যাত্রী উঠল এবং দু' চার জন নামল। অদূরে আম্রকাননের ঘনতা

স্থানের পরিচয় দিচ্ছিল, ষ্টেশন মাষ্টার লাইন ক্লিয়ারের বেল্টটি হাতে নিয়ে ছুটে চলেছেন ইঞ্জিনের দিকে, কোম্পানীর সনাতন কালো কোটের তলে তাঁর তৈল-চিক্কণ গেঞ্জীটি উঁকি দিচ্ছিল।

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে এই ষ্টেশনের কাছে আমার বিয়ে হবে? ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে নাকি?"—আমি যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হ'য়েই প্রমথবাবুকে প্রশ্ন করলাম।

"সেটা ঠিক বলতে পারব না। তবে আমাদের এখান থেকে চার মাইলের মধ্যেই আপনার ভাবী পত্নী অপেক্ষা করছেন।"

"ভালইত প্রদীপ, ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করলে রেলে চাকরী পাবে, আমি বিনা টিকিটে যাতায়াত করব" স্বপ্না ইন্ধন দিল।

"বোগাস! দিল্লী লাহোর ছাড়া বিয়েই করব না যদি করি। এই ভূত জায়গায়? ছোঃ। এখানে লোকের বাস আছে নাকি?"

প্রমথবাবু মৃদু হাসলেন।

আমঝড়ায় আমরা নেমে গেলাম, প্রমথবাবুর গাড়ী সোজা গোদাপাড়ীর চলে গেল, নামবার পূর্ব্বে তিনি স্বপ্নাকে বললেন "আপনি পরীক্ষার ফল জানতে চেয়েছিলেন, এখন বলি, পরীক্ষার আপনার আশাতীত ভাল ফল হবে। আপনার জীবনে আপনি কাম্য উন্নতি পাবেন। গরীবের কথাটা তখন একবার মিলিয়ে দেখবেন।" স্বপ্না তাড়াতাড়ি প্রমথবাবুর পদধূলি নিল, হতবাক্ হ'য়ে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

"আর একটা অনুরোধ আপনাকে করে' রাখি। প্রদীপবাবুকে আপনি কাছে রাখবেন, বিশেষ তিন বছর, তারপর বোমার হাতে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে পারেন। এর আগে শত আঘাত পেলেও ওঁকে ছাড়বেন না। বিয়ের আগে একটা খবর দেবেন প্রদীপবাবু।"

সহাস্য বদনে ভবিষ্যৎবক্তা প্রমথবাবু আমাদের নমস্কার করলেন।

নির্ব্বিঘ্নে যথা সময়ে আমরা মহানগরীতে পৌছুলাম; ভবিষ্যৎবক্তা প্রমথবাবু স্বপ্নার মনের উপর গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিলেন, বিশেষ আমার সম্পর্কে সতর্কবাণী। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সফল হ'ত কিনা জানিনা কিন্তু যে ভীতি স্বপ্নার মনে এতদিন লুকোচুরি করছিল পথের আকস্মিক ভবিষ্যৎবাণীতে সে ভীতি স্বপ্নার আধুনিক মনেও বদ্ধমূল হ'য়ে গেল; প্রমথবাবুর ভবিষ্যৎবাণী আমাকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারেনি, জীবনে আমার আশাও খুব ছিল না সুতরাং ভবিষ্যতের আলো বা অন্ধকার সম্পর্কে আমি একেবারে উদাসীন ছিলাম, ক্ষুব্ধ সমুদ্রে ক্ষুদ্রতম তরণীর মত আমার জীবনের অবস্থা, স্বপ্নার আশা ছিল যে একদিন সেই তরীই নাকি পরিপূর্ণ সম্পদে কুলে পৌছাবে, অতএব তার ভয় ছিল।

ফল হাতে হাতে পেলাম, কলকাতায় পৌছে দেশে ফির যাবার আর অনুমতি পেলাম না, দেশে যাবার সঙ্গে স্বপ্নার কী পরামর্শ হয়েছিল জানিনা, যাত্রার পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের অজুহাতে তিনি আদেশ দিলেন যে কলকাতায় বাস আমি যেন স্বপ্নার সঙ্গেই করি, পাপ প্রমথবাবু তাতে ইন্ধন জোগালেন, সুতরাং ফিরে এসে আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

কলেজ ব্যতীত সর্ব্বত্র স্বপ্না আমার সঙ্গে যেত, কলেজ থেকে ফিরে আসতে দেরী হ'লে বরং কলকাতায় সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করত, কয়েকদিন লেখার বাড়ীতেও সংবাদ নিয়েছে খবর পেয়েছি, স্বপ্নার ভয় শুধু ঐ একস্থানেই বেশী ছিল, ধীরে ধীরে জালটি গুটিয়ে নেবার জন্য স্বপ্না কয়েকদিন আমাকে সঙ্গে করে' লেখার বাড়ীতেও গিয়েছে, উপযুক্ত আদর ও অভ্যর্থনাও পেয়েছে, লেখার ব্যবহারকে স্বপ্না স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ভূয়সী প্রশংসাও করেছে, কিন্তু সে সব রীতি ও নীতিকে সাহায্য করে' সে ক্রমে লেখা ও আমার

মাঝে একটি যবনিকা টানবার চেষ্টা করেছিল অতীব সুকৌশলে, রুচি মার্জ্জিত ভাবে, আমাদের অলক্ষ্যে। লেখায় কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু তবুও স্বপ্নার মধ্যস্থতায়, তার উপস্থিতি ও তার কথিত সীমার মধ্যে আমার গতিবিধি সে বিশেষ পছন্দ করল না, কোন অর্থ করে' নয় হয়ত, হয়ত সে গতিবিধিতে কোন প্রাণ থাকেনা বলেই,—নারীর পক্ষে স্বাভাবিক।

একদিন দেখলাম লেখা আমার বপুসান্নিধ্যে এসেও ধীরে ধীরে বহুদূরে ফিরে গেছে,—নারীকে আমি কোন দোষই দিই নাই।

স্বপ্নার পরীক্ষা হ'য়ে তার ফলও প্রকাশিত হল, স্বপ্না প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রল পুরুষ ও নারী পরীক্ষার্থীর মধ্যে, সেদিন আমাদের কী আনন্দ! ফল জানতে পেরেই স্বপ্না বাবাকে টেলিগ্রাম ক'রল।

"আমার পাশের খবর জেনে আজ এত আনন্দিত আর কেউ হবে না স্বপন"—স্বপ্না আমায় বলল।

"তা ঠিক। বাবা এত খুসী হবেন।"

"আজ প্রমথবাবুর কথা মনে পড়ছে প্রদীপ, ভদ্রলোককে প্রথম বোগাস মনে করেছিলাম—"

"তাঁর দুটো কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলল স্বপ্না!"

"আর একটা কী?"—স্বপ্না উৎসুক হয় দ্বিতীয়টি জানবার জন্য।

"আর একটি আমাকে গার্ড করা! কিন্তু তুমি ডিগ্রি বাড়িয়ে দিয়েছ স্বপ্না; তাঁর কাছে আবার দরখাস্ত করব ভাবছি।" আমার কথা শুনে স্বপ্না হেসে উঠল।

"ওঃ, এখনও প্রায় আড়াই বছর বাকী!"

"অর্থাৎ আমার ল' পাশের পর আমাকে কলকাতা থেকে বের করে' তবে তুমি নিশ্চিন্ত, এইত ? কিন্তু লেখা ত এখন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে স্বপ্না।"

"আর একটি লেখা আসতে দেরী কী ?" স্বপ্না কথাটা বলে' কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নিল, পরে আবার বলল—"লেখার কী দোষ ? সে বেচারী খুবই সুসন্তান, অভিনেত্রী যে এমন রুচিমার্জ্জিত হতে' পারে এ আমার ধারণাতীত প্রদীপ—"

"তবে তুমি এমন করলে কেন ?"

"ভয় তোমাকে। তোমার ওপর তোমার নিজেরই কোন বিশ্বাস নেই প্রদীপ, নিজের ওপর রাগ করেই তুমি আত্মহত্যা করছিলে, হয়ত একদিন লেখাকেও আঘাত করতে"—স্বপ্না বুদ্ধিমতীর মত নিজের মত প্রকাশ করে।

"আমাকেই যদি ভয় তবে পাশ করবার পরও ত আমি কলকাতায় আসতে পারি,—কলকাতার বাইরেও ত ভয় থাকতে পারে।"

"ততদিনে প্রমথবাবুর তৃতীয় ভবিষ্যৎবাণীটি সত্য হবে।"—স্বপ্নার নিশ্চিত কণ্ঠস্বর।

"কোনটা—?"

"তোমার বিয়েটা—বিয়ের পর তার হাতে স'পে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।" আমি স্বপ্নার কথা শুনে জোরে হেসে উঠলাম।

"তুমি বিশ্বাস করো যে সেই অজ হরিশ্চন্দ্রপুরে আমার বিয়ে হবে— ? এমন করে' তুমি আমায় ডোবাতে চাও স্বপ্না—?"

"অজ হরিশ্চন্দ্রপুরে না হ'ক, রাম ফরাক্কাবাদেই হোক। কিন্তু প্রমথবাবুর কথাটা ফলবেই যেখানেই ফলুক।"

"কিন্তু এবার পাশ করলে, চাকরী বাকরীর চেষ্টা করবে, না আমায় ঘিরে থাকলেই চলবে ?"

"দেখি—কী হয় !"—স্বপ্না নির্লিপ্ত হ'যে উত্তর দিল।

কিছুদিন পর থেকে স্বপ্না বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষযিত্রীর শূন্য পদের জন্য আবেদনপত্র দিতে আরম্ভ ক'রল, কয়েকখানা দিবার পরই ফল পাওয়া গেল, বাংলা দেশে মেয়েদের চাকরীর দুর্ভিক্ষ এখনও আসে নাই, তবে যে গতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাঙ্কিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে তা'তে বোধহয় অদূর ভবিষ্যতে চাকরী ও শিশুসন্তানের প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হবে। সেদিনের আশঙ্কায় থাকলাম।

একসঙ্গে দু'স্থান থেকে স্বপ্নার আবেদনপত্রের সাড়া এল, একটি বহরমপুরের অনঙ্গমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় থেকে, দ্বিতীয়টি কলকাতারই একটি পুরাতন বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে, প্রথমটিতে প্রধান শিক্ষযিত্রীর পদ, বেতন একশ পঁচিশ টাকা, দ্বিতীয়টি সাধারণ শিক্ষযিত্রীর, তার বেতন পঁচাত্তর টাকা।

স্বপ্না দ্বিতীয় পদটি গ্রহণ করবে বলে' তার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল। তার বিবেচনা দেখে আমি হতবুদ্ধি হলাম।

"এটা কী করলে স্বপ্না ? বহরমপুরেরটায় মাইনে বেশী ছিল, আর কলকাতার এই দুর্দান্ত খরচও সেখানে নাই। এখানে মানুষ থাকে ? গ্রাসে গ্রাসে টাকা!" —আমি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

"বল কী! কলকাতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে কখন ? এমন সহরটি কোথাও গেলে পাবে না'ক তুমি"—স্বপ্না ডি. এল. রায়ের সুরে গান গেয়ে ওঠে।

"ওঃ—! আমি এতক্ষণে বুঝেছি, এটা নিছক পাগলামি তোমার—"

"কী— ? হঠাৎ কী বুঝে ফেললে তুমি ?"—তার উৎকণ্ঠার প্রশ্ন।

"আমায় একা রেখে তুমি যেতে চাওনা—লাটসাহেবের পদ পেলেও নয়।"

"আমার দায় পড়েছে! ভারি—ই—।" স্বপ্না স্থান ত্যাগ করে' ভিতরে চলে যায়।

আমি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ নেত্রে তার পরিত্যক্ত পথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

যে জন্যই হ'ক স্বপ্না কলকাতার চাকরিটিই গ্রহণ করল, আমার কোন প্রকার বাধা আপত্তি কিংবা শেষে অনুরোধও সে গ্রহণ করল না, অবশেষে আমিও আত্মসমর্পণ করলাম।

বিদ্যালয়ের নিকটে বলে' এবং সুলভ ভাড়ার জন্য আমরা গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ী ত্যাগ করে' বালিগঞ্জের একটি ফ্ল্যাটে উঠে এলাম, একটি সুবৃহৎ নতুন অট্টালিকায় অনেকগুলো ফ্লাট, প্রায় ত্রিশটা হবে। প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটেই আধুনিক স্থপতিবিদ্যার কৃপায় প্রচুর রৌদ্র বাতাসের ব্যবস্থা ছিল, অন্যান্য ব্যবস্থাও আধুনিক ও রুচিমার্জ্জিত। প্রতি ফ্ল্যাটে তিনখানা শোবার ঘর এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থারও সুবন্দোবস্ত ছিল; দ্বিতলের পূর্ব্বদিকের শেষ ফ্ল্যাটটি আমরা পেলাম, নিম্নতলায় বিভিন্ন দোকানশ্রেণী—জুতার, ইলেকট্রিক, খাবারের, ড্রাইংক্লিনিং প্রভৃতির, দোকানগুলি ছোট কিন্তু ভদ্র, সেগুলো সব বাঙ্গালী যুবক দ্বারা পরিচালিত, সুতরাং অনর্থক সন্ধ্যায় লাউডস্পীকারের সাহায্যে রেডিও কিংবা রেকর্ড বাজিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে' তোলে না, সুব্যবস্থা ও রুচির আকর্ষণে সকলের সহানুভূতি পায়—আমাদের মাথার উপরেও দুটি তলা ছিল কিন্তু আমি দ্বিতলের ঘরটি পছন্দ করলাম, সকলের মাথার উপরে থাকার ঔদ্ধত্য আমার ছিল না, তা

ছাড়া সে ফ্ল্যাটটি একপাশে হওয়ায় সুবিধাও অনেক ছিল। ফ্ল্যাটগুলিতে যাঁরা থাকেন তাঁরা সকলেই বাঙ্গালী, বিভিন্ন জেলার ও বিভিন্ন পেশার লোক তাঁরা, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষক, বীমার দালাল, পাটের বাজারের পাকা দালাল, সাহেব কোম্পানীর কেরাণী, প্রফেসার প্রভৃতি—দিন রাত্রি অট্টালিকার ভিত্তির ইঁট থেকে চারতলার ছাদ পর্য্যন্ত প্রাণবান থাকত, বিভিন্ন প্রকারের ও বয়েসের ছেলেমেয়ে, বিভিন্ন রূপের ও মেজাজের মহিলা ও যুবতীরা, বিভিন্ন দৃষ্টির কুমারী বা কুমাররা, বিভিন্ন গতির বাবুরা, প্রতি ফ্ল্যাটের রেলিংএ বিলম্বিত বিচিত্র রংএর ও নমুনার সাড়ী ফ্ল্যাটের পরিচয় পথের পথিককে দিতে পারে; অতি আধুনিক জীবনে ফ্ল্যাট ব্যবস্থা অনিবার্য্য, আমার মনে হয় সম্মুখে এমন একটা সময় আগতপ্রায় যখন বড় বড় সহরে প্রত্যেক পরিবারকেই এমনি ফ্ল্যাটে বাস ও হোটেলে আহার করতে হবে—যখন পারিবারিক ব্যবস্থা, আঙ্গিনা ও তার তুলসী-তলা, কলতলা ও কয়লাতলা, রন্ধনশালার পাচক ঠাকুর বা হাতা হাঁড়ী পিসিমা ঠাকুমার পূজার ঘর সব লুপ্ত হবে, যখন পিতা ও সন্তানে দূরের কথা, স্বামীস্ত্রীতেও সপ্তাহে দু' একদিন সাক্ষাৎ হবে।

গতি এবং অভাবই নাকি আগামী সুসভ্যতার একমাত্র নিদর্শন।

ফ্ল্যাটের জীবনের একটা বিশিষ্ট গতি আছে, সে গতির পৃথক ছন্দ আছে, অনেকটা মৌচাকের ঘরের মত, প্রতি ঘরেই মধু, যে কোন দিনে যে কোন ঘর শূন্য হ'য়ে যেতে পারে যদিও প্রতিমুহূর্ত্তে অবিরাম গুঞ্জনে প্রত্যেকটি ঘর মুখরিত। রাত্রের দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রেডিওর গানে ব্যতিব্যস্ত হবেন, সর্ব্বদা মিহি ও মোটা কণ্ঠস্বরে, শিশুর কাকলীতে, মোটা গৃহিণীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে, যুবতীর কলহাস্যে আপনি ব্যস্ত নয় অতিষ্ঠ থাকবেন।

এখানে এসেই স্বপ্না প্রস্তাব ক'রল একটি রেডিও কেনার, তার প্রস্তাবে আমি কলকাতার বাইরে যাবার প্রস্তাব পেশ করলাম :

"এর মধ্যে তুমিও রেডিও কিনতে চাও ? কেন নিস্তব্ধতায় কী প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে ?"

"তা নয়। অন্যের ঢাকের শব্দ কানে না আসতে দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজে ঢাক পেটানো"—স্বপ্না হেসে উত্তর দেয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদেরও রেডিও এল।

আমি নির্বিকার চিত্তে সভ্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

তিন বৎসর আমি সেই ফ্ল্যাটে ছিলাম, অট্টালিকার কোন পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয় নাই, সভ্যতার বর্তমান পরিচয়ই এই। মীনাদের বাড়ী কাছেই ছিল, তাদের বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড়তর হ'ল ; স্বপ্নার চেষ্টা ছিল প্রমথবাবুর ভবিষ্যৎবাণীটির স্থান পরিবর্তন করা।

পূর্বের থেকে লেখার বাড়ী কাছে এল কিন্তু লেখা ততদিনে অনেক দূরে চলে গেছে, আমি পরিবর্তনের মাঝে পড়ে মৃদু হাসলাম।

আমার ঈশ্বর হেসেছিলেন কিনা জানিনা।

কালের চক্রনেমি পথের ধূলা ও দীপ্ত সূর্যাকিরণ চুম্বন করে' যথারীতিতে ঘুরে' গেল, তার সঙ্গে আমাদেরও উত্থান-পতন হ'ল, কাল তার ইতিহাস গড়ে গেল, অঙ্কিত করে' গেল তার অদৃশ্য লিখন অদৃশ্য পৃষ্ঠায়, মানুষ তাকে পড়বার বৃথা চেষ্টা করে' চলল, আধুনিকতার গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হ'ল, পৃথিবী কতকটা অগ্রসর হ'ল তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ধ্বংসের দিকে। এই তিন বৎসরের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিপিবদ্ধ করা আমার কাহিনীর উদ্দেশ্য নয়, সে কাহিনী লিখে আপনাকে ভারাক্রান্ত করে' তুলতে চাইনা—কয়েকটি নিতান্ত আমাদের ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করে'

রাধি এখানে। স্বপ্নার বেতন পঁচাত্তর থেকে একশ হয়েছে, তার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে, স্বপ্নার মমতাময়ী পুণ্যবতী মা স্বর্গারোহণ করেছেন, মীনার বিয়ে হ'য়ে গেছে আমার চেয়ে অনেক যোগ্যতর পাত্রের সঙ্গে, বরেণ পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সংসারী ও স্থায়ী হয়েছে।

আমার নিজস্ব বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিন বৎসরে কয়েকখানা বই লিখে প্রকাশ করেছিলাম, দু'টি ল' পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলাম, পূর্ব্বের চেয়ে আরও অনেক বেশী নিরালাপ্রিয় অর্থাৎ ঘরকুনো হয়েছিলাম। আমার আরো একখানা বই ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল, দু'খানা নাটকও দু'টি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

ছায়াচিত্রে বা রঙ্গমঞ্চে আমার কোন বইতেই লেখা অভিনয় করেনি।

দু'বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইএর কোন বিখ্যাত চিত্র-কর্ত্তৃপক্ষেরা লেখাকে বেশী বেতন দিয়ে নিয়ে গেছে, লেখা বাংলার বাস তুলেছিল।

আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়ে আমিও কলকাতার বাস উঠালাম।

সেদিন স্বপ্না এক চোখে অশ্রু ও দ্বিতীয় চোখে হাসি নিয়ে আমাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে বিদায় দিয়ে গেল। পশ্চাতে থাকল বিচিত্র-স্মৃতি-বিজড়িত মহানগরী।

দেশে ফিরে এসে আমি পুনরায় আমার পুরাতন নির্জ্জন জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলাম, সে পরিবর্ত্তন আমার পক্ষে স্বর্গ হ'তে বিদায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে, প্রাসাদনগরী আলোকোজ্জ্বলা যুবতী কলকাতার বক্ষ থেকে জীর্ণা শীর্ণা বৃদ্ধা জন্মভূমির ক্রোড়ে, লেখার স্মৃতির ক্ষীয়মান রেখা, স্বপ্নার স্নেহময় ও মধুময় সান্নিধ্য থেকে এই প্রাণহীনতার মধ্যস্থলে . এ যেন আমার নির্ব্বাসন হ'ল।

নির্ব্বাসনকে আমি আলিঙ্গন করে' নিলাম, তার কাছে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে' সংঘর্ষ এড়িয়ে গেলাম ; যে কোন জিনিষের সঙ্গে সংঘর্ষের সাহস আমার আর বিন্দুমাত্র ছিল না, দুর্ব্বলতার জন্ম নয়, শ্রান্তির জন্য ; ক্লান্ত প্রাণ তার সম্মুখে দুর্ব্বলতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেখলে পূর্ব্বের সবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধের কাহিনী স্মরণ করে', সে যুদ্ধে নিজের ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ ক'রত, পরাজয়ের ভয়ে নয়, জয় কিংবা পরাজয়ের পর যে শ্রান্তি আসে সেই শ্রান্তির ক্লান্তির ভয়ে। আমি জানি যে এটা আপনার মতে কাপুরুষতা, পুরুষের পক্ষে এটা অক্ষরণীয় কলঙ্ক,—আপনার মতকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার জীবনের একটি মাত্র অধ্যায় পেলে, সে অধ্যায়ের একটি দিনেরও কাহিনী যদি আপনাকে নিজের জীবনে লিখতে হ'ত, তবে আপনারও মতামতের আমূল পরিবর্ত্তন হ'ত, এবং আপনার প্রতি আমার ও আমার প্রতি আপনার মতস্রোত অভিন্ন হ'ত।

আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঘরে আবদ্ধ করলাম। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমার বাড়ীর সীমানার বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মাসান্তে একবার শুভদৃষ্টি হ'ত কিনা সন্দেহ ; বাড়ীতেও পরিজনের সঙ্গে দিনান্তে দু'চারটি বাক্যবিনিময় হ'ত, নয়ত আমি আমার ঘরের চারটি দেওয়ালের মাঝে নিজেকে আবদ্ধ করে' ফেলতাম, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দেওয়াল পর্য্যন্ত পদচারণা করতাম, মাঝে আরাম চেয়ারটায় দেহ এলিয়ে দিয়ে দেওয়ালে বিলম্বিত ছবিটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, আমার দৃষ্টির ও মনের সাহায্য নিয়ে সে ছবি বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন লোকের ও স্মৃতির রূপ পরিগ্রহণ করত, বাস্তবের আঘাতে ধ্যান ভঙ্গ হ'লে নির্জ্জনে নিজেই মৃদু হাসতাম ; কখনো আমি সম্মুখের উন্মুক্ত বাতায়ন

দিয়ে প্রাঙ্গণের কাঁঠালগাছের তৈলচিক্কন পাতায় পাতায় চাঁদের আলোক লুকোচুরি খেলা দেখে নিজের জীবনের লুকোচুরি খেলায় না পেরে বুড়ি ছুঁয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেবার কথা ভেবেছি, কখনও দ্বিপ্রহরে আমার ঘরের পশ্চিমের ছোট্ট বারান্দাটিতে অলস ভাবে বসে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য দেখেছি, পশ্চিমা হাওয়া 'লু' সুদূর দিগ্‌চক্রবালরেখা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে' দ্বিপ্রাহরিক প্রকৃতিকে ব্যতিব্যস্ত করে' যেন মত্ত করে' তোলে, দুরন্ত হাওয়া যখন সুদূরের প্রান্তরে যাত্রা আরম্ভ করে তখন দূরের গগণ-চুম্বী তালগাছের মাথাটি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধরিত্রীকে সঙ্কেতধ্বনি ও [illegible] ইঙ্গিত করে' জানিয়ে দেয়. আমিও সে ইঙ্গিত বুঝতে পেরে প্রস্তুত হ'য়ে থাকি, যেমন হয় আমার চতুর্দ্দিকের পৃথিবী, কিছুক্ষণ পরই প্রচণ্ডতার দিয়ে সে আকস্মিক আঘাতে ছোট বড় গাছগুলো আমূল কম্পিত হ'য়ে সকরুণ চীৎকার করে, দুর্বল বৃক্ষের বক্ষাশ্রিত লতা ভূমিলুণ্ঠিত হয়, বৃহৎ বনস্পতি বহুকষ্টে তার বক্ষাশ্রিতাকে রক্ষা করে, গৈরিক ধূলিতে আকাশ ধূসরিত হ'য়ে ওঠে, সমগ্র পৃথিবী যেন সে প্রলয় নৃত্যে করতালি দেয় ; কিছুক্ষণ স্তব্ধ— পুনরায় সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ! সমস্ত দ্বিপ্রহর সেই তাণ্ডবলীলার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমিও প্রকৃতির সঙ্গে অপরাহ্নে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, সায়াহ্নে আমারও ক্লান্ত প্রকৃতির মত ধূলি-ধূসরিত শ্রান্ত উদাস চেহারা।

এমনি সময় এসে আমি দেশে নির্ব্বাসন পেলাম ; স্বপ্নাকে দেশের প্রকৃতির ও আমার বিষয় জানিয়ে বিস্তারিত চিঠি দিলাম, সে নির্ব্বাসনের জন্য যে সে-ই দায়ী, অন্ততঃপক্ষে দেশের আবহাওয়ার, নিজের বাড়ীর সুশীতল ছায়ায় নির্ব্বাসনের স্পর্শ পাওয়ার জন্য যে স্বপ্নাই দায়ী তা স্পষ্টাক্ষরে তাকে জানিয়ে দীর্ঘ পত্র দিলাম ; মানুষের ভাষা ছিল বলে' সে

এতদিন পাগল হ'য়ে যায়নি, পশুর মত মনের ভাব সূক্ষ্মতম ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা না থাকলে মানুষ তার বুদ্ধির প্রাচুর্য্যের জন্য এত দিন শুধু পাগল নয়, আত্মহত্যা করে' সৃষ্টি ধ্বংস ক'রত; পশুর ভাষা নাই বলে' তার প্রচুর ও উর্ণনাভের মত বুদ্ধিও নাই। মানুষের দুঃখ, মানুষের সুখ, মানুষের মানসিক সূক্ষ্মতম ধারাকে প্রকাশ করে' মানুষ পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছে—প্রকাশই প্রাণের পরিচয়, প্রকাশই পৃথিবীতে একমাত্র বেঁচে থাকা। স্বপ্নাকে আমি যে দীর্ঘ পত্র দিয়ে নিজের মনের প্রকাশ করেছিলাম তার উত্তর সে দিয়েছিল চমৎকার। কোন কাহিনীতে পত্র লিপিবদ্ধ করা আমার রুচিবিরুদ্ধ, কারণ তাতে কাহিনীর সূত্র তারে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, কিন্তু স্বপ্নার সেই চিঠিখানার কিছু অংশ আমি এখানে আমার স্মৃতি থেকে আপনাকে উপহার দিলাম, সমগ্র চিঠিখানা আমার মনে নাই, তার অস্তিত্বও নাই, তাই স্মৃতি থেকেই লিপিবদ্ধ করতে হ'ল, অনুলিপি না হ'য়ে হয়ত অনেকাংশে ভাবার্থ হ'য়ে গেছে:

"......তোমার চিঠিখানা পড়ে' মনে হ'ল যে তুমি বিরহ-জীবন যাপন করছ, কিন্তু বিরহ কার জন্যে সেটা স্পষ্ট করে' কিছু লেখনি, হয়ত লজ্জা পেয়েছ কিংবা সব জিনিসে ধোঁয়ার একটা আবরণ রাখা তোমাদের অর্থাৎ পুরুষদের সনাতনী স্বভাব। এ বিরহ যদি কলকাতার জন্য হয় তবে ব'লব তোমার লৌহ কিংবা ইষ্টক-প্রীতি উপভোগ্য, এ বিরহ যদি লেখা দাসের জন্য হয় তবে ব'লব যে তুমি শ্রীলেখাকে কোনদিনই ভাল-বাসনি, কিংবা এ বিরহ যদি আমার জন্য হয় তবে ব'লব তুমি আমাকে কোনদিন ভালবাসনি, এবং আমাকে কোনদিন পাওনি। স্বপন, কঠিন পুরুষকে শুধু আমি নই পৃথিবীর প্রত্যেক নারীই ভালবাসে, বিরহী যক্ষের

স্বর্গীয় বিরহের জন্য মহাকবি কালিদাসের যত সুখ্যাতিই থাক, যত অমরত্বই হোক, আমি তার প্রিয়া হ'লে অমন মেঘের মত জলগর্ভ যক্ষকে কোনদিনই ভালবাসতাম না, এবং আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে কবি কালিদাস শক্তিমান পুরুষ ছিলেন কিনা। কোন দেবতাকে বিরহী কিংবা কবি রূপে দেখেছ? হিন্দুরা পূর্ব্বে দুর্বল ছিলেন না, তাঁরা শক্তির পূজারী ছিলেন। রাজ্য টাজ্য বাজে কথা, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধটা দ্রৌপদি-কেই কেন্দ্র করে' হয়েছিল, কর্ণ কিংবা কৃষ্ণ কেউ সে ছোঁয়াচ থেকে বাদ পড়েননি।

প্রদীপ! আমি তোমাকে জ্যোতিষ্মান পুরুষরূপে আমার দৃষ্টির সম্মুখে দেখতে চাই, আমি তোমার দীপ্তি ভারতের আকাশে, হিমাচলের সুউচ্চ শীর্ষে নিষ্প্রভ দেখে মরতে চাই। তুমি আমাকে সেই রূপে দেখা দাও—আমার ভগবানের কাছে এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।......"

প্রথমে ও শেষে স্বপ্না আরও অনেক কিছু লিখে পত্র শেষ করেছিল।

কিছুদিন পর বর্ষা এল তার বর্ষণমুখর গান নিয়ে, তার সুশীতল স্পর্শ নিয়ে, কাঁঠালগাছের পাতাগুলো সিক্ত হ'য়ে সুচিক্কন হ'ল, সম্মুখের পাইন গাছদু'টি কচি পাতা দিয়ে আকাশকে চুম্বন করল, ধূসরিতা গৈরিক পরিহিতা পৃথিবী সবুজ বস্ত্রের অঞ্চলে তার উদ্বেলিত যৌবনকে আচ্ছাদিত করল;

আমার মন অপেক্ষাকৃত শান্ত হ'ল।

আইন পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আদালতে যোগদান করবার নিয়ম নাই, কিছুদিন ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করতে হয়; আমিও নির্লিপ্ত চিত্তে সেই দিনের অপেক্ষায় থাকলাম, আদালতে উপস্থিত হ'য়ে প্রতিদিন

সেখানকার কার্য্যাবলী, সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নিজের জড়তা দূর করবার জন্য বাবা প্রথম প্রথম ইঙ্গিতে আমাকে জানালেন, আমার পক্ষ থেকে দুর্বোধ্য ইঙ্গিতের কোন সদুত্তর না পেয়ে মা'কে কথাটা বললেন আমাকে জানাবার জন্য, মা'র মধ্যস্থতার ব্যবহারটা শেষ করেও যখন কোন কাজ হ'ল না তখন শর নিক্ষেপ করলেন। সোজা বা তির্য্যক কোন শরেই আমি আবদ্ধ হলাম না। বাবা দুঃখিত হ'য়ে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমাকে সচেতন করে' তুলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'লেন।

"উনি বলছিলেন তুই রোজ কাছারী গেলেই ত পারিস। রামবাবুর ছেলে যায়, শ্যামবাবুর ছেলেও যায়"—মা অবশেষে আমাকে অনুরোধ করলেন।

"কী হবে মা গিয়ে? এখন ত আর মক্কেলে পয়সা দেবে না!"

"পয়সার জন্যে নয়, মক্কেল, হাকিম এদের সঙ্গে জানাশোনাও ত হয়! এটা দরকার।"

"মক্কেলের সঙ্গে বাড়ীতেই জানাশোনা করে নেব। আর হাকিম? উকিল হ'লে ওটা আপনিই হবে, ওটা তাদের মজ্জাগত। কষ্ট করে' শেখবার দরকার নেই।"

"বাড়ীতে বসেই বা কী করিস্? দিনে পড়ে' ঘুমোস্ আর রাত্রে গুচ্ছের ছাইপাঁশ লিখিস্, কী যে হচ্ছে ওগুলো দিয়ে বুঝিনে বাপু।"—মা'র কণ্ঠস্বরে অভিমানের ছন্দ পেলাম, কিন্তু তবুও রামবাবু ও শ্যামবাবুর ছেলের মত আগে থেকেই হাকিম খোসামদের ধারা শিখবার জন্য বাবার সঙ্গে আদালতে যেতে পারলাম না। বাবা নাকি আমার আইন-ব্যবসায়ে উন্নতি সম্পর্কে ক্রমশঃ নিরাশ হচ্ছিলেন।

আমিও তাঁকে আশা দেবার সম্পর্কে নিরাশ হচ্ছিলাম।

স্বপ্নার একখানা পত্রে জানতে পারলাম যে সে মীরাটের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে নতুন চাকরি পেয়েছে, কলকাতার চেয়ে সেখানে বেতনও বেশী এবং স্থান হিসাবে মীরাট অনেক শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয় সুতরাং মহানগরীর মায়া ত্যাগ করতে সে মনস্থ করেছে, তার মনোস্থিরতা জেনে আমি মৃদু হাসলাম, হাসলাম এইজন্য যে আমার কলকাতা ত্যাগের পর স্বপ্নার কলকাতায় থাকার বিশেষ কোন অর্থই থাকতে পারে না, অকস্মাৎ-প্রাপ্ত ভবিষ্যৎবক্তা প্রমথবাবু যে আমার ও স্বপ্নার জীবনের ধারায় কতখানি পরিবর্ত্তন এনেছিলেন তা ক্রমে ক্রমে অনুভব করতে লাগলাম। অতি আধুনিক শিক্ষিতা চঞ্চলা স্বপ্না যে এই যুগে একজন ভবিষ্যৎবক্তার কথার উপর এতখানি বিশ্বাস স্থাপন করবে একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই; তাঁর কথার উপর অকস্মাৎ বিশ্বাস স্থাপনের একমাত্র কারণ কলকাতায় আমার জীবনযাত্রার গতির উপর স্বপ্নার অহেতুক সন্দেহ, আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার ভিত্তিহীন ভীতি, আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অর্থহীন উজ্জ্বল কল্পনা; আমার জন্য এতখানি হিতাকাঙ্খা জীবনে খুব কম লোকই করেছে, যারা করেছে অনাত্মীয় হ'য়েও স্বপ্না তাদের মধ্যে অন্যতম। সে নিজে শুধু কষ্ট নয়, অনেকখানি স্বার্থত্যাগও করেছিল। লেখার প্রতি আমার অনুরাগ ও তার সঙ্গে আমার পরিচয় সম্পর্কে স্বপ্না যে মনোভাব পোষণ ক'রত সেটা শুধু আমার ভাল লাগে নাই, স্বপ্নার সে অধ্যায়ে, সে তার চিরন্তনী সুলভ নারীত্বের পরিচয় দিয়েছিল মাত্র; লেখাকে সে হয়ত ভুল বুঝেছিল, এবং তার জন্য আমার প্রতি লেখাও নিশ্চয়ই একটা অতীব ভুল পোষণ করে' তার জীবনে অনাহূত পুরুষের পর্য্যায়েই হয়ত আমাকে শ্রেণীভুক্ত করেছিল।

লেখাকে আমি যে আঘাত দিয়েছিলাম তার ক্ষমা থাকা উচিৎ।

কিছুদিন পরে স্বপ্না কলকাতার চাকরী ছেড়ে মীরাটে চলে গেল; চাকরীতে ভর্ত্তি হ'য়ে নিজের নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে স্থিতি লাভ করে' স্বপ্না সে স্থানের, সেখানকার আবহাওয়ার, সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালী ও বাসিন্দার ভূয়সী প্রশংসা করে' সুদীর্ঘ পত্র দিয়েছিল এবং পত্রের শেষের দিকে আমার জন্মভূমির সঙ্গে মীরাটের তুলনা করে' সুতীব্র মতামত জানিয়েছিল।

স্বপ্নার সুন্দর পরিস্থিতি, তুষ্টিকর আবহাওয়ার বিষয়ে জেনে আমি সত্যই অতীব আনন্দিত হলাম, বেচারী বহুদিন পর শান্তিময় আবহাওয়া পেয়ে নিজের বিক্ষুব্ধতাকে শান্ত করতে পেরেছে জেনে আমার চেয়ে আনন্দিত হবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। আমার মনে পড়ে গেল তার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে প্রত্যেকটি দিনের সুস্পষ্ট স্মৃতি! মনে মনে প্রার্থনা করলাম আমার ঈশ্বরের কাছে যেন সে অনাবিল সুখ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পায়।

মীরাট থেকে প্রতি পত্রেই স্বপ্না আমাকে সেখানে যেতে অনুরোধ করত। সে লিখত—'স্বপ্না, তুমি একবার এখানে এস, দেখবে এটা তোমাদের দেশের চেয়ে কত ভাল, ক—ত সুন্দর! সত্যি স্বপন, মীরাট দেখে, দিল্লী দেখে তুমি মুগ্ধ হ'য়ে যাবে।" প্রত্যেক চিঠিতে বিচিত্র ভাষায় সে আমাকে নিমন্ত্রণ করত, আহ্বান করত। মীরাটের দূরত্ব স্বপ্নার অনুরোধ ও আমার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে বাধা দিত। স্বপ্নার পত্রের উত্তরে আমিও প্রতি পত্রে বাসনা জানাতাম অদূর ভবিষ্যতে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার ইচ্ছা। তাকে লিখেছিলাম—"মীরাটের নিজস্ব সৌন্দর্য্যে তোমার

সৌন্দর্য্য যে অনেক বেড়েছে এটা আমি প্রাণে অনুভব করতে পারছি—মীরাটের আবহাওয়ায় তোমার অন্তর যে কানায় কানায় ভরে উঠেছে সেটাই আমাকে বেশী লুব্ধ করছে স্বপ্না—।" আমার সেই ভাবাবেগের উত্তর স্বপ্না স্বল্পভাষায় দিয়েছিল—"আমার অন্তর এবার পরিপূর্ণ হ'যে উঠেছে স্বপন, সে অন্তর তার সত্য রূপ নিয়ে, পূর্ণতা নিয়ে তোমার কাছে ধরা দেবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকল। আমিও সেই মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় থাকলাম, জানি না সে মুহূর্ত্ত কবে আসবে।"

পত্র বিনিময়ে আমাদের দূরত্ব কমাবার চেষ্টা করতাম, চেষ্টা করতাম স্বপ্নার পূর্ণতা আমার শূন্যতা মিলিত করবার।

সেই সময়ে আমার অন্যতম হিতৈষী বন্ধু ভোলানাথের বিয়ে স্থির হ'ল, তার বিয়ের উৎসব যেন আমার পক্ষে মহোৎসব, সেদিনটির জন্য আমি বহুদিন থেকে উৎসুক অপেক্ষায় ছিলাম। কোন বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আপনার রসপিপাসাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাইনা, সেটা আমার মহাপ্রিয় হ'লেও আপনার কাছে শুধু তিক্ত হবেনা হয়ত বিরক্তিকরও হবে, সে ক্ষেত্রে আমার প্রিয়তম ভ্রাতৃতুল্য বন্ধুর প্রতি আমি অবিচার করব, সে অবিচার আমাকে অসামান্য আঘাত করবে, সেটা আমি সহ্য করতে পারব না। কাহিনীর বহুদূর অগ্রসর হ'য়ে ভোলানাথকে স্মরণ করায় মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করবেন না যে সে আমার জীবনে মূল্যহীন চরিত্র, ভোলানাথকে স্মরণ আমি যে কোন মুহূর্ত্তে করতে পারি, তাতে সদা আশুতোষ বিন্দুমাত্র ব্যথিত হবে না। আমার জীবনে প্রকৃত হিতৈষী হিসাবে ভোলানাথের তুলনা নাই, আজও পাই নাই।

নির্ব্বিঘ্নে তার বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল, নববধূ দূর দেশের মেয়ে নয়, কাটিহারে তার পিতা শুধু ধনী নয় একজন গণ্যমান্য পরোপকারী সদাশয়

ব্যক্তি; বন্ধুর বিবাহের পূর্ব্ব থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, নিকটাত্মীয় হওয়ায় আমরা কৃতার্থ হলাম; পিতার সুযোগ্য কন্যা হ'ল ভোলানাথের সুযোগ্য নববধূ। বন্ধুবর খুশী হ'ল তাকে পেয়ে, আমি আনন্দিত হলাম তাকে বন্ধুপত্নী-রূপে ভগ্নি-রূপে পেয়ে।

ভোলানাথের বিবাহের পাকস্পর্শের দিন আমার অসুখ হয়, সেইদিনই অজ্ঞান হই, দশ দিন পর জ্ঞান ফিরে আসে, প্রায় একমাস পর আমি আমার পার্শ্বের লোক ও পুরাতন পৃথিবীকে চিনতে পারি। পরে গল্প শুনেছি যে আমাকে নিয়ে যমে মানুষে লড়াই চলেছিল এবং অবশেষে নাকি মানুষেরই জয় হয়েছিল অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের জয় হয়েছিল। যাঁরা আমাকে চিকিৎসা ও সেবা করেছিলেন তাঁরা বলেন যে আমি নাকি মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরে এসেছিলাম, আমার ধারণা যারা মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরে আসে তাদের সে প্রত্যাবর্তনের জন্য দুঃখের অনবসনই দায়ী।

বন্ধুবরের বিবাহে আমার কঠিন অসুখ হয় ব'লে সে নাকি তার নবপরিণীতা স্ত্রীর ভাগ্যকে দায়ী করে, ভয়ে ও দুঃখে সে বেচারী আমার আরোগ্যলাভের জন্য নিজের বুকের রক্ত ও সোনার বেলপাতা স্থানীয় জাগ্রত দেবীর চরণে মানত করে, আমার আরোগ্যলাভের পর সে তার মানত পূর্ণ করেছিল। যেদিন আমি সে কাহিনী শুনলাম সেদিন আমি তাকে বলেছিলাম– "বোন, তোমার শুভেচ্ছাই আমাকে প্রাণ দিয়েছে—।" আমি জানি এবং আজও বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের ইঙ্গিতই পৃথিবীতে একমাত্র পরিচালক, আপনি যদি বৈজ্ঞানিক হন, কিংবা অনর্থক নাস্তিক হন তবে আমাকে দুর্ব্বল ব'লে ঘৃণা করবেন জানি, কিন্তু এ দুর্ব্বলতার জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি। ঈশ্বর অদৃশ্য, তাঁর আশীর্ব্বাদও অদৃশ্য সুতরাং তাঁর আশীর্ব্বাদ মানুষের শুভেচ্ছার ভিতর

দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আমার সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে য আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, আজ পুনরায় তাঁদেরকে আ প্রণতি জানাচ্ছি।

আরোগ্যলাভের পর চিকিৎসকরা আমাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের উপ দিলেন, নীরাট থেকে স্বপ্না বাবাকে চিঠি দিল প্রার্থনা জানিয়ে, আমা আদেশ জানিয়ে; সেবার দূরত্ব সত্যই আমাকে আকর্ষণ করল।

একদিন ভোলানাথের সঙ্গে আমি যাত্রা করলাম, ব্যবস্থা হ'ল যে আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে এবং আমি পূর্ব্বস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা পর্য্যন্ত স্বপ্নার আশ্রয়ে থাকব।

পূর্ণপ্রাপ্তির আনন্দে সেদিন আমার প্রাণ ও অন্তর পরিপূর্ণ।

চার

স্থান পরিবর্ত্তনের মাহাত্ম্য শুধু মানুষের দেহের উপর আধিপত্য করে না, মানুষের মনের উপরও করে এবং মনের উপর তার আধিপত্যের জন্যই বোধ হয় দেহের উপর তার এত শক্তি; মনের সঙ্গে দেহের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক জগতের মনীষীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন. মন ও দেহ শুধু অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে জড়িত নয়, আমার মনে হয় মনই মানুষের দেহের একমাত্র ভিত্তি। স্থান পরিবর্ত্তনে মানুষের দেহ রোগহীন হয় তার হেতু এ নয় যে কোন বিশিষ্ট স্থানের বায়ুতে সে রোগের বীজাণুর প্রতিক্রিয়াশীল বীজাণু ছড়ান আছে, প্রকৃত কথা কোন কোন স্থানের বায়ু ও আবহাওয়ার এমন গুণ আছে যে মানুষের মনের উপর তার আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া হয়। শুধু স্থান নয়, এ প্রকার প্রতিক্রিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনে এমন কি আপনি আপনার বাড়ীর ঘর পরিবর্ত্তন ক'রেও পেতে পারেন; আমি আমার এক পরিচিত ভদ্রলোককে জানি যিনি মাসে দু'তিনবার নিজের খাট একই ঘরে দু'তিন স্থানে পরিবর্ত্তন করে' দেহের উপর সুন্দর ফল পেতেন; সুতরাং আমার মনে হয় যে সবই মানুষের মনের উপর নির্ভর করে। আমি চিকিৎসক বা দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ববিদ্ নই সুতরাং এ গভীর বিষয়ে কোন মন্তব্য মূল্যহীন হবে, এটা আপনি কোন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করে' মনোস্থির করবেন।

আমি নিজে শুধু এইটুকু অনুভব করলাম যে রোগভোগের পর বাড়ীর ফটকের বাইরে এসেই অনেক সুস্থ বোধ করলাম এবং সে ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'ল যত আমি বাড়ী থেকে দূরে যেতে লাগলাম।

কাটিহারে এসে বি এন্ ডব্লু. লাইনে পাটনা পর্য্যন্ত গেলাম, কাটিহার থেকে পাটনা পর্য্যন্ত আমার যাত্রার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে' আপনাকে ব্যথিত করতে চাইনা, সে কাহিনী বি. এন. ডব্লু লাইনের মতই দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যহীন, তার মতনই সে যাত্রা অপরিচ্ছন্ন, ছন্দহীন এবং কবিত্বহীন, আপনার রসপিপাসাকে আঘাত করতে পারে বলে তার কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করলাম না, এ লাইনে যাত্রার যার অভিজ্ঞতা আছে তাকে প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন।

ভোর বেলায় ষ্টীমারে গঙ্গা পার হলাম। বর্ষার পরিপূর্ণা নবতী গঙ্গার বুকে সুন্দর-দৃষ্ট আকাশকে মুহুর্মুহু পরিবর্তমান বর্ণে রঞ্জিত করে' রাত্রির শেষ ছন্দ দীর্ঘ মূর্চ্ছনা টেনে বিদায় নিল, রূপসী ঊষা অপূর্ব্ব বর্ণের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে' আকাশ ও পৃথিবীকে চুম্বন করল, আকাশে বাতাসে পৃথিবীর বক্ষে বক্ষে তার চুম্বনের মদিরা ব্যপ্ত হ'য়ে পড়ল, সীমাহীন আকাশ সে চুম্বনের মত্তমদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে পড়ল সে তার ঘননীল বুকের [illegible] যুগযুগান্ত ধরে' যে কাহিনী, যে প্রেমের কবিত্ব লুকিয়ে রেখেছিল, সে কাহিনী সে মহাকাব্য উন্মুক্ত করে' ঊষাকে দেখিয়ে দিল, তাকে অনুরোধ করল সে কাহিনীর রসোপলব্ধি করতে যেমন পুরুষ আদি যুগ থেকে তার প্রেয়সীকে অনুরোধ করছে, আকাশের জ্যোতিষ্ক [illegible] ও নীহারিকারাশি তার কৃষ্ণা প্রেয়সীর সঙ্গে অভিসারের [illegible] ক্রীড়ার স্বপ্ন, [illegible]

আকাশ ও ঊষার নব প্রণয়মিলনের সে অধ্যায় অপূর্ব্ব, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে

তাদের মিলনের প্রতিচ্ছবি বিচিত্র বর্ণচ্ছবি সমগ্র পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত হচ্ছিল, গঙ্গার বুকে দর্পণের মত সে কাহিনী ধরা পড়ছিল, মৃদু নাতিদীর্ঘ তরঙ্গের বুকে তাদের মিলনকাব্যের প্রতিটী ছন্দ আমি দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, অপলক নেত্রে ষ্টিমারের রেলিংএর ধারে আমি সে গানে সুর মিলাবার চেষ্টা করছিলাম।

অপূর্ব্ব!

সুশীতল মৃদু বাতাস ঘন ঘন আমার কানে এসে বলে' গেল "কী, এর বুকে কিছু খুঁজে পেলে— ?"

'সেই চেষ্টাই ত করছি। কিন্তু যে চঞ্চলতা—"

চাঞ্চল্যের বুকেই ত স্থিরকে খুঁজে পাওয়া যায়।"

"সে কী কথা! চাঞ্চল্যের বুকে স্থিরতা?" আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে বাতাসকে অনেকদূর অনুসরণ করলাম, সে অদূরে একটা ঢেউএর মাথায় গিয়ে শিশুর মত হেসে উঠল।

'খুব ছেলে! আমি তোমাকে সারারাত্রি খুঁজে হয়রাণ হচ্ছি, তুমি এখানে এসে কবিত্ব করছ? ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিমোনিয়াটা আবার ডেকে আনার ইচ্ছে আছে নাকি? আর একটু না দেখলে গঙ্গায় ঝাঁপ ফেলবার ব্যবস্থা করতাম। চল চা খাবি।" ভোলানাথ আমাকে টেনে নিয়ে গেল নিমোনিয়ার কাছ থেকে চায়ের ঘরে, কবিত্ব থেকে রূঢ় বাস্তবে। ভোলানাথের ভিতরে কবিত্বের ক'ও ছিলনা। পৃথিবীর পাগল লোকগুলোকে স্থির রাখবার জন্য ভোলানাথের মত কবিত্বহীন ব্যক্তিরও বিশেষ প্রয়োজন। রোগ হলেই তার চিকিৎসার আবিষ্কার হয়।

আমরা চায়ের ঘরে এসে বসলাম, সম্মুখে রুটি মাখন ও চায়ের ব্যবস্থা,

সম্মুখের কাঁচের বাতায়ন দিয়ে নিমোনিয়াকে দূরে রেখে, বন্ধুকে সন্তুষ্ট করে' লুকিয়ে প্রিয় প্রেয়সীর প্রেম দেখতে লাগলাম ; পৃথিবীতে বেঁচে থাকার বিভিন্ন পথ বিভিন্ন লোকের কাছে। কিছুক্ষণ পর রক্তচক্ষু সূর্য্য উঠল তার প্রিয়া উষার অন্বেষণে, দিনের প্রথমেই তরুণ আবরণের বুকে প্রিয়ার পরপ্রীতি দেখে দীপ্ত ভাস্কর সমগ্র পৃথিবী ও সীমাহীন আকাশকে আগুনে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল।

"আমার বুকে থেকে তুমি আমাকেই চোখ দেখাও ?"—আকাশ প্রথমে সূর্য্যকে বলে।

"তোমার বুকে ? হাঃ হাঃ—আমার জগতের সমষ্টিই তোমার সৃষ্টি, তোমার স্থিতি ! তোমার নিজের কোন অস্তিত্ব আছে নাকি ? গর্ব্ব করবার আর লোক পেলে না ?"

ভাস্করের গর্জ্জনে গঙ্গাও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, সে তার সহস্র সহস্র প্রতিমূর্ত্তি নিজের বুকে প্রতিফলিত করে।

আকাশ ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল।

"মাখনটা আজ তেমন টাটকা নয়রে, কী বলিস ?"—ভোলানাথের প্রশ্নে আকাশ থেকে মাখনের প্লেটে পৌঁছে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—'হু।'

"হুঁ মানে ? তুই ত এখনও প্লেটে হাতও দিসনি দেখছি, কী করে বললি হুঁ—?"

ভোলানাথের কথায় লজ্জা পেয়ে পুনরায় মাখনের দিকে তাকিয়ে মাখনের মতই নরম হ'য়ে গেলাম।

"ওঃ !"

নাঃ, তুমি একটি অপদার্থ। যাক্ এ মাখনটা তুই খাস নি। তোকে শুধু রুটি দিতে বলি।"

ভোলানাথের তত্ত্বাবধান শুধু তীব্র নয়, সুতীক্ষ্ণ !

গঙ্গা পার হ'য়ে আমরা পাটনায় পৌঁছলাম, ঘাট থেকে পাটনা ষ্টেশনে গিয়ে আমাদের ই. আই. আর. লাইন ধরতে হবে। ভোলানাথ আমাকে মালপত্রের সঙ্গে ওয়েটিংরুমে নিয়ে উপস্থিত হ'ল। আমাদের গাড়ী সকাল সাড়ে ন'টায়, সুতরাং হাতে পর্য্যাপ্ত সময় ছিল। ষ্টীমারে চা পান করে' আনন্দ না পেয়ে ভোলানাথ পুনরায় সে দুঃখ দূর করবার জন্য কেল্‌নারে খবর দিয়ে এল, ইত্যবসরে আমরা রাত্রের বেশ পরিবর্ত্তন করে' নিলাম এবং জর্জ্জরিত যাত্রার ক্লান্তি ও অবসাদ কতকটা দূর করবার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পর কেল্‌নারের সুসজ্জিত ভৃত্য আমাদের আদিষ্ট দ্রব্যাদি এনে উপস্থিত হ'ল। ভোলানাথ নিজের জন্য চা, রুটি মাখন ও কয়েকটা ডিম এবং আমার জন্য রুটি মাখন ও ওভল্‌টিনের আদেশ দিয়ে এসেছিল, ব্যবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম।

'তোমার চা আর আমার জন্য ওভলটিন কেন ?"—সকালবেলায় চায়ের পরিবর্ত্তে এক কাপ সুধা দেখলেও বাঙ্গালী ক্রোধ সংবরণ করতে পারে না।

"সকালে আর বার বার চা খাসনি তোর শরীর অসুস্থ সেটা ভুলে যাস কেন ?"—আমার রুটিটায় মাখন লাগাতে লাগাতে বন্ধুবর হিতোপদেশ শোনালেন।

"শরীর অসুখ একথাটা সর্ব্বদা মনে রাখতে ডাক্তার আমাকে মানা করে' দিয়েছে"—আমি কিছু বিরক্ত হ'য়ে বলি।

"রোগীর জন্য মানা বটে, কিন্তু যে তত্ত্বাবধানে থাকবে তাকে সর্ব্বদা একথাটা মনে রাখতে হবে, নয়ত চলে না। ওভল্‌টিনটা খারাপ হ'ল কিসে ?"

"ভিটামিনের তত্ত্ব অনুসারে খারাপ নয়; কিন্তু সব সময় ত্রুটির জিনিষটা ভাল লাগে না"—আমি যেন ব্যথিত চিত্তে বললাম।

"বুঝি ভাই সব। কী করবি বল্? আর কয়েকটা মাস থাক্, তারপর আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কী ব্যাপারটা গেছে তুই ত নিজের চোখে দেখিসনি, তা হ'লে একথা বলতিস না।" ভোলানাথের কণ্ঠে যে স্পর্শ দেখলাম তারপর আমার দ্বিরুক্তি চলল না।

চা পান শেষ করে' ওয়েটিং রুমের ভৃত্যের উপর আমাদের জিনিষ-পত্রের ভার দিয়ে ভোলানাথ আমাকে বলল—"চল্ একটু বেড়িয়ে আসি—।"

"কোথায়— ?"

"এই কাছেই, ট্রেনের আগে ভাত খেতে হবে ত। বোয়কে দিয়ে খানা এনে শরীর আহার করে' আর কতক্ষণ চলবে? ডাল-ভাত না চাপালে চলবে না বাপু। কাছেই পিন্টু, সেখানে ব্যবস্থা করে' আসি, আমার জানা শোনা হোটেল। তোর খাবারও আমার মনোমত হবে।"

"চল্—তোর হাতে যখন পড়েছি—।" সত্যই আমার গতিবিধির নিজস্ব স্বাধীনতা কিছু ছিল না।

পাটনায় পিন্টু একটি বিশিষ্ট ও সুরুচিসম্পন্ন হোটেল পাটনার বাঙ্গালীর খুবই প্রিয়, তাদেরই সহানুভূতিতে পিন্টু পুষ্ট, তার সেই পুরাতন পুষ্টতায় পাটনা লাইনে কিছু দূর পর্য্যন্ত পিন্টুর সুখ্যাতি পরিচিত, ভোলানাথের সঙ্গে তার ম্যানেজারের বিশেষ পরিচয় ছিল তার পরিচয় পেলাম ভোলানাথের অভ্যর্থনায়, তাকে পেয়ে তিনি যেন প্রাণের পুরাতন বন্ধু পেলেন। যে কোন সহরই হ'ক, ভাল হোটেলের সঙ্গে ভোলানাথের শুধু পরিচয়ই থাকে না, তার কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা থাকে,

এটা আমি কয়েক স্থানে লক্ষ্য করেছি। পিণ্টুর কথা বলছি, পাটনায় ভোলানাথ প্রায় এক বৎসর পিণ্টুর ছাত্রাবাসে ছিল; পাটনা কলেজের কাছে পিণ্টুর আর একটি শাখা আছে, সেটি কলেজের ও স্কুলের ছেলেদের প্রিয়পাত্র, তাদের একাগ্র প্রিয় সহানুভূতিতেই ক্ষুদ্র রেস্তোরাঁ আজ বিহারের রাজধানীতে বিখ্যাত হোটেলে পরিণত হয়েছে, পিণ্টুর আজ যা কিছু সুখ্যাতি ও সুদূরপ্রসারী সুনাম তার মূলে ছাত্রদের অকৃত্রিম সহানুভূতি, এবং সে সহানুভূতি পিণ্টু দাবী ক'রেছে তার সততা ও সেবা দ্বারা। কলেজের কাছে পিণ্টু একটি ছাত্রাবাস আরম্ভ করে কয়েকটি ছাত্র নিয়ে, শুনেছি ভোলানাথ তাদের অগ্রণী ছিল এবং তারই প্ররোচনায় গোড়াপত্তন হয়, ভোলানাথ তার সঙ্গী নিয়ে এসে ছাত্রাবাসের শুভ উদ্বোধন করে। কয়েক মাস চলবার পর তাদের আগমের বহর দেখে বিচক্ষণ ম্যানেজার জাল গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন, ছাত্রাবাস অবসর নিল।

সেই সরকটি এখন ষ্টেশনের পিণ্টুর পরিচালক। ভোলানাথের অভ্যর্থনা অনুমেয়। যথাসময়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে' আমরা সাড়ে ন'টার মেল ধরলাম।

গাড়ী ছেড়ে দিল অপরিচিতের উদ্দেশ্যে।

বৃদ্ধা ও যুবতীতে যে পার্থক্য ই. আই. ও বি. এন. ডবলুতে সেই পার্থক্য, অনুমতি বিস্তারেণ। আমরা একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় আশ্রয় নিলাম, আশ্রয়ই কারণ পরদিন ভোর পর্যন্ত সেই কামরাতেই আমাদের থাকতে হবে, আমরা যে কামরায় উঠলাম তখন সে কামরায় অন্য কোন যাত্রী ছিল না, এই সুদীর্ঘ যাত্রায় অবশ্য কয়েকজন যাত্রী উঠা-নামা করেছিল, অবশ্য আমাদের মত তেমন মৌরসিপাট্টা কেউ করে নাই, গাড়ী তীব্রবেগে চলতে লাগল,—তার গতি আমাকে আনন্দ দিয়েছিল।

শুধু পৃথিবী নয় সমস্ত সৌরজগতের মূলভিত্তি গতি, গতির শক্তিতেই কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে শূন্যতার বুক থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি, গতিই ঈশ্বর! গতিতে মানুষ মাত্রেই আনন্দ পায় কারণ মানুষ গতিতে ঈশ্বরের স্পর্শ পায়, নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করে; আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বরকে উপেক্ষা করছে কিন্তু গতির তীব্রতম স্তরের জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে। বিজ্ঞান জানে না যে সে নিজের অজ্ঞাতে ঈশ্বরের নিকটে যাবার জন্য মত্ত হ'যে উঠেছে। আমি অনুভব করি যে গতির আনন্দ অপূর্ব্ব! গতির যে ছন্দ আছে সে ছন্দ মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করে, সে ছন্দ প্রাণকে অতীব গোপনীয় পরিচিত গান শোনায়, সে গানের নিগূঢ় অর্থ বুঝবার জন্য আকুল হ'যে ওঠে।

গাড়ী ছেড়ে দিলে আমি সেই আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম, কাটিহার থেকে শোনপুর পর্য্যন্ত বি. এন. ডব্লু'র গাড়ীতে নিজের ভিতরে যে জড়তা এসে পড়েছিল এ লাইন সে জড়তাকে নিমেষে দূর ক'রে প্রাণকে নতুন গান শোনাল। গাড়ীর গতি তখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, ভোলানাথ কামরায় আমাদের জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে দক্ষিণ দিকে বেঞ্চে দু'টি শয্যা প্রস্তুত করছিল, আমি পূর্ব্বেও লক্ষ্য করেছি যে ভোলানাথ ট্রেনে চড়লেই নিজে শয্যাটি সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত করে, প্রচণ্ড ভিড়েও দেখেছি সে নিজের বিছানাটি ঠিক কি প্রকারে যেন ক'রে নেয়, এবং যাত্রীরা যখন ব'সে ঘুমাবারও স্থান পায় না সে অবস্থাতেও ভোলানাথ গাঢ় নিদ্রা দিয়ে ভোরবেলায় উঠে বসে, এ ব্যাপার নিয়ে কতবার কত ঘটনা হয়েছে তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ ক'রলে পূর্ণাবয়ব একটি কাহিনী হ'য়ে পড়ে।

"প্রদীপ, এবার বিছানায় উঠে বস্—এইটে তোর, এইটে আমার।

জিনিষপত্রও সব গুছিয়ে ফেলেছি—।" তার কথায় তাকিয়ে দেখি কথাটা সত্য, এমনকি সুটকেসগুলোকে বাঙ্কের শিকলের সঙ্গে চেন্ ও তালা দিয়ে আবদ্ধ করাও শেষ, রেলের সজাগ চোরকে ফাঁকি দেবার জন্ম নিদ্রা-কাতর. ভোলানাথের পুরাতন ব্যবস্থা।

"বিছানা পর্য্যন্ত করে ফেললে? এখনও ত রাত হ'তে অনেক বাকি, আর তাছাড়া আমাদের কামরায় তৃতীয় ব্যক্তিও ত দেখছিনা—বি. এন ডব্লুর নেশা তোমার এখনও যায়নি দেখছি—!"—আমি মৃদু হেসে প্রশ্ন করলাম।

"কামরাটা আমাদের রিজার্ভ করা নয়"- সে আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে আর একটি ধরালে এবং নিজের শয্যাটি দখল করে' নির্লিপ্ত ভাবে বলল। তার গম্ভীর মুখ দেখে আমি পুনরায় হেসে বাইরের দিকে তাকালাম। বহির্জগতের গাছ, দূরের বনানীশ্রেণী, পদতলের মাটি, অদূরের কৃষক ও তার বলদ লাঙ্গলকে উপেক্ষা করে' গাড়ী তীব্র বেগে ছুটে চলেছে তার উদ্দেশের দিকে—তার গতির তালে দূরের গ্রামগুলো মাঝে মাঝে ছবির মত ফুটে উঠছিল, চক্ষুর সম্মুখে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল পশ্চাতে স্থিরতার বুকে, দ্রুত ধাবমান গ্রামের কুটীরের বুকে কৃষক যুবতীর শান্ত স্থির সংসারটির সুস্পষ্ট ছবি আমার কল্পনাকে জাগ্রত করে' শান্তি দিল, আমার দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠল সেই ছবিটি যার বুকে একটি কিশোরী বধূ কাকভোরে ওঠে, প্রাণপণ পরিশ্রম করে নিজের সংসার, স্বামী ও সন্তানের জন্য, সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে সকলের মঙ্গল. কামনা করে, রাত্রে শ্রান্ত যুবক স্বামীকে পরিতৃপ্তি দেয়—যেখানে আভিজাত্য নাই, সুতরাং প্রতি পদক্ষেপের ওজন-করা ভঙ্গি নাই, সেখানে সুখ আছে, প্রতিবন্ধক ও প্রতিহিংসা নাই—সে পৃথিবীতে শ্রীলেখা নাই, লেখা দাস নাই—স্বপ্নার স্বপ্নও নাই।

গ্রামগুলোকে আমার মন প্রীতিচুম্বন জানিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

রেল লাইনের ধারে ধারে উলঙ্গ ছোট ছেলেরা মাঝে মাঝে চিৎকার করে' আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছিল এবং কী যেন চিৎকার করে' বলছিল, আমাদের গাড়ী সে সবকে উপেক্ষা করে' হু হু শব্দে ছুটে চলেছিল।

দু'জনেই নিজের ন্যায্য দাবী জানাচ্ছিল।

ভোলানাথ আমাকে অত্যন্ত আরামে গল্প গুজব করে' নিয়ে চলল, তাকে সাথী করে' বোধহয় পুরাণ-কল্পিত অনন্ত নরকেও সুখে বাস করা যায়, সে শুধু মাঝে মাঝে যে ষ্টেশনেই গাড়ী থামছিল সেই ষ্টেশনে নেমে খাওয়ার ব্যবস্থা করছিল, ইঞ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে তার নাতিস্থূল বলিষ্ঠ দেহটাকে খাদ্য ও পানীয় দিতে চলছিল এবং আমার জন্য উপযুক্ত পথ্য সংগ্রহ করছিল, ও নাচনে কাপুরের রেস্তোঁরা প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেশনে আকর্ষণীয়। ভোলানাথ কাপুরের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে আজও করে—

"ওরে চমৎকার ব্যাপার! ন' আনায় মুর্গির মাংস দিয়ে যা খানাটা দিল বাস্তবিকই সুন্দর! পেট শুধু ভরে না, ওভারপেটেড্ হ'য়ে যায়"—সে মোগলসরাই-এ দ্বিতীয় গ্রহ সেরে এসে কাপুরের প্রথম প্রশংসা করল, আমিও প্রশংসা না করে' থাকতে পারলাম না কারণ যে রেস্তোঁরা মাত্র ন' আনায় তার পেটকে 'ওভারপেট' করে' দিতে পারে তার প্রশংসা শুধু ন্যায্য নয়, তার দাবী। কাপুরের ভাগ্য ভাল যে কোন ষ্টেশনে গাড়ী কিছুদিন থাকে না। প্রত্যেক ষ্টেশনে ভোলানাথ তার কোন না কোন খাদ্যের প্রশংসা করছিল এবং আমার জন্য দুধ, ফল, ওভালটিন প্রভৃতি কিনে আনছিল।

"ভোলানাথ! আমার জন্য প্রত্যেক ষ্টেশনে এত খাবার বেকার আনছিস, টাকে কত জমে উঠল দেখ্. আর তাছাড়া এত খেতেও ডাক্তার বারণ করেছে—"

"হুঁঃ—ডাক্তার খানা করেছে দেখে, এ সব কী তোর দেশের ক্লাইমেট যে জল হজম করবার জন্য সোডা খেতে হবে? আমার খাওয়া দেখে বুঝতে পারছিলনে?"

"এখনও পারছিনে। দেখেও তোর খাওয়ার বিশেষ তারতম্য দেখিনি—"

"না না, খিদে আমার অনেক বাড়ছে। ঠিক আমি শেষ করে দেব।"

"তোর জন্য ট্রেনেই চেষ্টা হল। মীরাটে দু-চার দিন থাকলে কী ঠেকে পৌঁছবি ভেবে ভয় পাচ্ছি।"

"তোর সপ্তাকে দেখিয়ে দিতে হবে একহাত!"

নারী সম্পর্কে ভোলানাথের তার বেশী ঔৎসুক্য ছিল না কোনদিন।

গাড়ী যথারীতি চলতে লাগল এবং উপযুক্ত ষ্টেশনে থামতে লাগল, মাঝে মাঝে দু-চারজন যাত্রী ওঠে নামে, বাঙ্গালী বা নারী একটিও ওঠে নাই সুতরাং আমাদের অদ্ভুত সংসারে কেউ বাধা দেয় নাই।

রাত্রি প্রায় দশটায় গাড়ী কানপুরে এসে দাঁড়াল, সেখানে তার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বিশ্রাম। ভোলানাথ রাতের প্রধান আহারটি সেখানেই শেষ করে' নেবার অভিপ্রায়ে নেমে গেল, কামরায় থেকে গেলাম আমি এবং দ্বিতীয় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন বলে' বহুক্ষণ থেকে গাড়ীর গতি ও স্থিতির কোন পার্থক্য বুঝতে পারছিলেন না।

"তুই একটু বস, তোর খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর আমি চট্ করে' চারটি খেয়ে আসি, মালগুলোর ওপর একটু নজর রাখিস।" উত্তরের অপেক্ষা না করে' ভোলানাথ নেমে গেল, তখন গাড়ী সবে মাত্র থেমেছে।

গাড়ীতে নির্জনে বসে' আমি ষ্টেশনের রূপ দেখতে লাগলাম। খুব বড় ষ্টেশন, জনবহুল ও চঞ্চল। আমার কাছে কানপুর সম্পূর্ণ নূতন সুতরাং

তার প্রত্যেকটি জিনিস, উপস্থিত চঞ্চলতর জনতার প্রতি মুখ, ষ্টেশনের আলো, ক্রেতা বিক্রেতা, কুলীর দৌড়াদৌড়ি আমাকে আকর্ষণ করছিল। শৈশব থেকেই আমার কাছে ষ্টেশন বড় প্রিয়, তার বহির্গামী ও আগত যাত্রী ও গাড়ী সে স্থানকে অর্থপূর্ণ করে' তোলে, রেলের একটি ষ্টেশন পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম সংস্করণ, আমি তার বুকে আমাদের পার্থিব জগতের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই—যে কোন ষ্টেশন আমাকে মুগ্ধ করে, আমার কল্পনাকে মিথ্যা রঙ্গীণ স্বপ্ন থেকে রূঢ় সত্য বাস্তবে এনে আমার দৃষ্টির আবরণ উন্মোচন করে। যাত্রীদের ক্ষণিকের মিলন, দৃষ্টি বিনিময়, উদ্দেশ্যের দিকে ছোটাছুটি কিছুক্ষণ পর পুনরায় ছাড়পত্র প্রাপ্তি! সজাগ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে প্রত্যেক ষ্টেশনই বোধহয় মানুষকে আত্মজ্ঞান দিতে সমর্থ হয়।

আমি মুগ্ধ শিশুর মত বাতায়ন দিয়ে মুখ বের করে' ষ্টেশনকে দেখছিলাম। অকস্মাৎ আমাকে সচকিত করে' কয়েকটা কুলী কয়েকটা সুটকেশ, হোল্ডঅল ও বাস্কেট প্রভৃতি নিয়ে দৈত্যের মত কামরায় প্রবেশ করে' ক্ষিপ্রগতিতে জিনিসগুলি বাঙ্কের উপর রাখল, একমুহূর্ত্তের মধ্যে সেগুলোকে বাঙ্কের উপর সাজাল, সুটকেশের উপর হোল্ডঅল, একপাশে বাস্কেট—কাজ শেষ করে' তারা নীচে নেমে গেল, তাদের অবতরণের পর একটি যুবতী গাড়ীতে উঠলেন, তাঁর ক্রোড়ে একটি শিশু, যুবতীর পশ্চাতে একজন যুবক উঠলেন। গাড়ীর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল।

এবার আমি আমার নতুন সহযাত্রী তিনজনকেই লক্ষ্য করলাম, অনুমানে ও তাঁদের বেশভূষা থেকে বুঝতে পারলাম যে যুবক-যুবতী দু'জনে স্বামী-স্ত্রী এবং যুক্তপ্রদেশের লোক, ক্রোড়ে শিশুটি তাঁদেরই সন্তান। যুবক দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ, উজ্জ্বলবর্ণ কান্তি, স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত বুক,

দীপ্তিপূর্ণ মুখের আবহাওয়া, সংযত গতিবিধি, দেখে বুঝা গেল যে যুবকটি কিছু গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী যুবতী, দেহবর্ণ স্বামীর মতই উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ, মুখশ্রী অপূর্ব্ব, তার রক্তাভ বর্ণ পদনখর থেকে সুন্দরতর ললাট পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের পরিচয় দিয়ে আমাকে বাঙ্গালী মেয়ের শীর্ণদেহচ্ছন্দ, স্বাস্থ্যহীনতার অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভতাকে স্মরণ করিয়ে ব্যথা দিল। মেয়েটি স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী, পার্থক্য শুধু তার চঞ্চলতায়।

স্বামীর পরণে সাহেবী পোষাক, স্ত্রীর পরণে সিল্কের শাড়ী ব্লাউজ। শিশুটি যেন দু'জনের উপযুক্ত সেতু-বন্ধন।

"তুমি গিয়ে চট্ করে' খেয়ে এস, আমি ততক্ষণে সব ঠিক করে' ফেলি; আসবার সময় বয়কে দিয়ে আমার জন্য কিছু নিয়ে এস, বেশী কিছু এন না, বিশেষ ক্ষিদে নাই" যুবতী স্বামীকে যুক্তপ্রদেশীয় বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলল।

"বেবীর কী হবে?"—স্বামী ক্ষুদ্র প্রশ্ন করে।

"ওঃ ভাল কথা, প্যানটা নিয়ে যাও, একটু গরম জল কাণপুর থেকে এন, দেখে নিও, তা'লে আর এখন ফুড তৈরী করতে হাঙ্গামা করতে হবে না—।" যুবতী একটি ক্ষুদ্র এলুমিনিয়ামের প্যান বের করে' স্বামীর হাতে দিলে তিনি নেমে গেলেন।

যুবতী শিশুটিকে আমার সম্মুখের বেঞ্চির উপর শুইয়ে রেখে বাঙ্কের উপর থেকে হোল্ডঅল নামিয়ে বাঙ্কের উপর একটি শয্যা রচনা করল, বাস্কেট নামিয়ে তার ভিতর থেকে ফ্লাক্‌সো, ফিডার, আর একটা বড় প্যান বের করল, ছোট একটা হোল্ডঅল নামিয়ে বেঞ্চের উপর রাখল, নিজেদের জিনিসপত্র সব নিজেই টেনে নিয়ে বাঙ্কের এক পাশে রেখে

চমৎকার ভাবে সাজিয়ে ফেলল। আমি মুগ্ধচিত্তে মেয়েটির কর্ম্মব্যস্ততা ও তার পরিশ্রমের নমুনা দেখছিলাম, যে সব সুটকেশ পুরুষ কুলীরা মাথায় এনে বাঙ্কের উপর রেখেছিল সেগুলোকে সে অক্লেশে টেনে নিয়ে বেঞ্চের উপর নামিয়ে তার ভিতর থেকে জিনিস কিছু বের করে' পুনরায় সেগুলোকে এক পাশে বাঙ্কের উপর রেখে দিয়ে তার উপর আর একটি সুটকেশ রাখল, তার পাশে আরও দু'টি সুটকেশ রেখে তার পাশে বাস্কেট রেখে তার উপর ছোট্ট একটি সুটকেশ রাখল—কর্ম্মরতা যুবতীর মাথার কাপড় তখন নেমে পিঠের উপর লুটিয়ে পড়েছে, মাথার দীর্ঘ কেশরাশির এলো খোঁপাটি কালো মেঘপুঞ্জের মত তুহিন শুভ্র কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ে' দেহের তীব্র রং-এর ব্লাউজটাকে চুম্বন করে' কী যে ইঙ্গিত করছিল, কাজ করবার সময় বুকের সম্মুখের আঁচলটি কোমরে গুঁজে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে নিজের সাময়িক সংসারটি গুছিয়ে ফেলল।

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম।

বাঙ্গালী দম্পতী হ'লে সব কাজগুলো স্বামীকে করতে হ'ত। আমার সম্মুখে স্বাস্থ্যবান শিশুটি নিজের মনে আকাশে হাত পা ছুঁড়ছিল এবং অকারণে মাঝে মাঝে হাসছিল। শিশুর মা তাকে কোলে তুলল, এদিক ওদিক, সম্মুখে পশ্চাতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল।

"আমার বেবীকে একটু ধরবেন? ওখানে ওর আর আমার বিছানাটা করব, এখানে শোয়ালে পড়ে যাবে ঠিক, যা দুষ্টু হয়েছে।" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে' যুবতী শিশুকে একটি চুম্বন করে' আমার ক্রোড়ে দিয়ে বলল, "ধন্যবাদ।" আমার সম্মুখে সে আর একটি শয্যা রচনা করল, ব্যবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম যে সে শয্যায় মাতা-পুত্রের দু'জনেরই শয্যা

রচনা হয়েছিল, বড় বালিশের কিছু নীচে একটি ক্ষুদ্র বালিশ, তার ওয়াড়ে রঙীন সুতোর সুন্দর কাজ করা, নিজের তোষক ও বেড-কভারের উপর শিশুর জন্ত একটি রবারক্লথ ও তার উপর নাতিদীর্ঘ টাওয়েল বিছানো হ'ল— বড় শয্যার উপর ছোট শয্যাটি সুন্দর ভাবে গঠিত হ'ল। কামরাটি ছোট, তিনখানা বেঞ্চ, জানলার কাছে দু'খানা, মাঝের খানায় মাঝখানে কাঠের ব্যবধান দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। জানলার ধারের বেঞ্চ দু'খানায় আমার ও ভোলানাথের শয্যা রচিত হয়েছিল, আমার সম্মুখে নবাগতা শয্যা রচিত ক'রল, ভোলানাথের শয্যার সম্মুখে বৃদ্ধ যাত্রীটি আনারাসে ঘুমচ্ছিলেন ; আমাদের কামরার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের বিন্দুমাত্র তিনি জানলেন না। যুবতী যখন শিশুর শয্যা রচনায় ব্যস্ত ছিল তখন ভোলানাথ ব্যস্ত হ'য়ে প্রবেশ করে' পশ্চাতে তাকিয়ে বলল—"এই বয়, ইধার লে আও, ইস্ কামরামে—।" তাকিয়ে দেখি কাপুরের পোষাক ও পিতলের তকমা সুশোভিত বয় ট্রের উপর আহার্য্য নিয়ে প্রবেশ করল।

"প্রদীপ—ওঃ একটাকায় যা খাওয়াল ! ওয়াণ্ডারফুল ! সে একেবারে রাজভোগ—তোর জন্ম···" সে আমার সম্মুখে এসে আমার কোলে শিশু ও সম্মুখে শয্যারচয়িতা সুন্দরী যুবতীকে দেখে বিস্মিত হ'য়ে আহার্য্যের গুণগরীমা কীর্ত্তন ব্যাপারে অর্দ্ধপথেই থেমে গেল ; যুগপৎ বারবার আমার কোলের শিশু ও যুবতীর দিকে তাকাতে লাগল, দৃষ্টির বিস্ময় আমি লক্ষ্য করলাম।

"সা'ব !"—পশ্চাতে ট্রে হস্তে বয় ভোলানাথের বিস্ময়ে বাধা দিল।

"ওঃ—এখানে দাও !" ভোলানাথ বাংলায় বয়কে বলল আমার সম্মুখে ট্রে রাখতে। যুবতী শয্যা রচনা শেষ করে' আমার কোল থেকে শিশু নিয়ে তার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে পুনরায় ধন্যবাদ দিল। আমি আহারে মন দিলাম।

"কেরে মেয়েটি ?"—ভোলানাথ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল।

"তুমি যা দেখছ তার বেশী আমিও জানি না।"

"একা চলেছে— ?"

"একা চললেও বিশেষ স্নবিধা হবে না। এদেশের মেয়ে প্রেম বোঝে কম। ওর সঙ্গে ওর স্বামী আছে, খেতে গেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

"মেয়েমানুষ নিয়ে চিন্তা আমার কোনদিন নেই। ফাউলটা যা রেঁধেছিল কাপুর! তুই যদি খেতিস। এমন শরীর তোর খারাপ, ফিরবার সময় কাপুরে খেয়ে যাস— ।" তার দিকে আমি বিস্মিত হ'য়ে তাকালাম মেয়েমানুষের সঙ্গে ফাউলের কোন সম্পর্ক পেলাম না।

যুবকটি প্যানে জল ও বয়কে দিয়ে স্ত্রীর আহার্য্য নিয়ে ফিরল মেয়েটি গরমজলে শিশুর আহার্য্য প্রস্তুত করে' খাওয়াল, তারপর নিজে খেতে আরম্ভ ক'রল, তখন দুরন্ত শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে।

গাড়ী ছেড়ে দিল। ওধারের বৃদ্ধটি একবার ক্ষণিকের জন্ত উঠে ব'সে তন্দ্রাজড়িত চোখে প্রশ্ন করলেন— 'কোন ষ্টেশন ?"

"কানপুর"—তাঁর সম্মুখে ভোলানাথ নিজের শয্যা থেকে বলল।

"ও।—ও!" পুনরায় তিনি শুয়ে পড়লেন, কানপুর তাঁর কানে পৌছল কিনা জানিনা।

আমরাও শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে পড়লে ভোলানাথ পৃথিবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন হয় এবং সে অচৈতন্ত দূর হয় সূর্য্যের আলো রীতিমত প্রখর হ'লে, স্নতরাং কাপুরের প্রশংসিত ফাউল কাটলেটের পর স্নন্দরী যুবতীর উপস্থিতি সে কামরায় তার নিদ্রাকে বিন্দুমাত্র আঘাত করতে পারে না, বিহারের ভূমিকম্প

গভীর রাত্রে হ'লে ভোলানাথের মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল, আমার শরীর তখন যুবতীর সান্নিধ্যে চঞ্চল হবার পক্ষে যথেষ্ট দুর্ব্বল।

সুতরাং নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হ'ল না।

প্রত্যূষে গাড়ী গাজিয়াবাদে পৌঁছল, ভোলানাথকে জাগৃত করে' আমরা জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম, নামবার সময় সহযাত্রী যুবতী জেগে গিয়েছিল, সে নমস্কার জানিয়ে আমাদের বিদায় জানাল, শিশুও তখন জেগে গিয়েছিল, যুবতী শিশুর দু'টি কর একত্র করে' বলল— "বোলো, নমস্তে - নমস্তে —।" মাতাই তার ক্ষুদ্র যুক্তকর শিশুর মাথায় স্পর্শ করিয়ে দু'বার নমস্তে বলল, অব্যক্ত ভাষায় শিশু কি বলল তা একমাত্র শিশুই জানে, শুধু দেখলাম যে হাতদু'টি মস্তকে স্পর্শ করাবার সময় সে প্রাণ খুলে হেসে উঠল এবং তার নিজস্ব ভাষায় কি ব'লে যেন আমাদের অভিবাদন জানাল।

আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে' নত হ'য়ে শিশুর কপালে চুম্বন করলাম, শিশুদেবতাকে আমার প্রাণের আশীর্ব্বাদ জানালাম, উত্তরে শিশুও তার চঞ্চল হাত দিয়ে আমার গালদু'টি স্পর্শ করল।

"আপনার ছেলে দীর্ঘায়ুঃ ও বিশ্ববিখ্যাত হ'ক এই আমার আশীর্ব্বাদ দেবী—"

"আপনাকে আমি কী ব'লে ধন্যবাদ জানাব? আমার এত আনন্দ হচ্ছে—এত আনন্দ। আপনার এই ভোরের আশীর্ব্বাদ আমার ছেলের পক্ষে দেবতার আশীর্ব্বাদ—।"—আবেগময় দৃষ্টিতে যুবতী আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

আমি ও ভোলানাথ ষ্টেশনে বিশ্রামাগারে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ভোলানাথ প্রাতঃকর্ম্ম সমাপন করে' আমাকে যথারীতি উপদেশ

ফিরে বেরিয়ে গেল—"তুই মুখ হাত ধুয়ে নে—আমি সব খবর নিয়ে আসি—!"

বাথরুমে প্রবেশ করে' আমি মুখহাত ধুয়ে বেশপরিবর্ত্তন করে' রাত্রের অবসাদ দূর করলাম। বেশপরিবর্ত্তনে, ভোরের আলিঙ্গনে আকর্ষণীয় আবহাওয়ায়, নূতন দেশের নূতনতর স্পর্শে রাত্রির অবসাদ, পথের ক্লান্তি, দীর্ঘ যাত্রার গতির আকর্ষণ ভুলে আমি বিশ্রামাগারের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। উষার তরলাবরণ তখন বিদায় গ্রহণ করে' সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাতের আলোর পরিচিতিপত্র দিচ্ছিল, নূতন দেশের প্রথম পরিচয় আমার দৃষ্টিতে বিশিষ্ট মোহ নিয়ে ধরা পড়ল, সে পরিচয়ের একটা অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে যেটা অবর্ণনীয়, যেটা শুধু অনুভূতির, যে কবিত্ব আছে বাসরঘরে নবপরিণীতার মুখশ্রী সর্ব্বপ্রথম দেখায়, যে কবিত্বের জন্য হিন্দু বিবাহের এমন মধুলিপি আছে। সে দেশের সঙ্গে আমার সেই শুভদৃষ্টির স্মৃতি আজও আমার চিত্তকে দোলা দেয়। আমাদের ট্রেনটা বহু পূর্ব্বে ষ্টেশন ত্যাগ করে' চলে গেছে, অন্য কোন লৌহযানের গতিবিধি, গমনাগমন ভোরের ছন্দকে দূষিত করছিলনা, চতুর্দ্দিকে শুধু জাগরণের সাড়া, আকাশে বাতাসে কেবলমাত্র জাগৃতির আহ্বান। এ আহ্বানের আকর্ষণ আছে যুগে যুগে, মানুষের মন যুগ যুগান্তরে সে আহ্বানে সদা উদ্গ্রীব থাকবে ও আছে। সমগ্র আবহাওয়ার বুকে সহযাত্রী যুবতীর স্মৃতিটুকু আমার জাগ্রত প্রাণের নিভৃত কোণকে দোলা দিচ্ছিল—দিল্লীর দিকে লাইনদুটো নির্জ্জীবের মত পাড়' থেকে আমাকে যেন ইঙ্গিত জানাচ্ছিল দূর পর্য্যন্ত আমার মুগ্ধ দৃষ্টি দিগ্‌চক্রবাল রেখাকে চুম্বন করল, সেই দূর পর্য্যন্ত যেন সেই শিশুর চঞ্চলতর দু'টি বাহু আমার কপোল স্পর্শ করবার জন্য, আমাকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

“[illegible]! বাইরে এসে হাঁ করে’ কী ভাবছিস? আয় ভিতরে আয়!” ভোলানাথকে অনুসরণ করে ভিতরে এলাম, কোন উত্তর দিলাম না।

“কী ভাবছিলি?”

“কিছু না--”

“নিশ্চয়ই সেই মেয়েটার কথা ভাবছিলি! নাঃ তোদের পৃথিবীতে আসা উচিত হয়নি---।” সে একটা চেয়ারে বসে পড়ল যেন হতাশ হ’য়ে।

“ফাউল কাটলেটের কথা সর্ব্বদা ভাবলে পৃথিবীতে আসা উচিত হ’ত বোধ হয়---।”---একটু তিক্ত স্বরেই আমি উত্তর দিলাম।

“ওঃ ভাল কথা! খাবারের কথা বলে’ এসেছি। মীরাট এখান থেকে ট্রেনেও যাওয়া যায়, বাসেও-- বাসেই যাব ঠিক করেছি, সাড়ে সাতটায় ছাড়বে, এখনও প্রায় একঘণ্টা দেরী--সকালের জলযোগটা এখানেই সেরে নি, বাড়ী এখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল--”

“এই চল্লিশ মাইল বাসে যাবি?” পথের কথাটা ভেবে হতাশ হ’য়ে আমিও চেয়ারে বসে পড়লাম, চল্লিশ মাইল বাস-যাত্রা যে কোন সবল লোকের পক্ষে হতাশ করে’ দিতে যথেষ্ট!

“ভয় পাস না প্রদীপ। এ তোর দেশের বাস বা রাস্তা নয়! আমি বাস দেখে সব জেনেশুনে এসেছি---যেমনি পথ তেমনি বাস---চমৎকার! ট্রেনের চেয়ে হাজার গুণে আরামপ্রদ হবে দেখিস। পাঁচ বছরের বেশী এখানে নতুন বাসকেও চলতে দেয় না---পথ যেন তেল দিয়ে মেজে রেখেছে, ট্যাক্স দেওয়া এখানে সার্থক রে। এই যে খাবার এসেছে---।” কাপুরের ভৃত্য আমাদের আহার্য্য এনে সম্মুখে রাখল এবং অভিবাদন করে’ প্রস্থান করল। ভোলানাথের দু’খানা বাস দেখে চলে, তাদের বয়স নির্দ্ধারণ করতে পারিনা তবুও যথারীতি

বৎসরের পর বৎসর নির্ব্বিঘ্নে দেশের রক্তপঞ্জর-প্রকাশিত পথে সগর্ব্বে চলছে, এখানে পৌছে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে কাপুরে খাবারের ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে' বাস, পথ ও ট্যাক্সি সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব তথ্য সংগ্রহ করে' আনাতে বুঝতে পারলাম যে তারই পৃথিবীতে আসা সার্থক হয়েছে।

যথাসময়ে আমাদের বাস ছেড়ে দিল, ভোলানাথের সত্যাসত্যকে আমি মনে মনে প্রশংসা না করে' পারলাম না; অতিশয় আরামে দীর্ঘ চল্লিশ মাইল পথ প্রায় এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে' আমরা মীরাটের মেমোরিয়াল গেটে পৌছলাম, সেখান থেকে টাঙ্গায় চড়ে যথাসময়ে বাড়ী পৌছলাম।

স্বপ্না ও বরেণ আমাদের সাদর প্রীতিপূর্ণ অভ্যর্থনা জানাল। বহুদিন পর প্রিয় স্মৃতি ও বাস্তবের মিলন হ'ল।

কয়েকদিন সেখানে থেকে ভোলানাথ মীরাট, দিল্লী ও নিকটস্থ দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখে, সে-সব দেশের প্রত্যেকটি জিনিষের আকণ্ঠ প্রশংসা করে' বিদায় নিল। আমি সাশ্রুনয়নে তাকে বিদায় দিলাম।

আমার জীবনে ভোলানাথের এমন স্নেহময় স্পর্শ ও তার উদার হৃদয়ের প্রীতিপূর্ণ কাহিনীর অধ্যায় অনেক আছে, সে সব একত্র করে' সুবৃহৎ কাহিনী হ'তে পারে, সুতরাং আমার এ কাহিনীতে সে সব কথার অবতারণা করে' মূল কাহিনীর ছন্দ নষ্ট করতে চাই না। তার প্রীতি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি স্তরে পূর্ণ থেকে পূর্ণতম হবে আমি জানি, আমিও সেই আশায় তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমার জর্জ্জরিত বক্ষের উপর একখানা হাত রেখে গভীর দীর্ঘশ্বাস অনুভব করে'।

দিল্লী রোডের উপর স্বপ্নার বাড়ীটি অবস্থিত, বাড়ীর সম্মুখে ছোট

এবং সুন্দর একটি ফুলের বাগান। বাড়ীটির অবস্থিতি কিঞ্চিৎ অদ্ভুত প্রকারের, তার পারিপার্শ্বিক বর্ণনার কিছু প্রয়োজন আছে। বাড়ীটির একজন ধনী ব্যবসায়ী আমার বাড়ীর মালিক, তাঁর নিজের প্রাসাদতুল্য বাড়ী ও ভাড়ার জন্য পাঁচখানি বাড়ী প্রকাণ্ড একখানি ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত, ছয়খানি বাড়ীর মাঝ দিয়ে একটি সুন্দর কাঁকর বিছান পথ সম্মুখের ও পশ্চাতের প্রধান রাজপথকে সংযুক্ত করেছে, প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে ভাড়াটিয়ার জন্য একটি ফুলের বাগান আছে, সেখানে স্থায়ী ও মরশুমী ফুলের যত্ন বাড়ীগুলির অধীশ্বর নিজব্যয়ে করেন অথচ ফুলের উপভোগ করবার অধিকার থাকে বাড়ীর ভাড়াটিয়ার, মালিকের নিজের বাড়ীর সম্মুখের বাগানটি সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য, তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকার সম্মুখে বাগানের বুকে টেনিস ল্যান ও সান্ধ্যমজলিশের সুরম্য ব্যবস্থা আছে, তাঁর বাড়ীর দক্ষিণে একটি বৃহৎ ফলের বাগান সযত্নে রক্ষিত ও সুব্যবস্থা সম্পন্ন। ফলের বাগানে পেয়ারা থেকে তেজপাতা পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারের মূল্যবান ফল ও পাতার গাছ আছে; অদূরের গভীর কূপ থেকে বলদের সাহায্যে জল উত্তোলন করে' শাখা প্রশাখা প্রণালী দিয়ে ফলের ও ফুলের সবগুলি বাগানের গাছকে সতেজ রাখা হয়; ওদিকে দেখলাম সেই প্রণালীতে বাগানে জল দেওয়া চিরাচরিত ব্যবস্থা। গৃহস্বামীর ভাড়াটে বাড়ীগুলি প্রায় একই রকম দেখতে এবং আয়তন ও আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা প্রায় একই প্রকারের। রাত্রে গৃহস্বামীর নিজস্ব পাহারাওয়ালা সমস্ত রাত্রি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে পাহারা দিয়ে সকলেরই সেবা করে—গৃহ-চোর ও ফলের বাগানের চোরের জন্যই এই ব্যবস্থা। গৃহস্বামীর বয়েস হয়েছে, তিনি নিজের কর্ম্মমুখর জীবন থেকে অবসর নিয়ে পূজার্চ্চনায় মনোযোগ দিয়ে অদৃশ্য পরলোকের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, স্ত্রী বহুদিন পূর্ব্বে অগ্রগামিনী

হয়েছেন, দু'টি পুত্র, একটি বি. এ. পাশ করে' পিতার বিপুল ব্যবসায়ে ব্যস্ত, দ্বিতীয়টি স্থানীয় কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। বড়টির বয়েস প্রায় ত্রিশ বৎসর, এখনও বিবাহের ব্যবস্থাও হয়নি। পিতাপুত্র সকলেই মিষ্টভাষী ও সজ্জন ব্যক্তি। তাঁদের সহিত আমার পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, সে পরিচয়ের সুখস্মৃতি আমি আজও সযত্নে বহন করছি। যুক্তপ্রদেশের লোকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সে বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অন্যান্য প্রদেশের লোক থেকে সুষ্ঠুরূপে পৃথক করে' রেখেছে।

স্বপ্নার বাড়ীতে মোট সাতটি ঘর, কিন্তু তার আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা এরূপ যে তাকে অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত করে' দু'টি পৃথক বাড়ীতে পরিণত করা যেতে পারে, এবং সে ব্যবস্থায় দু'টি পরিবার বিনাক্লেশে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে' বাস করতে পারে। স্বপ্নাও সেই ব্যবস্থা করেছিল, অঙ্গনের মাঝখানে কাঠের ব্যবধান দিয়ে সমগ্র বাড়ীটিকে সুন্দররূপে দু'টি পৃথক বাড়ীতে পরিণত করেছিল, তার নিজের অংশে ছিল চারখানা ঘর, রন্ধনঘর, বাথরুম, কল প্রভৃতি এবং দ্বিতীয়টিতে তিনটি ঘর ও তদ্রূপ ব্যবস্থা। স্বপ্না নিজেই সমগ্র বাড়ীটি ভাড়া নিয়ে অপরাংশটি তারই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষয়িত্রীকে ভাড়া দিয়েছিল। স্বপ্নার অংশে স্বপ্না তার সংসার পেতেছিল অপরাংশে শ্রীমতী বরুণা মিত্র তার বিধবা মাকে নিয়ে থাকত, বরুণা কুমারী এবং এই পৃথিবীতে মা ব্যতীত তার অন্য কোন নিকটাত্মীয় ছিল না।

মীরাটকেও স্বপ্নার গৃহের মত দু' অংশে বিভক্ত করা যায়, মীরাট সহর, মীরাট ক্যান্টনমেন্ট, দু'টির সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠ হ'লেও তাদের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলুম। সহরটি পুরাতন, অপরিচ্ছন্ন এবং সেখানে বাড়ী ও লোকের ভিড় বেশী, ক্যান্টনমেন্ট সুন্দরভাবে নতুন

গড়ে' উঠছে, অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্ন, ঘর বাড়ী পথ সুন্দরভাবে সজ্জিত, দোকান, সিনেমা, বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতিতে সমুজ্জ্বল।

মীরাটের সেই অংশকে আমি ভালবেসেছিলাম, ভালবাসা অন্যের সমালোচনার প্রতীক্ষায় থাকে না, আমি যাকে ভালবাসি তাকে আপনি ভাল নাও বলতে পারেন কিন্তু সেইজন্য আমার প্রাণের স্রোত বিন্দুমাত্র বাধা পাবে না।

এতক্ষণ আপনাকে পথের ও স্থানের কিছু বিবরণ সংক্ষেপে দিতে বাধ্য হলাম, হয়ত এই বিবরণ আপনার বিরক্তির কারণ হ'তে পারে কিন্তু অপরিচিত লোকের জন্য সেটুকু আমি দিতে বাধ্য হ'লাম সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার জীবনের ক্ষুদ্রতর ঘটনাবলী ক্ষুদ্র হ'লেও তারা আমার জীবনকে বহুলাংশে প্রভাম্বিত করেছিল ব'লেই এই কাহিনীর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত করে' তার সারাংশ আপনাকে উপহার দিলাম।

এবার আমার প্রধান কাহিনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। স্বপ্নার সুদূর বিদেশীয় সংসারে আমার বিক্ষিপ্ত জীবনের যবনিকা তুললাম।

"চমৎকার চেহারা হয়েছে—খুবসুরৎ!"—স্বপ্না বলল যখন তার বাড়ীতে স্থিতিটা সুদৃঢ় করে' ফেললাম।

"চেহারা মানে? আমার রূপ সম্পর্কে বলছ?"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ, তাই বলবার চেষ্টা করছি।"

"পুরুষের রূপ দিয়ে কী করবে, ওটা নারীর নিজস্ব দ্রব্য। ওটা ছাড়া নারীর আর কিছু নেই।"

"এখন প্রতিবাদ করতে চাইনে। এবিষয়ে পুরো দু'ঘণ্টা ডিবেট্ চলতে পারে—বল ত' আরম্ভ করতে পারি।

"দোহাই তোমার! শূন্যের ওপর শূন্য; দু'ঘন্টা সেকণ্ডায়, আত্মার কোনদিন সহ্য হয় না। রূপটা দেহের ওপর নির্ভর করে থাকে' ত ?"

"তা জানি।"

"তবে এই দেহই পঞ্চভূতে মিলাতে বসেছিল। দেহটা যখন বেঁচে গেছে তখন রূপটা আবার ফিরে আসবে।"

"বাস্তবিক। তোমার যা অসুখ করেছিল, আমি এখানে দম বন্ধ করে' থাকতাম,—কী ভাবে যে দিন কেটেছে।"

"দম বন্ধ করে' থাকতে? কেন, আমার দম বন্ধ হ'য়ে যাবে বলে'? প্রায় সেই অবস্থাই হয়েছিল—।"

"তোমার খবর অথচ পেতে আমার এত দেরী হ'ত। আর দেবেই বা কে? মাসীমা, মেসোমশায়ের অবস্থা ত বুঝতেই পারছি, এক একবার ভাবতাম ওকে পাঠাই—।"

"বরেণ গেলে আমার মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা বন্ধ করতে পারত?"

"তা জানি। তবুও মন মানে না। মেয়েমানুষ হ'লে বুঝতে পারতে। এ কথাগুলো বলতে সত্যই স্বপ্নার কণ্ঠস্বর আর্দ্র বলে' অনুভব করলাম। স্বীকার করি যে মেয়েমানুষের মনের কিছুই বুঝতে পারি না, তবুও অনুভব করি তাদের মনের গভীরতা, জানি যে সে মনে প্রশান্ত মহাসাগরের গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা আছে, জানি যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নারীর মন এমন অতল নয় যেমন আমার ভারতবর্ষের নারীর। এ গর্ব্ব আমার চিরদিনের।

"যাই হোক আগের চেহারা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমায় যেতে দিচ্ছিনা।"

"সর্ব্বনাশ। আমি ত ভেবেছিলাম আগের চেয়ে ভাল চেহারা হ'লে

তবে তোমারি এখান থেকে বিদায় নেব। তুমি ত তার আগেই তাড়াবার চেষ্টায় আছ—”

“তাড়াবার আগ্রহ আমার নাই ; ধরে রাখতে পারি না ব'লেই এত ভয়, তোমার বিষয়ে কোন কথা জোর করে' বলবার অধিকার পাইনি ত. তাই সব কথা ভয়ে ভয়ে বলি।” স্বপ্না অসম্ভব রকম গম্ভীর হ'য়ে কথাগুলো বলল।

“অধিকার কেউ দিতে পারে না। ওটা জোর করে' গড়ে' তুলতে হয়”—আমি স্বপ্নাকে সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করলাম।

বরুণার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, ও তোমার একজন বড় ভক্ত, তুমি এখানে আসবে শুনে তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে—”

“আমার ভক্ত? কিসের জন্য ভক্ত?

“তোমার লেখা ওর খুব ভাল লাগে। তোমার বিষয়ে ওর মনে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে।”

“খুব আনন্দের কথা। আমার এত ভক্ত জুটেছে শুনে খুব আনন্দ হয়, বোধ হয় গুরু হবার আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে। গুরুত্ব ভাব মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে, বিশেষ নারী শিষ্য পেলে। ইতিহাস খুঁজলে দেখবে প্রত্যেক বড় গুরুর নারী শিষ্য ছিল।”

“তোমার কথা তাঁদেরও উপরে। তুমি নারীশিষ্য নিয়েই যাত্রা শুরু করেছ।” স্বপ্না শ্রীলেখাকে উদ্দেশ্য করে' তীরটা ছাড়ল বুঝতে পারলাম।

“সেইজন্যই ত ভয়, হয়ত যাত্রা শেষ করতে পারব না। নারীশিষ্য হবার পরই দেখা যায় পৃথিবীর গুরুদের ইতিহাস পরে ক্ষীয়মান হ'য়ে অবলুপ্ত হ'য়ে গেছে—”

"তোমার নারী-বিদ্বেষ দেখলে হাসি পায়। তোমার পথে প্রতি পদক্ষেপে নারীর ইতিহাস জড়িত।"

"তোমার ভুল হ'ল স্বপ্না। আমি মোটেই নারী-বিদ্বেষী নই, আমার মত নারীভক্ত পৃথিবীতে বিরল, পনের বছর বয়েস থেকে নারীর কথা আমার প্রতি পদক্ষেপকে মাতালের মত চঞ্চল করে' তুলেছে।"

"তা'লে ত তুমি এখন পুরো মাতাল বল।"

"তা বলতে পার। এখন ডোজ অনেক বেড়ে গেছে—।"

"আচ্ছা দাঁড়াও আর এক ডোজ দিচ্ছি। এ ডোজ তোমার পাঞ্চিং-এর কাজ করবে, নেশাটা জমে আসবে। বরুণাকে ডাকি।"

"পাঞ্চিএর দরকার নাই স্বপ্না! পুরোণ আঙ্গুরের রস একটু পেলেই হ'ল। ওল্ড ওয়াইন ইন্ নিউ বট্‌ল্! সম্মুখে এমন জিনিস অথচ' নেশা জমছে না।"

"সম্মুখের জিনিসই লোকে চায় না। অপ্রাপ্তটাই লোকে চায়, তা সে খারাপই হোক বা ভালই হোক। দাঁড়াও।" স্বপ্না উঠে বারান্দায় গেল।

"বরুণা—এই বরুণা পোড়ারমুখী"—বারান্দা থেকে স্বপ্না ডাকল।

"এই যে স্বপ্নাদি—সকালবেলা হঠাৎ আমাকে এরকম মধুর সম্ভাষণ!" —বরুণার কণ্ঠস্বর আমার কানে এল।

মধুর সম্ভাষণ কারণ তোমার মুখে আজ মধু দেব। চল্—"

"প্রস্তাবনাটা কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না স্বপ্নাদি—"

"শেষটা দেখে তারপর বলিস,—চল্ বসে আছে।"

"কে? কে বসে আছে আমার জন্তে স্বপ্নাদি।"—বরুণার কুতূহল কণ্ঠস্বরে।

"প্রদীপ, যার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য তুই ক্ষেপে উঠেছিলি। আয় আমার এখানেই চা খাবি।"

"ওঃ, তুমি যেন কেমন স্বপ্নাদি। বড় অসভ্য!"

"বেশ ত, সভ্য তুই এখন আয় দেখি, বেচারা একা বসে আছে।"

"দাঁড়াও স্বপ্নাদি, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি—আমি রান্নার জোগাড় করছিলাম, দেখছ ত আমার কাপড়ের অবস্থা!"

"কেন বেশ ত আছে, আমার বাড়ী যেতে তুই ত কোনদিন কাপড় ছাড়িসনে।"

"তুমি হেসো না স্বপ্নাদি, একজন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় করব এই বেশে?"

"এতেই হবে চল্। তোকে চমৎকার দেখাচ্ছে।"

আমি স্বপ্নার ড্রয়িংরুমে আরাম কেদারায় দেহকে সম্পূর্ণরূপে এলিয়ে দিয়ে শুয়েছিলাম, বারান্দা থেকে দু'জনের কথা আমার কানে এল, দৃষ্টিপথে বিশেষ কিছু পড়ছিল না কারণ আমার চক্ষু ছিল অর্দ্ধনিমীলিত। দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী তরলাবরণাচ্ছন্ন হ'য়ে আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছিল। সবেগে স্বপ্নার প্রবেশে আমি চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি স্বপ্না একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে ঢুকল, নবাগত মেয়েটি সম্মুখে আমাকে দেখে অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াল, অকস্মাৎ কোন গুহায় পড়ে তীব্রবেগে ধাবিতা কোন স্রোতস্বিনীর মত সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। এই ঘরেই আমাকে দেখবে এ আশঙ্কা বোধ হয় সে করে নাই।

"প্রদীপ, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি, এর নাম বরুণা মিত্র, তোমার লেখার একজন মস্ত ভক্ত, আমাদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী, এবং আমার প্রতিবেশী ও ভগ্নিতুল্যা। আর বরুণা—এ হচ্ছে প্রদীপ—তোমার

প্রিয় লেখক, সম্প্রতি অসুস্থ হ'য়ে আমার গৃহে অতিথি।" স্বপ্নার পরিচয়ান্তে আমি উঠে বরুণাকে নমস্কার করলাম, সে প্রতিনমস্কার জানাল।

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে খুব খুসী হলাম বরুণাদেবী, আপনার কথা শুনেছি স্বপ্নার কাছে—।" বরুণা সোফার উপর বসল, আমিও আমার আরাম কেদারায় বসে বললাম

"তোমার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বরুণা খুব খুসী শুধু নয়, ধন্য হয়েছে—" স্বপ্না বরুণার পক্ষে বলল,—"কী বলিস্ বরুণা ঠিক বলেছি ত?"

"তুমি বড় দুষ্টু স্বপ্নাদি"—লজ্জাবতী কিশোরীর মত বরুণা স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে বলল।

"অর্থাৎ? খুসী হস্‌নি? তবে আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি?"

"তুমি যে কী কর স্বপ্নাদি—খুসী হব না কেন?"

"তবে—! আমি কী ভুল বললাম! তোমরা একটু বস প্রদীপ আমি চায়ের কথা বলে' আসি। তুই কিছু খাবি বরুণা?" স্বপ্না তাকে জিজ্ঞাসা করল।

"আপত্তি নেই স্বপ্নাদি, ক্ষিদেও পেয়েছে- তুমি বস'না, আমি বলে' আসি ভিতরে।"

"তুই পারবি না, প্রদীপ একবার চা খেয়েছে, ওর জন্য দুধের কথা বলে আসি।"—স্বপ্না ব্যবস্থার জন্য ভিতরে চলে গেল।

"মীরাট আপনার কেমন লাগল প্রদীপবাবু?"—কিছুক্ষণের স্তব্ধতা বরুণাই প্রথমে ভঙ্গ করল।

"কয়েকদিন হ'ল মাত্র এসেছি। মীরাটের কিছুই এখনও দেখিনি, দেখার মধ্যে দেখলাম শুধু আপনাদের, সে ত ভালই লাগল।" বরুণা

আমার উত্তরে লজ্জা পেল, পরিচয় পেলাম তার আনত মুখ দেখে।
"মীরাট আপনার কেমন লাগে? কতদিন আপনি এসেছেন?"

"বেশীদিন নয়, স্বপ্নাজি আমার বছর খানেক আগে—আমার ত মীরাট মন্দ লাগছে না। চাকরী করি, বাড়ীতে সংসার করি—"

"এর আগে কোথায় ছিলেন আপনি?"

"কোলকাতায়।"

"এতদূরে চলে এলেন কেন? চাকরী ত কোলকাতায়ও করতে পারতেন। অবশ্য এ প্রশ্নের জন্য ক্ষমা করবেন।" প্রশ্নের অহেতুকতা বুঝে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

ছিঃ ছিঃ এতে ক্ষমার কী আছে। দূর দেশের মোহই এখানে টানল, আর তা ছাড়া এখানে মাইনেও বেশী পেলাম। মা ত কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না কলকাতা ছেড়ে আসতে—কোলকাতার মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছিল, বিয়ের পর থেকে ওখানেই ছিলেন কিনা।"

"ওঃ, আপনারা বুঝি কলকাতাতেই থাকতেন?"

"হাঁা, বাবা ওখানেই চাকরী করতেন, আমি যেবার ম্যাট্রিক দিলাম সেবার বাবা মারা গেলেন; পৃথিবীতে আমি আর মা, অথৈ জলে পড়লাম, বাড়ীর একটা অংশ ভাড়া দিয়ে মা সংসার চালালেন, আমাকে আই. এ. পাশ করালেন, এখন সম্পূর্ণ বাড়ীটাই ভাড়া দিয়ে চলে এসেছি—কলকাতায় আমি যেন হাঁপিয়ে উঠছিলাম—।" এত সংবাদ তাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমি জানতে চাই নাই, যুক্তি ও রুচিসঙ্গতও নয়, তবুও বরুণা এক নিঃশ্বাসে সংক্ষেপে বলে' শেষের দিকে যেন সত্যই হাঁপিয়ে উঠল। প্রত্যেক নারীর জীবনেতিহাসে হাঁপিয়ে ওঠার কিছু স্পর্শ যেন থাকবেই।

থাকবে, কোথাও কিঞ্চিৎ আঘাত যেন ওতঃপ্রোতভাবে মিশে থাকে, জানি এর জন্য দায়ী কি বা কে!

"আপনার মা ত খুব শক্ত! ওবেলা তাঁর সঙ্গে আলাপ করব, অবশ্য তাঁর যদি আপত্তি না থাকে।"

"নিশ্চয়ই না, মা আপনার সঙ্গে আলাপ করে' কত খুসী হবেন, এ কয়দিন আপনার কথাই বলছিলেন—আমার মা বড় ভাল।"—মা'র কথা বলতে বরুণা উদ্ভাসিত হ'যে উঠল।

স্বপ্না চা, দুধ, খাবার ইত্যাদি সঙ্গে করে' এল, যথাযোগ্য পরিবেশন করে' আমাদের আপ্যায়ন করল।

"আমায় এক কাপ চা দিলেই পারতে স্বপ্না। চা-টা দেখে লোভ হচ্ছে—"

"লোভ হলেও পাবে না, দু'বেলা দু'কাপের বেশী চা দেওয়া তোমায় ভীষণভাবে মানা। তাছাড়া তোমার দুধ খাবার সময় হয়েছে—সাড়ে আটটা বেজে গেছে—বরুণা খা, তোকে কী খোসামদ করতে হবে নাকি?"

"নিশ্চয়ই না।"

উপস্থিত আহার্য্য ও পানীয়ের সদ্ব্যবহারে আমরা সকলেই মনোযোগ দিলাম।

"করেণ কোথায়, তাকে চা খাবার পর থেকে দেখছিনা—।"

"সে বাজারে গেছে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে। আর তোমার জন্য ডাক্তার বাবুকেও খবর দিতে গেছে—।"

"ডাক্তার? ডাক্তার কী হবে? ডাক্তারের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই এখানে আসা, তুমি যে এখানেও ঘনঘটা করে' নিলে।"

"না ওষুধ তোমাকে এখানে খেতে দেব না। ইন্‌জেক্‌সানটা

কন্‌টিনিউ করতে হবে ত! ভোলানাথবাবু বিশেষ করে' বলে গেছেন সপ্তাহে দুটো দিতে—"

"কর বাবা, তোমাদের হাতে পড়েছি—।" আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত উপায় ছিল না।

"অতএব চুপ করে থাক। বরুণার সঙ্গে আলাপ হল?"

"সবে আরম্ভ হয়েছিল—"

"আমি এসে রসভঙ্গ করলাম না ত?"

"না রসে এখনও পৌঁছতে পারিনি—সবে আরম্ভ করেছিলাম। রসঘন ক'রতে তুমি সাহায্য করতে পার।"

"আমার কী আর সে ক্ষমতা আছে; বয়েস কত হ'ল!"

"তা মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে, কিন্তু সজলমেঘ, ইচ্ছে করলে এখনও বিদ্যুৎ চমকাতে পার, বর্ষণ করে' ভিজিয়েও দিতে পার।"

"দেখছিস বরুণা, কেমন কথার জাহাজ—!"

"লেখক মানুষ—কথার ত ওঁরাই সৃষ্টিকর্তা।"—বরুণা এতক্ষণে বলবার সুযোগ পেল।

"অর্থাৎ বলতে চান যে লেখকরা শুধু কথারই ফানুষ! সারগর্ভ নয়!"—আমি বরুণাকে বললাম।

"এতদিনে তোমরা নিজের সত্য পরিচয় দিয়েছ—বরুণার হ'য়ে আমিই উত্তর দিয়ে দিলাম।"

"প্রশ্নও তুমি করেছ, উত্তরও তুমিই দিচ্ছ, আমরা নির্ব্বাক শ্রোতার মত বসে থাকি"—আমি হেসে বললাম।

"বরুণা, প্রদীপের সঙ্গে ওর লেখার আলোচনা করলিনে? আমাকে,

ত সর্বদা বিরক্ত করতিস যেন বইগুলো আমিই লিখেছি কিংবা কোন কোন চরিত্র যেন আমাকেই লক্ষ্য করে' লেখা—"

"করব স্বপ্নাদি—এই ত সবে আলাপ হ'ল, ক্রমে ক্রমে সব করব, লেখকের সঙ্গে লেখার আলোচনা করে' যে আনন্দ পাওয়া যায় তেমন আর কিছুতে নয়"—বরুণা উৎফুল্ল হয়ে বলল।

"হ্যাঁ, লেখার আলোচনা করে' ওর খুব আনন্দ পাবি—তবে শ্রীলেখার করিস না—।" স্বপ্না তির্য্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়।

"স্বপ্না, তোমার দুষ্টুমি আর যাবেনা দেখছি—!"

আমাদের কথার ইঙ্গিত বরুণা বুঝতে না পেরে দু'জনের দিকে যুগপৎ তাকাল, দৃষ্টি তার কিছু পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ব্যর্থকাম হ'ল আমি লক্ষ্য করলাম।

"স্বপ্নাদি, এখন আমি উঠি ভাই, রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে, ওবেলা তুমি, বরেণবাবু ও প্রদীপবাবু আমার ওখানে চা খেও—তুমি না ক'রো না স্বপ্নাদি, আমি তা'লে খুব দুঃখিত হব।"—বরুণা মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বপ্নার দিকে তাকাল।

"এখন ওর শরীর খারাপ দেখছিস ত! খাওয়ার বাচ-বিচার ভয়ানক রে, কিছুদিন পরে বলিস তোর যতদিন ইচ্ছে—ওবেলা এমনি তোর ওখানে যাব আমরা, গল্পগুজব করা যাবে, মাসীমার সঙ্গেও ওর আলাপ হবে।"—"প্রদীপ, বরুণার মাকে দেখনি, ওবেলা আলাপ ক'রো, এমন সুন্দর লোক, এত স্নেহময়ী, আমাকে এত স্নেহ করেন! লক্ষ্মীছাড়ী বরুণার ভাগ্য ভাল।"

"তাঁর কথা ওঁর মুখে শুনেই বুঝতে পেরেছি—ওবেলা গিয়ে মাসীমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ করে' আসব।"

"আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব। কোথাও বেরিয়ে যেও না স্বপ্নাদি।" বরুণা উঠে দাঁড়াল।

"নারে পাগলি না, তোর কোন ভয় নেই। তুই ঠিক পাবি।"

বরুণা আমাকে নমস্কার করে' চলে গেল, আমি আরাম কেদারায় অর্দ্ধএলায়িত হ'য়ে তার পদক্ষেপকে অনুসরণ করলাম।

অপরাহ্নে বরুণার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তার বাড়ী অর্থাৎ পাশের বাড়ী গেলাম, স্বপ্না আমার সঙ্গে ছিল, বরেণ বেরিয়ে গিয়েছিল বলে' সঙ্গ দিতে পারে নাই, নতুন স্থানে নতুনতর বন্ধু-বান্ধবের আকর্ষণে তার উপস্থিতি বাড়ীতে খুব কম সময়ের জন্যই পাওয়া যেত। বরুণার মা'র সঙ্গে পরিচয় হ'ল; সুন্দর শান্তমূর্ত্তি, উজ্জ্বল দেহকান্তি-সম্পন্ন নিটোল দেহকে জড়িয়ে রেখেছিলেন সাদা কাপড়ে, দেহাবৃত করেছিলেন সাদা সামান্য সেমিজে, দেহে-মনে ও বেশ-ভূষণে তিনি পরিকল্পিত মাতৃমূর্ত্তি। এক শ্রেণীর নারী দেখা যায় যাঁদের দেখলেই ভক্তি হয়, প্রথম সাক্ষাতেই পায়ের কাছে সাগ্রহে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে, বরুণার মা সেই শ্রেণীর; অনুমানে বুঝা যায় না যে তাঁর বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশের নিকটে পৌঁছেচে, তবে তাঁর চেহারার গভীরতা দেখলেই অনুমান করা যায় যে তিনি ধৈর্য্য ও সহনশীলতার প্রতিমূর্ত্তি, আঁখির দৃষ্টিতে স্নেহের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় অতীব সহজে। বরুণার মাতৃভাগ্যের প্রশংসা করে' মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করলাম। আমাকে প্রথম সম্বোধনেই যেন নিজের প্রাণের কত সান্নিধ্যে আকর্ষণ করলেন, আমার প্রাণ এ প্রকার স্নেহাকর্ষণে যেন উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে। বরুণার মাকে আমি মনে মনে প্রণাম জানালাম।

বরুণা জলযোগের ব্যবস্থাও কিছু করেছিল।

"বরুণা, এসব কেন করলি, তোকে না আমি মানা করেছিলাম—'দিন সহ্য হ'ল না ?"—স্বপ্না তাকে তিরস্কার করল।

"বরুণা আমাকে তোমার বারণ বলেছিল স্বপ্না, তা ভাবলাম উনি আমার বাড়ীতে প্রথম আসবেন, তাই সামান্য একটু মিষ্টিমুখ, ওঁর শরীর খারাপ হবে এমন কিছু করিনি।"—"আপনি খান, এতে কিছু হবে না"—বরুণার মা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন।

"আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না মাসীমা—দেখতে বুড়ো হয়েছি কিন্তু বয়েস আমার বেশী নয়—এই স্বপ্নার বয়েসী—।" আমার কথায় সকলেই হেসে উঠল।

"না মাসীমা, ওর কথায় বিশ্বাস করবেন না ; মেঘে মেঘে বেশ বেলা হয়েছে মাসীমা—।" স্বপ্না সর্ব্বত্র এক প্রকারের।

"বেশ বাবা—বেশ ! তোমাকে তুমিই বলব। স্বপ্না যে কী বলে ! ওর কিছুই বয়েস হয়নি, এমন কচি মুখ !"—বরুণার মা বললেন।

"হ্যাঁ মা, প্রদীপবাবুর কিছুই বয়েস হয়নি !" বরুণা আগ্রহ দেখায়।

"তুই কী করে' জানলি ? বিয়ে হয়নি ওর, সেইজন্যে ? বেশী বয়েসের জন্যই কেউ এগুচ্ছে না—মেয়েটাকে ত কেউ জলে ফেলে দিতে পারে না। জানেন মাসীমা, এক একটা মুখ থাকে যেটা ভয়ানক প্রতারক মুখ—প্রদীপের সেই মুখ।"

"প্রতারক মুখ— ?" আমি চমকে উঠি।

"হ্যাঁ, সে ইতিহাস সাত খণ্ডে রচিত হতে পারে"—স্বপ্না তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়।

"স্বপ্না, এখন আরম্ভ কর ত—খাবারগুলো জুড়িয়ে গেল।"—বরুণার মা তর্ককেও জুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

আমরা তরল গল্প-গুজবের সাথে আহারে মন দিলাম। বরুণা আমার স্বাস্থ্য ও স্বপ্নার বারণের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখে যথোপযুক্ত [illegible]র্থা করেছিল, আমার জন্য ওভলটিন, বরুণার মা'র তৈয়ারী [illegible] খাবার ও, মীরাটের সুন্দর কল। ব্যবস্থা লক্ষ্য করে' স্বপ্না ও [illegible] মা'র সতর্ক দৃষ্টিকে প্রশংসা না করে' থাকতে পারল না। আমাদের [illegible] সমাপ্ত হ'লে বরুণার মা ভিতরে চলে গেলেন আমাকে, [illegible]কে ও স্বপ্নাকে ঘরে রেখে;

"তোমরা গল্প কর বাবা, আমি ভিতরের কাজকর্মগুলো দেখি, [illegible] প্রদীপকে মশলা এনে দে—ও পান খায় না মনে হচ্ছে—তুই [illegible]ন থাক আমি বরং দিয়ে যাচ্ছি—গল্পগুজব কর। স্বপ্না, পাশিও না [illegible] পাশে থেকেও তোমার দেখা কম পাই"—বরুণার মা বললেন।

"সে কী মাসীমা? বরুণা ত বলে যে, স্বপ্নাদি তোমার জ্বালায় [illegible]রা অতিষ্ঠ হয়ে উঠি—"

"সে কী স্বপ্নাদি? আমি তা কবে বললাম?"- বরুণার আশ্চর্য্য [illegible]র।

"আপনি ওর কথাগুলো সব সময় পুরো দাম দিয়ে নেবেন না। ওটা [illegible] স্বভাব। ওর জন্য একটা নিরুত্তর কাণ রেখে দেওয়াই শ্রেয়" —আমি স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে বললাম।

বরুণার বাড়ীতে আমরা অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করে' নিজের বাড়ীতে ফিরলাম; সেদিনের সান্ধ্য-মজলিশে বরুণার সঙ্গে বিশেষ করে' পরিচিত হলাম, তার পরিচিতি আমার কাছে নিকটতর হ'ল, প্রথম পরিচয়ের কৃত্রিম আবরণ উন্মুক্ত করে' আমরা দু'জনে পরস্পরের দিকে সহজ ভাবে তাকাতে পারলাম, স্বপ্না আমাদের সহজ দৃষ্টিবিনিময়ে

যথেষ্ট সাহায্য করল, স্বপ্না যেন প্রশান্ত মহাসাগরের মত অতল, ধীর ও দুর্বোধ্য।

বরুণাকে আমার ভাল লেগেছিল, সুন্দরী মেয়েকে যেমন ভাল লাগে তেমন নয়, সুন্দরী মেয়ের চোখ ঝলসান রূপ ও ঔজ্জ্বল্য তার ছিল না, সুতরাং প্রথম দর্শনে তীব্র রূপচ্ছটায় সে আমার দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে নাই। কোন কোন মেয়ের তেমন রূপ দেখা যায়, যার তীব্র ঔজ্জ্বল্য, যার রূপশ্রীর কৃত্রিমতা, যার দেহচর্চ্চার কলঙ্কহীন আড়ম্বর সম্মুখের যে কোন মানুষকে আকর্ষণ করে, শান্ত দৃষ্টি অকস্মাৎ যেন চকিত হ'য়ে ক্ষুধিত হয়—আলোকোজ্জ্বল উৎসবগৃহ, মদিরাপূর্ণ পাত্র, প্রাসাদোপম গগন-চুম্বী অট্টালিকাও পথিককে আকর্ষণ করে। দৃষ্টিকে সে নিমন্ত্রণ ও আকর্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। ঘন বনানীর কোলে ক্ষুদ্রতম কুটির, দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের বুকে দরিদ্রতম পরিচ্ছন্ন মাটির ঘর, নদীর তীরে জনপদ থেকে বহুদূরে শ্যামলী বৃক্ষরাজির অন্তরালে শতাব্দীর ইতিহাস বুকে করে' পাথরের দেবমন্দিরও মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে—সে নিমন্ত্রণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। বরুণার আকর্ষণ এই শ্রেণীর।

তার বয়েস প্রায় বাইশ হবে, মাতার দেহকান্তি পায় নাই তবে তাঁর দেহশ্রী, অঙ্গসৌষ্ঠব, সমগ্র আবহাওয়ার পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। দেহ-কান্তি তার প্রাবৃট ধারায় ধৌত নব-দূর্ব্বাদলের স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীর মত, মাথায় সজল-ঘন-মেঘের মত একরাশ চুল সেই দেহশ্রীকে আড়াল করে' রেখেছে, বরুণার দেহে ভাদ্রের পরিপূর্ণ স্রোতস্বিনীর উচ্ছ্বসিত ছন্দ। কোন নির্জ্জন স্থানে শ্যামল বনানীর কোলে হিন্দুর মন্দির তার ভগ্ন বহিরাবরণ নিয়ে শতাব্দীর গোপন ইতিহাস বলে, মন্দিরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ বটবৃক্ষ তার জটাজুট চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে সে ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়, সম্মুখের

ক্ষীণতোয়া নদী গত ইতিহাসের বন্দনা ধীরকণ্ঠে গায়, পাথরের মন্দিরের সদাধৌত সোপান শ্রেণী, মন্দিরের অভ্যন্তর, অভ্যন্তরের শ্যামস্নিগ্ধ দেবীমূর্ত্তি —সকলের মিলিত স্নিগ্ধতা মানুষকে আকর্ষণ করে, ইচ্ছা হয় সম্মুখের নদীতে অবগাহন করে' মন্দিরের স্নিগ্ধ অভ্যন্তরে দেহ এলিয়ে দিয়ে কাণ পেতে তার বুকে লুক্কায়িত শতাব্দীর ইতিহাস শুনি। মন্দিরের এই আকর্ষণ ভিন্ন শ্রেণীর, এর একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য আছে।

বরুণার শ্যামলশ্রীর আকর্ষণ এই শ্রেণীর।

আশৈশব এই শ্রেণীর রূপশ্রী আমাকে মুগ্ধ করেছে। বরুণাও আমাকে মুগ্ধ করল, আমাকে আকর্ষণ করল।

কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমার এই দুর্ব্বলতা স্বপ্নাকে বলে' ফেলেছিলাম।

"তোমার যে কিসে বেশী আকর্ষণ, বোঝা দায়—কখনও এতে, কখনও ওতে!"—স্বপ্না মতামত জানাল।

"এ বোধহয় আমার মনের চঞ্চলতা।"

"চঞ্চলতা নয়, দুর্ব্বলতা।"

"দু'টো একই জিনিস। তবে এটা তুমি দেখো যে বিয়ে যদি কখনও করি তবে শ্যামলী মেয়েই করব—।"

"কালো হোক খোঁড়া হোক একটা করলেই বাঁচি! এর পর যে ভাঁটার টান পড়বে"—স্বপ্না গম্ভীরোক্তি করে।

"তাতে দুঃখ নাই, তবুও ত একটু আনন্দ পাব যে জোয়ারের আনন্দটুকু তোমাদের দিতে পেরেছি—"

"তোমার জোয়ারে পচা খাল নালাই ভরেছে, স্রোতস্বিনী পায় নাই—"

"সমুদ্রের পক্ষে সেইটাই আনন্দের স্বপ্না। খাল নালাকে সকলেই

উপেক্ষা করে, কিন্তু বিরাট সমুদ্র করে না।" আমার হাসি কিন্তু স্বপ্নার মুখে বিন্দুমাত্র হাসি ফুটাতে পারে না।

"এমন সমুদ্রকে নমস্কার! তার অতলতাকে প্রণাম করি, কিন্তু তার লোনা জল পিপাসা মিটাতে পারে না।" স্বপ্না আমাকে নির্ব্বাক করে' দিয়ে উঠে চলে গেল। পশ্চাতে আমি বিরাট সমুদ্রের মতই নৃত্যশীলা ছন্দময়ী স্রোতস্বিনীকে দেখে হিংসা করলাম।

মীরাটে স্বপ্নার বাড়ীতে থেকে পনের দিনে দুটো জিনিস নতুন ভাবে লাভ করলাম;—মীরাটের জল বায়ুর গুণে ও স্বপ্নার অকৃত্রিম যত্নে প্রথমে আমি নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করলাম, আমি নিজে উপলব্ধি করলাম যে আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বের চেয়েও ভাল হয়েছে, স্বপ্নার কথাকে যাচাই করবার জন্য দর্পণে দেখলাম যে আমার ভরা গালে রক্তিমতার ছটা সুস্পষ্ট হয়েছে।

"হ্যাঁ ঠিক বলেছ স্বপ্না, গাল দুটো বেশ লাল হয়েছে, ভাবছি তোমার গালের মত হ'লে তবে দেশে ফিরব।"

"মেয়েদের গালের দিকে নজর দেওয়া সুরুচির পরিচয় নয়!"

"সেটা উভয়তঃ। যাক, মেয়েদের কোথায় নজর দেওয়া উচিত?"

"অন্তরের দিকে।"

"সেটা তারা এমন ভাবে ঢেকে রাখে যে বোঝা অসম্ভব।"

"অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। সেটা তোমার নাই।" আমি চুপ করে থাকি, মেয়েকে আঘাত দিয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যাওয়া জয়ের চূড়ান্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় দ্রব্য যেটা আমি ভাল ভাবে লাভ করেছিলাম সেটা বরুণার সান্নিধ্য। বরুণার বিষয়ে যতটুকু আমি জেনেছিলাম বা দেখেছিলাম

তার সবটুকুই আপনাকে জানিয়েছি ও দেখিয়েছি, আমার এ কাহিনীতে অন্য কিছু বাধা আমার উদ্দেশ্য নয়, যেটুকু শীলতায় বাধা পায় সেটুকুই আমার নিজস্ব রেখেছি। পনের দিনে বরুণাকে নিবিড় ভাবে জানবার সুযোগ পেলাম।

আপনারা হয়ত বলবেন যে আমি যেখানেই যাই সেখানেই কোন না কোন মেয়েকে নিবিড় ভাবে পাই, এটা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, বাতুলতাও বটে। বাতুলতা আমার নয়, আমার অদৃষ্টের, বিশ্বাস করা আপনার ইচ্ছা, আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে কোন মেয়ের সান্নিধ্য পাওয়া পুরুষের ভাগ্যের বা গর্ব্বের কথা নয়, প্রত্যেক নারীর উপস্থিতি পুরুষের দুর্ব্বার গতিকে এক একবার বাধা দেয়, গঙ্গার প্রাথমিক যাত্রা পর্ব্বতের বন্ধুর পথে না হ'লে, সমুদ্র হিমাচলের পাদদেশেই সৃষ্ট হ'ত। অন্ততঃ আমার এই অভিমত।

বরুণাকে আমি কী রূপে পেয়েছিলাম, এবং বরুণার জন্য আমি জীবনে কী মহামূল্য সত্য পেয়েছিলাম সেটাই আপনাকে গোপনে জানিয়ে দিচ্ছি।

বরুণা আমাকে ভালবেসেছিল, কয়েকদিনের সঙ্গোপনের পরিচয়ে আমি যেটুকু অনুভব করতে পেরেছিলাম তাতে বুঝতে পেরেছিলাম যে সে আমার অন্তরের পুরুষত্বকে ভালবাসেনি, আমার রূপ ও দেহকে ভাল বাসেনি, সে ভালবেসেছিল আমার অন্তরের লেখককে, বরুণা গভীর প্রেমে পড়েছিল সেই লেখকের সৃষ্টিশক্তির, সে প্রেম তার গোপন অন্তরের কলালক্ষীর ও তাঁর পূজার উচ্ছ্বসিত ইঙ্গিত, বরুণাকে আমার চোখেও ভাল লেগেছিল, তাকে ভালবেসেছিলাম বলতে আর সাহস হয় না, আমার ভালবাসার প্রতি আপনার আর শ্রদ্ধা নাই বোধহয়, স্বপ্নারও হয়ত

এইরূপই ছিল না। বরুণাকে আমি কী ভাবে ভালবেসেছিলাম জানি না; অন্যের প্রেমের বিশ্লেষণ করতে পারি, পারাও যায়, কিন্তু নিজের প্রেমের বিশ্লেষণ দূরের কথা, অস্তিত্বও বুঝা দুষ্কর। বরুণার দেহ ছিল, সে দেহে তার সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টির সময় সুনিপুণ ভাস্কর-দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তার দেহ দেখে স্থির করা যায় যে তার সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষ; বরুণার আদি-নারীর ন্যায় দেহের চতুর্দ্দিকে যে রূপের আবেষ্টন ছিল সেটা অপূর্ব্ব, শ্যামলী পৃথিবীতে প্রেরণের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ত প্রথম-প্রকৃতির রূপশ্রী তেমনই স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সৃষ্টি-আবেশ দৃষ্টির সম্মুখে, বরুণার বর্ণশ্রী উগ্র সাদা হ'লে তাকেও ভালবাসতে পারতাম না, সৃষ্টিপিতার অর্দ্ধ-নিমীলিত দৃষ্টির স্বপ্নকে প্রশংসা করতে পারতাম না, ঔজ্জ্বল্যের শক্তি আছে কিন্তু মোহ নাই, শ্যামলশ্রীর মোহ আছে, আকর্ষণশক্তি আছে, শ্যামলশ্রী শ্রেষ্ঠ বলে' স্বয়ং ঈশ্বর শ্যামল, তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি পৃথিবী শ্যামলী, তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি প্রথম নর-নারী শ্যামল, শ্যামলী!' তাঁর বর্ণ-শক্তিকে প্রণাম জানাই।

বরুণার প্রেমকে আমি ভুল বুঝেছিলাম আজ বুঝতে পারছি, তার ভালবাসাকে আমি সাধারণ মেয়ের ভালবাসা ভেবে ভুল বুঝেছিলাম।

সেদিন বরুণার সঙ্গে মীরাটের সুদৃশ্য টাঙ্গায় করে' বেড়াতে গিয়েছিলাম, স্কুলকমিটির মিটিংএর জন্য স্বপ্না দুপুরের আহারের পরই চলে যাওয়াতে অপরাহ্নে আমাদের সঙ্গ নিতে পারেনি। আমরা দু'জনে সহরের চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত চক্র দিয়ে অবশেষে সন্ধ্যায় একটি দূরের নিভৃত পার্কে এসে উপস্থিত হলাম। মীরাটের ব্যস্ত ও চঞ্চল কেন্দ্র থেকে বেশ খানিক দূরে পার্কটি মুক্তপ্রদেশে একটি বিখ্যাত রাজপথের ক্রোড়ে গড়ে' উঠেছে প্রকৃতি ও মানুষের সমবেত চেষ্টায় ও আশীর্ব্বাদে। মীরাটের

এই পথ ও পার্কটির নাম ভারতে বহুলাংশে সুবিদিত। পার্কটির সুবৃহৎ আয়তন, তার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও সংস্থাপন সহরের কর্তৃপক্ষের কর্মকুশলতা ও সহর-প্রীতির নিদর্শন।

পথের উপর টাঙ্গাওয়ালাকে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করতে বলে' আমরা পার্কের এক নিভৃততম কোণে একটি কৃত্রিম পাহাড়ের পাদদেশে বেঞ্চের উপর বসলাম। একটি কৃত্রিম ঝরণা পাহাড়ের দেহ থেকে জন্ম নিয়ে পাহাড়টি একবার প্রদক্ষিণ করে' অদূরের একটি শ্যামল কৃত্রিম ক্ষুদ্র বনানীর বুকের উপর দিয়ে দূরের একটি জলাশয়ে পড়েছে। আমাদের পশ্চাতে ঝরণার প্রপাতের মৃদু কল্-কল্ শব্দ কাণে আসছিল, অদূরের আলো ও লতার মৃদু আলিঙ্গনের আলো-ছায়ার ছক্ আমাদের মাথার উপর এসে পড়েছিল, বরুণার সারা দেহের উপর সে ছকের আলিঙ্গন। বরুণা যেন আলো-ছায়ার বুকে লুকোচুরি খেলছে, আমি যেন দেখলাম বরুণা আলোয় ও ছায়ায় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছিল। সম্মুখের বরুণাকে সেই ছকের ঘরে স্থির দেখবার জন্য আমি চঞ্চল হ'য়ে উঠলাম। সে যেন মৃদু হাসছিল। বরুণা আমার কাছে বসে' ক্রমাগত কথা বলে' চলেছিল, আমি বহুদূর থেকে যেন অতি মৃদুভাবে তার কথা মাঝে মাঝে শুনছিলাম, অধিকাংশ সময় শুনছিলামই না, তখন আমি যেন কোন এক সুদূর স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম, সমাহিত মুগ্ধ মন আমার পার্কের সেই স্থানের স্বর্গীয় আবহাওয়ায় অকস্মাৎ জানতে পারল যে সে বরুণাকে ভালবাসে, এবং প্রথম দিন থেকেই ভালবাসে, তখন তার আকস্মিক আবিষ্কার।

"এই, তুমি শুনছ না!"—বরুণার কথায় ধ্যান ভাঙ্গল।

"শুনছি বৈকি!—হ্যাঁ, কী বলছিলে?" বরুণা আমার কথায় হেসে উঠল, পশ্চাতের ঝরণার মত।

"তবে ত খুব শুনেছ! আমি বলছিলাম কেনমামিকে তোমার অমন ভাবে আঁকা উচিত হয়নি,—ওটা নিষ্ঠুর হয়েছে।"

"ওঃ—হঠাৎ আমার ও বইটার কথা মনে পড়ল।"

"হঠাৎ মানে? আমি এতক্ষণ তোমার ঐ বইটার আগাগোড়া আলোচনা করে' গেলাম! তবে তুমি কিছুই শোননি?"

"না—না! প্রথমেরটা আমি সব শুনেছি! তুমি যে বইখানাকে প্রশংসা করলে এটা আমার খুব আনন্দের বরুণা।"

"প্রশংসা করলাম? আমি ত নির্মম আক্রমণ করলাম! বুঝতে পারলাম যে তুমি কিছুই শোননি?"

"বেশ ত আর একবার বল।"

"এখন আর পারব না। কাল ব'লব—নাঃ ব'লবই না! বইখানাকে আবার অত কষ্ট করে' পড়ে' এমন সুন্দর একটা সমালোচনা বললাম, এত কষ্ট মাঠে মারা গেল।"

আক্রমণ না শুনে ভালই করেছি, তোমার মুখে আমার আক্রমণ আমাকে ব্যথা দিত বরুণা, শুনিনি বলে' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

"তুমি কী ভাবছিলে বল ত?"—বরুণা আদরের সুরে বলল।

"তা শুনলে তুমি রাগ করবে বরুণা।"

"রাগ করব?—আচ্ছা করব না—বল।"

আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ, আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে স্তব্ধতা, বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে স্তব্ধতা, পূজার পূর্ব্বের কিংবা পাপের পূর্ব্বের অন্তর্নিহিত স্তব্ধতা। আমি বরুণার দেহের ওপরের চঞ্চল ছক্‌টার দিকে একবার তাকালাম।

"বরুণা!"—একবার মাত্র ডেকে কে যেন আমার কণ্ঠ রোধ করে' দিল।

"বল!"—তার উৎসুক প্রশ্ন।

"আমি তোমায় ভালবাসি বরুণা।"

"প্রদীপবাবু—!!"—বরুণা যেন চিৎকার করে' উঠল; দর্শকের সুলভ করতালি পাবার মত নাটকের কোন দৃশ্যে অভিনেত্রীর নাটকীয় উচ্চারণের ইঙ্গিত পাওয়া গেল যেন বরুণার কথায়। আমি ব্যস্ত হ'য়ে তার দিকে তাকালাম।

"তুমি রাগ করলে বরুণা?" আমি ধীরে ধীরে তাকে আমার বাহুর মধ্যে টেনে নিলাম—"তুমি রাগ করলে বরুণা?"

"না"—অতীব মৃদুভাবে বলল।

"তুমি আমায় ভালবাস না বরুণা?"

"বাসি। কিন্তু—"

"কিন্তু কি বরুণা? বল, থেমে গেলে যে!" আমার আলিঙ্গন দৃঢ় করলাম।

"না—। কিছু না!"

আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে দীর্ঘ চুম্বন করলাম, অনুভব করতে পারলাম যে তার কম্পিত অধর অতীব ভীত ভাবে আমার অধরকে স্পর্শ করল।

সেদিন সেই স্থানে বরুণা আমাকে তার সর্ব্বস্ব দান করল, তখন আমার সকল ভিক্ষায় সে তার আঁচল ভরে ভিক্ষা দিয়ে আমাকে পূর্ণ করে' তুলল, বরুণা যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল তখন।

আপনারা আমার অভ্যন্তরের আদি শক্তিকে ক্ষমা করবেন।

পার্কের চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক ঘন্টা বেজে পার্ক বন্ধ হবার সঙ্কেত জানাল, বুঝতে পারলাম যে রাত্রি এগারটা বেজেছে; আমরা ধীরে ধীরে গাড়ীর উদ্দেশে রওনা হলাম। বরুণা বহুক্ষণ পূর্ব্বে সেই—"না—কিছু না—" বলে কথা বন্ধ করেছিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত একটিও কথা বলেনি, বাক্যহীনা মৃণ্ময় মূর্ত্তির ন্যায় সে যেন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সাময়িক উত্তেজনায় আমি তার নিরঙ্কুশ বাধ্যতার অর্থ বুঝতে পারিনি, গাড়ীতে উঠে যেন সেটা অকস্মাৎ বুঝতে পেরে প্রশ্ন করলাম—

"তোমার কী হয়েছে বরুণা? একটিও কথা বলছ না—"

নিস্তব্ধ রাত্রে নির্জ্জনতম রাজপথে অশ্বের নির্ম্মম পদাঘাত মসৃণ রাজপথের বুকে যে খপ্ খপ্ শব্দ করছিল তা ছাড়া আর কোন উত্তর আমার কানে এল না—পদাশ্রিত সহায়হীন রাজপথের বুকে শক্তিমান পশুর নির্ম্মম পদাঘাতই যেন আমার প্রশ্নের ও কার্য্যের উত্তর দিল।

"বরুণা! তুমি কী রাগ করেছ বরুণা—?"

"প্রদীপবাবু, আপনি দু'তিন দিনের মধ্যে—কিংবা যদি পারেন, কালই বাড়ী চলে যাবেন—"

"কেন বরুণা? তুমি কী আমায় ভালবাস না?"

"বাসি, কিন্তু লেখক হয়ে, কলার বরপুত্র হয়ে আপনি যে ভালবাসার ঐ একমাত্র অর্থ জানেন এটা আমার আশাতীত। আমি আপনাকে ভালবাসি, সাক্ষাৎ হবার আগেই আপনাকে ভালবেসেছি—ভালবেসেছি আপনার অন্তরের লেখককে, আপনার প্রতিভাকে—স্বপ্নাদিকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে শুনে, আপনি এখানে আসবেন শুনে আমি কত খুসী হয়েছিলাম—সে যেন আমার স্বপ্নের দেবতাকে চাক্ষুস,

! আপনার প্রতিভা, আপনার সৃষ্টিশক্তির কাছে আমি মাথা নত করেছিলাম প্রদীপবাবু—সে এ ভালবাসা নয়— এই মোহ্বা—"

বরুণা শিশুর মত কেঁদে উঠল। তার কথা শুনে, তার কান্না দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম, শ্রীলেখার অধ্যায়ের পর প্রদীপের অন্তর নারীর অন্তরের দূরের কথা, খুশী হলনা সেই প্রথম! এমন কথা যেন জীবনে শুনলাম; আমার শক্তিকে, আমার সাধনাকে প্রাণের প্রণিপাত জানাতে প্রথম দেখলাম।

"একথা তুমি আগে বললে না কেন বরুণা?"

"চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি—তোমার কিছু আমার অদেয় আছে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না; এ আমার রাধার প্রেম, রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসত না, ভালবাসত তার ভেতরের বিরাট শক্তিকে তাই তাকে সে সর্বস্ব দিয়েছিল, তোমার শক্তির পদতলে আমার আত্মসমর্পণ, আমার দেহ দান নয়, তাই তোমাকে কালই চলে যেতে বললাম, যাতে আমার পার্থিব পিপাসা না হয়—মেয়ের মন ত! তুমি রাগ করনি ত?"

"না বরুণা—!" সে আমাকে প্রণাম করল' আমি উত্তরে মূক মূর্ত্তির মত সম্মুখে তাকালাম, রাজপথের মসৃণ বুকে আলো প্রতিফলিত হ'য়ে যেন তার অন্তরের ভাব পড়া যাচ্ছে, পার্কের মৃদু আলো যেটাকে বাধা দিয়েছিল।

বাড়ী পৌঁছে দেখলাম স্বপ্না একা বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে আছে, আমাদের দেখে একটি কথাও বলল না।

"স্বপ্নাদি এখনও জেগে আছ?"—বরুণাই প্রথম প্রশ্ন করল।

স্বপ্না কোন উত্তর দিল না, বরুণা নিজের ঘরে গেল। খাওয়া শেষ হবার পর স্বপ্না আমাকে নিয়ে তার ড্রয়িংরুমে গেল, সারা বাড়ী তখন সুপ্ত, বাড়ীওয়ালার প্রহরীর চিৎকার আরম্ভ হয়ে গেছে।

"তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে প্রদীপ !"

"কিন্তু রাত্রে ? কাল হ'লে হয় না ?" আমি হাওয়া বুঝতে পারলাম।

"কাল হয়ত সময় থাকবে না, কিংবা মনের অবস্থাও থাকবে না। এতক্ষণ যদি বাইরে থাকতে পারলে তবে দু'চার দশ মিনিটে কিছু হবে না।"

"তার জন্য নয়, এখন কতকগুলো কড়া কথা শোনাবে বুঝতে পারছি, আঘাত সইবার মত মনের অবস্থা আমার নয় এখন।"

"তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তোমার মনে আঘাত দিতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নাই, বুড়ো ঘোড়ার ক্ষুরে অনেকবার নাল ঠোকা হয়েছে,— যাক্ শোন, বরুণাকে তুমি বিয়ে করতে পারবে ?"

"বরুণার ওপর তুমি অবিচার করছ স্বপ্না।"

"ও কথা বাথ। নাটকীয় দৃশ্য করবার জন্য তোমায় ডাকিনি। তাকে তোমার চেয়ে আমি বেশী চিনি। তুমি ওকে বিয়ে করবে ?"

"পাগল নাকি !"

"তবে ? তবে এসব কেন ? তোমায় নিয়ে আমি কী করব বলতে পার ? সব জায়গায় তুমি এত সস্তা হ'য়ে ধরা দাও কেন ?"

"বেশ ত যদি বিয়ে করি— !"

"ও তোমার যোগ্য নয়। তোমার মেয়ের নেশা এখনও মিটল না ?"

"তুমিত কাউকেই আমার যোগ্য দেখলে না। শেষে ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড় হবে। আর নেশার কথা বলছ, আস্বাদই পেলাম না তার নেশা মিটবার কথাই আসে না।"

"পাত্রভরা পানীয় তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম—"

"কোথায় ? তোমার সেই বালিগঞ্জের প্রচণ্ড লম্বা মেয়েটা ? ওকে

পানীয় বলতে পার,—ডুবে মরতাম। তা ছাড়া আলাপ হ'লে ...রেও একই কথা বলতে।"

...ম স্বপ্না সর্বত্রই নারীসুলভ স্বভাব প্রণোদিত হয়েছিল, সেদিনও ... অথচ সে আমার কাছে মরীচিকাই থেকে গেল। সেদিন যেন আমি ...কা উন্মোচন করে' শেষ দৃশ্য দেখবার জন্য ক্ষিপ্ত হযে উঠলাম।

"এই দেখনা, তোমার এত কাছে এতদিন থাকলাম কিছু পেলাম না? পিপাসা বেড়েই গেল, অত দৌড়োদৌড়ির কী কাজ, অনুমতি দাও একজাযগাতেই খুঁটি গেড়ে বসি— ।" আমার কথার স্বপ্না কোন উত্তর দিল না।

"স্বপ্না —!"—

"স্বপ্না— !"—আমি উঠে গিয়ে নিরুত্তর স্বপ্নার পাশে তার একখানা হাত আমার কোলের ওপর তুলে নিলাম, তার স্পর্শও তার মত নিরুত্তর এবং নির্জীব। নাটকের শেষ দৃশ্যের জন্য উতলা ছিলাম এতদিন, স দৃশ্য মিলনান্ত ভেবে আমার প্রাণ মত্ত হ'যে উঠল। স্বপ্নাকে অকস্মাৎ বুকে চেপে ধরে' তাকে চুম্বন করবার জন্য চেষ্টা করলাম, বিদ্যুৎপ্রকাশের মত সে আমাকে ধাক্কা দিযে উঠে দাঁড়াল সম্মুখে, স্তম্ভিত হ'যে তার মুখের দিকে তাকালাম, স্বপ্নার দৃষ্টিতে দেখলাম সমুদ্রের গভীরতা ও তার দিক্‌চক্রবালের আকাশের অর্থহীনতা এবং বিরাটের কারুণ্য, কে যেন আমায় কশাঘাত করল।

"প্রদীপ— !"—জলদ-গম্ভীরস্বরে স্বপ্না একটিমাত্র কথা বলল। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

"কালই তুমি বাড়ী চলে যাও—"

"আজ দু'বার এ অনুরোধ শুনলাম।"

"শোবে চল, রাত অনেক হয়েছে; তোমার শরীর ভাল নয়।" স্বপ্না আমার হাত ধরে' শোবার ঘরে নিয়ে গেল, তখন তার স্পর্শে যেন তার অন্তরের সম্পূর্ণ ভাষা জানতে পারলাম, সে স্পর্শ উষ্ণ নয়, সিক্ত!

"জাগো—হো—ও—ও—" পাহারাওয়ালা জাগতে অনুরোধ জানাল।

পরদিনই বাড়ী রওনা হলাম—বরুণা, স্বপ্না কেউই বাধা দেয় নাই। বরুণা যাত্রার সময় এসে আমাকে নিঃশব্দে প্রণাম করল।

"সর্ব্বদা চিঠি দিও—ব্যস্ত থাকব। শরীর তোমার ভাল নয়।"—স্বপ্না অতি সাধারণ কথা বলল যার স্থান কোন কাহিনীতে পাওয়া উচিত নয়। নিতান্ত মেয়েলী কথা!

এর পর থেকে নিয়মিত চিঠি চলত স্বপ্নার সঙ্গে, বরুণা কোন চিঠি দেয়নি, আমিও তার শান্তি ভঙ্গ করিনি; মীরাট থেকে চলে আমার কিছুদিন পর স্বপ্নার চিঠিতে জানতে পারলাম যে বরুণা বিনা কারণে মীরাটের চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, কোথায় গেছে স্বপ্না জানে না। "বড় ভাল ছিল মেয়েটা"—স্বপ্না শেষ মতামত জানিয়েছে।

কয়েক মাস পরই আমার বিবাহ স্থির হয়; আমার জীবনে সব ঘটনাই ধূমকেতুর মত জন্মগ্রহণ করে। ট্রেনের সেই গণকঠাকুর প্রমথ ভট্টাচার্য্যের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলল,—সেই হরিশ্চন্দ্রপুরেই আমার বিবাহ স্থির হয় এবং হয়।

বিয়েতে স্বপ্না এবং বরেন দু'জনেই এসেছিল, স্বপ্নাও যথারীতি আমাদের বাড়ী থেকে বরযাত্রী গিয়েছিল, নারী বরযাত্রী দেখে হরিশ্চন্দ্রপুরের লোক

শুধু বিস্মিত নয় বেশ কিছু বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল, তাদের দেশের ইতিহাসে সেরূপ অদ্ভুত ঘটনা নিশ্চয়ই সেই প্রথম।

বিবাহ-আসরে অপূর্ব্ব আবহাওয়ার মধ্যে কন্যা সম্প্রদান শেষ হ'ল, আমি উপস্থিত গুরুজন ও বাবাকে প্রণাম করলাম, তাঁরা আশীর্ব্বাদ করলেন; স্বপ্না এগিয়ে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়াল।

"স্বপন, একদিন তোমার আমার বয়সের হিসাব করেছিলাম মনে আছে?"—স্বপ্না প্রশ্ন করল। আমি মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

"কে বড় হয়েছিল?"

"তুমি তিন মাসের বড় হয়েছিলে"—মৃদু উত্তর দিলাম।

"আজ একটা অনুরোধ, আমায় প্রণাম কর।" কে যেন আমার উন্নত শিরকে স্বপ্নার পায়ের কাছে নত করে' দিল।

স্বপ্না আমার হাতখানা নবপরিণীতার কম্পিত হাতে দিয়ে বলল—

"আমার এই দেবতা ভাইকে তোমার হাতে তুলে দিলাম—একে তুমি মানুষ করে' গড়ে তুলো—"

স্বপ্না আমার দিকে তাকাল, আঁখিতে তার জল, ঠোঁটে অপূর্ব্ব হাসি।

—শেষ—